বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৫১ ॥ ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১৫ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

পহেলা বৈশাখে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজন দূর হবে: আশা মির্জা ফখরুলের

স্টাফ রিপোর্টার : এবারের পহেলা বৈশাখে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজন দূর হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে ফ্যাসিস্টদের পতনের পর এবারের পহেলা বৈশাখ স্বস্তির বাতাবরণে উদযাপিত হবে।

সুপ্রিম কোর্টের জন্য আলাদা সচিবালয় জরুরি: প্রধান বিচারপতি

খুলনা প্রতিনিধি : প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, বর্তমান বিচার ব্যবস্থা একটি দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। তাই সুপ্রিম কোর্টের জন্য আলাদা সচিবালয় স্থাপন খুবই জরুরি। রোববার (১৩ এপ্রিল) সকালে খুলনা জজ কোর্ট প্রাঙ্গণে বিচার প্রার্থীদের জন্য স্থাপিত ন্যায়কুঞ্জ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বৈষম্যহীন কর ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে এনবিআর: এনবিআর চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন করহারের জন্য বিপাকে করদাতারা এমন অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেছেন, আগামীতে করহারে বৈষম্য থাকবে না। তিনি বলেন, বৈষম্যহীন কর ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে এনবিআর। এ লক্ষ্যে আমাদের কাজ চলমান। পাশাপাশি অটোমেশনের বাধাও দূর করার আশ্বাস দেন তিনি।

আজ পহেলা বৈশাখ

স্টাফ রিপোর্টার : আজ বাংলা নববর্ষ ১৪৩২। বৈশাখের প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারাদেশে নানা আয়োজনে, রঙে আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর এই দিনটি পালিত হবে । নতুন বছরকে বরণ করে নিতে রাজধানীর রাস্তাঘাট, পার্ক, প্রাঙ্গণ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকবে উৎসবের বর্ণিল হাওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' সকাল ৯টায় শুরু হবে। এবারের শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য– "নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান"। শোভাযাত্রা শুধু এক সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, বরং এক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষাও হয়ে উঠেছে। শোভাযাত্রায় সাতটি বড়, সাতটি মাঝারি এবং সাতটি ছোট মোটিফ বহন করা হবে, এতে থাকবে বাঙালির ঐতিহ্য, জীববৈচিত্র্য ও সমাজের নানা অসাম্যের প্রতীকী প্রতিবাদের চিত্র। ২৮টি জাতিগোষ্ঠী, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, এমনকি বিদেশি অতিথিরাও অংশ নিবেন এই আয়োজনে। শোভাযাত্রাটি চারুকলা থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ মোড়, টিএসসি, শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা হয়ে পুনরায় চারুকলায় গিয়ে শেষ হবে। এত বিশাল আয়োজনে ঢাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে নজিরবিহীন। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী জানিয়েছেন, পুরো শোভাযাত্রা ও আশপাশের এলাকাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। মোট ২১টি সেক্টরে ভাগ করে শহরে মোতায়েন করা হয়েছে ১৮ হাজার পুলিশ সদস্য, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা। প্রতিটি প্রবেশপথে আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি, সিসি ক্যামেরা, ড্রোন ও স্ট্যাটিক ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখা হবে। রয়েছে ডগ স্কোয়াডের সুইপিং, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড কেন্দ্র, ও বিশেষ সাইবার নজরদারিও। নগরবাসীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ব্যাগ, ধারালো বস্তু বা দাহ্য পদার্থ সঙ্গে না আনতে এবং শোভাযাত্রায় নির্ধারিত পথ ছাড়া প্রবেশ না করতে। রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও আজ অনুষ্ঠিত হবে ভোরে। রবীন্দ্রসংগীত, লোকসঙ্গীত ও আবৃত্তিতে ভোরবেলায় গেয়ে উঠবে "এসো হে বৈশাখ, এসো এসোচ– এই সুরেই জেগে উঠবে বাঙালির প্রাণ। নগরবাসী সপরিবারে ভিড় জমাবে প্রিয় এই আয়োজন উপভোগ করতে। নারী ও শিশুর জন্য আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও সহায়তাকারী স্বেচ্ছাসেবক দলও কাজ করবে সেখানে। বর্ষবরণ উপলক্ষে আতশবাজি, ফানুস ও উচ্চ শব্দের বাঁশি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দুপুর ২টার মধ্যে সব অনুষ্ঠান শেষ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে আয়োজকদের। বিকেল ২-এর পাতায় দেখুন

উৎসবে মুখর বাংলা নববর্ষ ১৪৩২

যেমন থাকতে পারে আগামী ৫ দিনের আবহাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সাত বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। রোববার (১৩ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, ফেনী, বান্দরবান ও বাগেরহাট জেলা সমূহের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সোমবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য
২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস রোববার ঢাকায় মেরুল বাড্ডায় বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে 'সম্প্রীতি ভবন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মন্দিরের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। -পিআইডি

দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই এক পরিবার: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নানা মত-ধর্ম-রীতিনীতির মধ্যেও আমরা সবাই এক পরিবারের সদস্য। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে সম্প্রীতি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে তিনি এ কথা বলেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমি বরাবরই বলে এসেছি, নানা মত-ধর্ম-রীতিনীতির মধ্যেও আমরা সবাই এক পরিবারের সদস্য। এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সবমিলিয়ে এদেশের মানুষের বিচিত্র ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য। সবাইকে পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, আগামীকাল পহেলা বৈশাখ, আমাদের এই সম্প্রীতির অন্যতম প্রতীক। প্রত্যেকে নিজ নিজ উপায়ে, নিজেদের রীতি অনুযায়ী আগামীকালকে উদযাপন করবেন। সার্বজনীন এ উৎসবে অংশ নেবেন। উপমহাদেশের শিক্ষার ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি পাসপোর্টে 'ইসরায়েল ব্যতীত' শর্ত পুনর্বহাল

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশের পাসপোর্টে 'এক্সেপ্ট ইসরায়েল' বা 'ইসরায়েল ব্যতীত' শর্ত পুনরায় বহাল করা হয়েছে। রোববার (১৩ এপ্রিল) গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নীলিমা আফরোজ। পুনরায় বহালে বলা হয়েছে, উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশি পাসপোর্টে 'ইসরায়েল ব্যতীত' শর্ত পুনর্বহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। আগে বাংলাদেশের পাসপোর্টে লেখা থাকত, 'এই পাসপোর্ট বিশ্বের সব দেশের জন্য বৈধ, ইসরায়েল ব্যতীত। তবে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০২০ সালে দেশে নতুন ই-পাসপোর্ট চালু করলে সেই পাসপোর্টগুলো থেকে এই লেখা বাদ দেয়। এমনকি এ বিষয়ে কোনো

জাতির আত্মপরিচয়ে পহেলা বৈশাখ এক উজ্জ্বল উপাদান: তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : পহেলা বৈশাখকে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার (১৩ এপ্রিল) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে দেশ-বিদেশে বসবাসরত সব বাংলাদেশিকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এ কথা বলেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, আবহমানকাল ধরে নানা রূপ ও বৈচিত্র্য নিয়ে জাতির জীবনে বারবার ফিরে আসে পহেলা বৈশাখ। তিনি বলেন, নববর্ষের উৎসবের সঙ্গে প্রকৃতির উচ্ছ্বাস ও প্রাণের উজ্জীবন যুগ যুগ ধরে যুক্ত। এই উৎসব আমাদের হৃদয়ে জাগায় স্বজাতির অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্যের স্মৃতি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুদূর অতীত থেকে গড়ে ওঠা এক শক্ত ভিত্তি। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ মিলেই গড়ে তোলে একটি সুসংগঠিত জাতি। জাতির আত্মপরিচয়ে পহেলা বৈশাখ এক উজ্জ্বল উপাদান। তিনি বলেন, প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ অতীতের আলোকচ্ছটায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতের উৎকর্ষ ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এখন আমাদের প্রয়োজন একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য জনগণের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বহুমতের সহাবস্থান নিশ্চিত করে একটি টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তারেক রহমান আরও বলেন, নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার সাক্ষী ১৪৩১ সাল পেরিয়ে আমরা আজ ১৪৩২ সালের প্রভাতে উপস্থিত হয়েছি। বিশ্বজুড়ে রক্তপাত ও বিস্ফোরণে অশান্তির ছায়া। শান্তির জন্য অপেক্ষায় বসে থাকলে হবে না, স্বার্থ নয়-সমাধান হতে হবে নিঃস্বার্থ। তাহলেই রক্ত ঝরবে না, শান্তির প্রতীক্ষা দীর্ঘ হবে না। আমাদের অতীতের ক্লান্তি, হতাশা ও গ্লানিকে পেছনে ফেলে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে মেঘনা আলমের আটকাদেশ কেন অবৈধ নয় : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : মিস আর্থ বাংলাদেশ-২০২০ বিজয়ী অভিনেত্রী মেঘনা আলমকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে দেওয়া ৩০ দিনের আটকাদেশ কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রোববার (১৩ এপ্রিল) বিচারপতি রাজিক আল জলিলের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন ও আইনজীবী জাহেদ ইকবাল। এর আগে, মেঘনা আলমের ৩০ দিনের আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় মেঘনা আলমের বাবা এ রিট দায়ের করেন। গত ১০ এপ্রিল মেঘনা আলমকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩০ দিনের জন্য কারাগারে রাখার আদেশ দেন আদালত। গোয়েন্দা (ডিবি)
২-এর পাতায় দেখুন

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থানীয় সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান দূষণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যথাযথ পৃথকীকরণ এবং বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের জন্য স্থানীয় সমাধানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। চিকইয়্যু নেটওয়ার্ক কোঅপারেটিভের প্রতিনিধি পরিচালক ইয়োনেদা জোহিচিরোর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের জাপানি পরিবেশ বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলের সাথে এক বৈঠকে তিনি বলেন, 'বর্জ্য থেকে শক্তির বিকল্প খোঁজার আগে এর পৃথকীকরণ, রিসাইক্লিং এবং কম্পোস্টিংকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' রাজধানীতে পানি ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরিবেশ সচিব ড. ফারহিনা আহমেদও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পানিসম্পদ উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, পরিবেশগতভাবে উপযুক্ত প্রযুক্তি ভবিষ্যতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিচালনা করবে। তিনি বলেন, 'সরকার টেকসই মডেল গ্রহণ করতে আগ্রহী, ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাবির শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার: বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে (২০০৯-২৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম খতিয়ে দেখতে পাঁচ সদস্যের বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রোববার (১৩ এপ্রিল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গত ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের এক সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলামকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, লোকপ্রশাসন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সিন্ডিকেট সদস্য ড.
২-এর পাতায় দেখুন

সততার সঙ্গে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান ভূমি উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : পেশাদারিত্ব, মেধা ও সততা দিয়ে জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। তিনি গতকাল রবিবার রাজধানীর ভূমি ভবনের সেমিনার কক্ষে ১৩৯তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান। আলী ইমাম মজুমদার বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, সেইসঙ্গে সেবা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানো এবং নিজেকে দক্ষ
২-এর পাতায় দেখুন

রোববার সকালে রাজধানী রমনার বটমূলে বর্ষবরণ ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মোঃ সাজ্জাত আলী, এনডিসি।

মুখোশ পরে শোভাযাত্রায় আসা যাবে না: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : মুখোশ পরে শোভাযাত্রায় আসা যাবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। রোববার (১৩ এপ্রিল) এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বছর আরও বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হবে। উৎসব ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারে ড্রোন ক্যামেরা, ডগ স্কয়াড, পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে। গোয়েন্দা নজরদারিও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মুখোশ পরে শোভাযাত্রায় আসা যাবে না। শব্দদূষণ হয়, এমন বাঁশি বাজানো যাবে না। এছাড়া, নারী ও শিশুরা যেন সতর্কতার সঙ্গে ভিড় এড়িয়ে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে আসেন, সে বিষয়েও পরামর্শ দিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক ৭১৮৪ মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে: আইন উপদেষ্টা

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক হয়রানিমূলক ৭ হাজার ১৮৪ মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। অনেক যাচাই-বাছাই করে মামলা প্রত্যাহারের কাজটি করতে হচ্ছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে ৭০-৮০ ভাগ মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে। বাকিগুলো রাজনৈতিক সরকার এলে তারা করবে। রবিবার (১৩ এপ্রিল) আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, 'মাগুড়ার শিশু আছিয়ার ধর্ষণ মামলার চার্জশিট প্রস্তুত। পুলিশ সদর দফতর সেটা খতিয়ে দেখছে। আজকের মধ্যে চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হবে। এরপর নতুন আইনে ৯০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করা সম্ভব হবে।'তিনি বলেন, 'যেহেতু ডিএনএ রিপোর্টসহ সব কিছু পাওয়া গেছে, সে জন্য ৯০ দিনের আগেই এ মামলার বিচার কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হবে বলে আমি আশাবাদী।' জঙ্গি ও দাগী অপরাধীদের জামিনে মুক্তি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, 'আসামিরা জামিন পেলে আইন মন্ত্রণালয়ের সমালোচনা করা হয়। কিন্তু যারা জামিন পেয়েছেন তারা উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন। এখানে আইন মন্ত্রণালয়ের কোনও কিছু করণীয় নেই। আর নিম্ন আদালত থেকে যারা ২-এর পাতায় দেখুন

'মার্চ ফর গাজা' ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে: ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার 'মার্চ ফর গাজা' সমাবেশ ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ ওয়াই রামাদান। তিনি বলেন, এই সমাবেশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রতিধ্বনিত হবে। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা তার অতুলনীয় আন্তরিকতা দিয়ে বিশ্বকে অবাক করে চলেছে। ১২ এপ্রিল বিশ্ব যা প্রত্যক্ষ করেছে তা ইতিহাসের পাতায় ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন ও সংহতির অন্যতম সেরা ঘোষণা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে, যা সীমান্ত এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম
২-এর পাতায় দেখুন

ছুটির নোটিশ

পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ উপলক্ষে আজ সোমবার (১৪ এপ্রিল) **দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ**-এর সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। আগামীকাল মঙ্গলবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। আগামী বুধবার (১৬ এপ্রিল) থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

-সম্পাদক

আমাদের অর্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফ্যাসিবাদের থাবায় যেন নষ্ট না হয় : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'আমাদের অর্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গর্ব, অর্জন ফ্যাসিবাদের থাবায় যেন নষ্ট না হয়। দেশের সংস্কৃতির ঐতিহ্য আমরা পদ্মা মেঘনার মতো বহমান রাখবো।'গতকাল রবিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে পুরে যাওয়া ফ্যাসিবাদের মুখাবয়ব পরিদর্শন কালে রুহুল কবির রিজভী এসব কথা বলেন। বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটবে না। মত ভিন্নতা থাকতে পারে থাকতে পারে কিন্তু দেশ ও মানুষের স্বার্থে মত প্রকাশের জন্য আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত। রাষ্ট্রের সংস্কার চিরস্থায়ী কোনো বন্দোবস্ত নয় উল্লেখ করে বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, 'সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এখন যতটা সম্ভব করা যায় হবে, আবার নির্বাচিত সরকার এলে তারা বাকিটা করবেন। এটাই হওয়া উচিত।' তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পরে মুক্ত বাতাস তৈরি হয়েছে। মুক্ত পরিবেশে আমরা প্রাণবন্ত গণতন্ত্র পাওয়ার অপেক্ষা করছি। প্রয়োজনীয় সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের বহুদিনের প্রত্যাশা দেশের জনগণের ভোটের অধিকার, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। যে দাবি আদায় করতে গিয়ে ইলিয়াস আলী, সুমন সহ আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত ১৫ বছর দেশে মানবিকতা, ন্যায়বিচার বলতে কিছুই ছিল না। শেখ হাসিনা পুরো দেশটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। আদালতকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় বানিয়ে ফেলেছিল। এ অবস্থা থেকে দেশটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। দেশে এই মূহূর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরি উল্লেখ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যেখানে গণতন্ত্র থাকে সেখানে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা সমৃদ্ধশালী হবে । যেখানে গণতন্ত্র থাকবে সেখানে কেউ আগুন দিয়ে কোন কিছু পুড়িয়ে ফেলার সাহস পাবে না। যেখানে সবাই নির্মাণ করবে। ধ্বংস করবে না। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ফ্যাসিবাদের আক্রমণের যে বহিঃপ্রকাশ ২-এর পাতায় দেখুন

নতুন আরেকটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ভাসানী অনুসারী পরিষদ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে 'ভাসানী জনশক্তি পার্টি' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল। রোববার (১৩ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ভাসানী অনুসারী পরিষদের জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে এ দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন রাজনৈতিক দলটির ১২১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান, ২১ জন প্রেসিডিয়াম সদস্য, ১০ জন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন মহাসচিব, পাঁচজন যুগ্ম মহাসচিব, আটজন সাংগঠনিক সম্পাদক, আটজন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সম্পাদকীয়, সহসম্পাদকীয় ও সদস্য পদ রয়েছে। সম্মেলনে ভাসানী জনশক্তি পার্টির ১২১ সদস্যের কেন্দ্রীয় অনুমোদিত কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু এবং মহাসচিব হিসেবে আবু ইউসুফ সেলিম। এর আগে, দুই পর্বের এই সম্মেলনের প্রথম পর্বে দলের আত্মপ্রকাশ, গঠনতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে
২-এর পাতায় দেখুন

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নতুন তারিখ প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি); গত বৃহস্পতিবারই (১০ এপ্রিল) জানা গিয়েছিল এ খবর। এবার প্রকাশ করা হয়েছে এ পরীক্ষার নতুন তারিখ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৮ আগস্ট দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষাটি। রোববার (১৩ এপ্রিল) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) জনসংযোগ দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা সাহিদা খাতুন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এ তথ্য। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটি ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, চাকরিপ্রার্থীদের দাবির মুখে সেই তারিখ পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসসি। তবে, পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ৮ মে তারিখেই শুরু হবে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা। ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল ২০২৪ সালে। এই বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার পদে ৩ হাজার ৪৮৭ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ২০১ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা। পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন পৌনে চার লাখ চাকরিপ্রার্থী। বর্তমানে চারটি বিসিএস পরীক্ষার জট লেগেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো বিসিএসের কার্যক্রম চলছে সাড়ে তিন বছর ধরে। এগুলোর মধ্যে ৪৪ তম, ৪৫তম ও ৪৬ তম বিসিএসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। সর্বশেষ গত নভেম্বরে ৪৭ তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যমান চারটি বিসিএসের জট শেষ করে পরবর্তী সময়ে একেকটি বিসিএস এক বছরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বর্তমান পিএসসি কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বিসিএস পরীক্ষার বিদ্যমান পাঠ্যসূচিতেও পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সরকারের কাছে যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, তাতে দেড় বছরের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষা শেষ করে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিসিএস পরীক্ষা শেষ করতে হবে এক বছরের মধ্যে। বাকি ছয় মাসে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ ও নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। অবশ্য নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, এক বছরের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষা শেষ করতে হলে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। ২০২১ সালেও এক বছরে পরীক্ষা শেষ করার আশাবাদ ২-এর পাতায় দেখুন

ডিবিপ্রধানের পদ থেকে রেজাউলকে অপসারণ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) প্রধানের পদ থেকে রেজাউল করিম মল্লিককে অপসারণ করা হয়েছে। রোববার (১৩ এপ্রিল) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) রেজাউল করিম মল্লিককে ডিএমপির সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক স্বার্থে রেজাউল করিম মল্লিককে তার নামের পাশে উল্লেখিত স্থানে পদায়ন করা হলো। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। প্রসঙ্গত, গত ৭ এপ্রিল মিস আর্থ বাংলাদেশ বিজয়ী মডেল মেঘনা আলমকে ঢাকায় তার বাসা থেকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা পুলিশ। গত ১০ এপ্রিল রাতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত তার বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩০ দিনের আটকাদেশ দেন। মেঘলাকে আটকের ঘটনায় সমালোচনার মুখে
২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা সোমবার ॥ ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

ভাড়ায় উড়োজাহাজ না পাওয়ায় ছোট হচ্ছে বিমানের বহর

স্টাফ রিপোর্টার: ভাড়ায় উড়োজাহাজ না পাওয়ায় ছোট হচ্ছে বিমানের বহর। আসন্ন হজ মৌসুমে যাত্রী পরিবহন এবং মেয়াদোত্তীর্ণ উড়োজাহাজের ঘাটতি পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ত আকাশ পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস নতুন করে দুটি উড়োজাহাজ ভাড়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তিন দফা দরপত্র আহ্বান করেও কোনো সাড়া পায়নি। শেষ চেষ্টা হিসাবে সর্বশেষ চতুর্থ দফায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দফায় দফায় দরপত্র আহ্বান করেও ভাড়ায় কাঙ্ক্ষিত উড়োজাহাজ আনতে না পারায় বাংলাদেশ বিমানের আগামীতে ফ্লাইট চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা বাড়ছে। বিদ্যমান অবস্থায় চলতি মৌসুমে হজযাত্রীদের সেবা দিতে বিমানের বিভিন্ন রুটের ফ্লাইট সমন্বয় করতে হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে ভাড়ায় আনা দুটি বোয়িং ৭৩৭ উড়োজাহাজ রয়েছে। চলতি বছর সেগুলোর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থাটি ১০টি নতুন উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করেছিল। বোয়িং নাকি এয়ারবাসের উড়োজাহাজ নেয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা ও দরকষাকষি চলছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর নতুন উড়োজাহাজ কেনার প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। তার বদলে দুটি উড়োজাহাজ ভাড়ায় আনার সিদ্ধান্ত হয়। গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর বোয়িং ৭৩৭-৮ মডেলের দুটি উড়োজাহাজ লিজের জন্য প্রথম দফা দরপত্র আহ্বান করে বিমান। সূত্র জানায়, উড়োজাহাজ ভাড়ার আহ্বানকৃত বিমানের দরপত্রে বলা হয়, বিমান ছয় বছরের জন্যউড়োজাহাজ দুটি লিজ নেবে। এর মধ্যে প্রথম উড়োজাহাজটি চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ও দ্বিতীয় উড়োজাহাজটি ১ এপ্রিলের মধ্যে বিমানের বহরে যুক্ত করার কথা বলা হয়। ভাড়ায় আনা উড়োজাহাজগুলো দিয়ে চলতি হজ মৌসুমে যাত্রী পরিবহনের পরিকল্পনা ছিল। সেজন্য সেগুলো বহরে যুক্ত করার সময়সীমা ১ এপ্রিল নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও বিমান কাঙ্ক্ষিত উড়োজাহাজ বহরে আনতে পারেনি। এখন বিমানের বহরে থাকা উড়োজাহাজগুলো দিয়ে ২৯ এপ্রিল থেকে প্রি-হজ ফ্লাইট শুরু করা হচ্ছে। আর হজ ফ্লাইটের জন্য কিছু ফ্লাইট সমন্বয় করা হবে। কিছু রুট সমন্বয় করা হবে। তাতে কোনো কোনো রুটে কমতে পারে ফ্লাইটের সংখ্যা। সূত্র আরো জানায়, বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে। তার মধ্যে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার, ৬টি বোয়িং ৭৩৭ ও ৫টি ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ। এগুলো দিয়ে ২৩টি আন্তর্জাতিক ও ৭টি অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান ফ্লাইট পরিচালনা করছে। কিন্তু চলতি বছর ভাড়ায় আনা দুটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ১৯-এ নেমে আসবে বিমানের উড়োজাহাজের সংখ্যা। তাতে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনায় একটু সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারণ সামপ্রতিক বছরগুলোয় বিমানের যাত্রী পরিবহনের হার বেড়েছে। প্রচুর মানুষ এখন বিমানে ভ্রমণ করছে। এমন অবস্থায় বহর ছোট হয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে একই সময় জুমার নামাজ আদায়ের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : মুসল্লিদের সুবিধার্থে দেশের সব মসজিদে একই সময় (দুপুর ১.৩০ মিনিট) জুমার নামাজ আদায়ের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা)। রোববার (১৩ এপ্রিল) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আ. ছালাম খানের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ আহ্বান জানানো হয়। চিঠিতে মহাপরিচালক বলেন, জুমার দিন সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বরকতময় দিন। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীরা। জুমার দিন যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও।
আর বেচা-কেনা বর্জন করো। এই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।' (সুরা জুমা, আয়াত: ৯) জুমা পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ও সাপ্তাহিক ঈদের দিন। এ দিনকে বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো এ দিনে বিশেষ সময়ে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে। ইফা ডিজি বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন সময়ে জুমার নামাজ আদায় করতে দেখা যায়। কোনো মসজিদে দুপুর ১টায়, কোনো মসজিদে দেড়টায়, আবার কোনো মসজিদে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে জুমার নামাজ শুরু করতে দেখা যায়। সময়ের তারতম্যের কারণে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা বিশেষ করে পথচারী (সফররত মুসল্লিরা) বিভ্রান্ত ও সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সমস্যা দূরীকরণে দুপুরে দেড়টায় জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগ/জেলায় অবস্থিত সব মসজিদে একই সময়ে অর্থাৎ দুপুর দেড়টায় জুমার নামাজ আদায় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

চৈত্র সংক্রান্তি আমাদের প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার শিক্ষা দেয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা যা পাই, তা প্রকৃতির দান। চৈত্র সংক্রান্তি আমাদের প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার শিক্ষা দিয়ে থাকে। গতকাল রবিবার সকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দুই দিনব্যাপী চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে নারী ও চৈত্র সংক্রান্তি আলোচনায় তিনি একথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, এই প্রথম বাংলাদেশে সরকারিভাবে চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ একত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের সংস্কৃতিতে আমরা শুধু এতদিন পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছিলাম তার একটি পরিবর্তন আসলো। কারণ এটাই আমাদের আসল সংস্কৃতি। উপদেষ্টা শাক-সবজিকে দরিদ্র মানুষের পুষ্টির অন্যতম উৎস উল্লেখ করে বলেন, এই উৎসবের দিন সাধারণত বিভিন্ন পদের শাকসবজি দিয়ে তরকারি তৈরি করার প্রচলন আছে। এদিন কোনো প্রকার আমিষ খাওয়া হয় না। গ্রাম বাংলার যত ধরনের আয়োজন ও বৈচিত্র্যে সংস্কৃতি, তা এই চৈত্র সংক্রান্তিতে দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তির ঐতিহ্যবাহী ১৪ রকমের শাকের কথা উল্লেখ করে ফরিদা আখতার বলেন, এই শাক বর্তমানে আর বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় না। আজকাল পরিবেশ দূষণের কারণে এবং আধুনিক কৃষিতে কীটনাশক ও আগাছা নাশক ব্যবহারের কারণে আমরা শাক পেলেও তা ব্যবহার উপযোগী নয়। কারণ সেটা বিষাক্ত হয়ে যায়। আমরা যদি পরিবেশটাকে বিষমুক্ত করতে পারি, তাহলে সবাই শাক খেতে পারবো।
সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা দেশের যে উন্নয়নের কথা বলছি ও দেশকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছি এবং জুলাই এর অভ্যুত্থানের পরে আমরা যে নতুন বাংলাদেশের কথা বলছি, সেখানে বিল্ডিং ও গাড়ি করাটাই যেন উন্নয়নের মূল সংজ্ঞা না হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নবপ্রাণ আন্দোলনের আয়োজনে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক ফরহাদ মজহার, কুষ্টিয়া থেকে আগত সাধুগুরু, নবপ্রাণ আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা ও নয়াকৃষি আন্দোলনের কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

নববর্ষ উদযাপনে র‌্যাবের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, থাকবে মোবাইল কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে র‌্যাব। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে র‌্যাব দেশব্যাপী গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে। নববর্ষের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে র‌্যাবের ব্যাটালিয়নগুলোসহ সারাদেশে ২২৪টি পিকআপ টহল, ১২২টি মোটরসাইকেল টহলসহ ৩৪৬টি টহল ও সাদা পোশাকে ৪১৩ জনসহ মোট ২ হাজার ৪৪৯ জন র‌্যাব সদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া অনুষ্ঠানস্থল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আসা মহিলাদের উত্ত্যক্ত, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি রোধে মোবাইল কোর্টসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে র‌্যাব। এতে বলা হয়েছে, নববর্ষের অনুষ্ঠানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো উগ্রবাদী ৭-এর পাতায় দেখুন

রিজার্ভ বেড়ে ২৬ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে বর্তমানে ২৬ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। রোববার (১৩ এপ্রিল) এ তথ্য জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। দেশের রিজার্ভ বর্তমানে সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে জানিয়ে আরিফ হোসেন খান বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণপ্রাপ্তির অন্যতম শর্ত ছিল নিট রিজার্ভ জুনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় থাকতে হবে। আশা করছি আইএমএফের শর্ত জুনের মধ্যে পূরণ করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, দাতা সংস্থা আইএমএফের ঋণ প্রাপ্তির শর্ত পূরণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১ বিলিয়ন ডলার পিছিয়ে রয়েছে। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী জুনে নিট রিজার্ভ-এনআইর থাকতে হবে ১৭ বিলিয়নের কিছুটা বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ তথ্যানুযায়ী, চলতি মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ২৬ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ বর্তমানে প্রায় ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আগে, এপ্রিলের ৬ তারিখ পর্যন্ত দেশের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৫৬২৫ দশমিক ৩৮ মিলিয়ন বা ৭-এর পাতায় দেখুন

ইভ্যালির রাসেল ও শামীমার তিন বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতারণার মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রাসেল ও তার স্ত্রী এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। রবিবার (১৩ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এম. মিসবাহ উর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। মামলার বাদী মো. রাজিব আদালতে অভিযোগ করেন, ইভ্যালির মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়েন। ১২ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে আসামিদের বিরুদ্ধে বাদী এই মামলা দায়ের করেন। রায়ে বলা হয়, আসামিরা প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, যা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। এ রায়ের ফলে ভুক্তভোগীদের মধ্যে কিছুটা হলেও ৭-এর পাতায় দেখুন

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি
হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের করা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার বোন শেখ রেহানা ও তার তিন ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। রোববার (১৩ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের দেওয়া চার্জশিট আমলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত অন্য আসামিরা হলেন শেখ রেহানার মেয়ে ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাবির বর্ষবরণ 'আনন্দ শোভাযাত্রা' শুরু সকাল ৯টায়

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উপলক্ষে আজ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে আয়োজন করা হয়েছে বর্ণাঢ্য বর্ষবরণ কর্মসূচি। 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকাল ৯টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে বের হবে ঐতিহ্যবাহী 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'। গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' প্রতিপাদ্য নিয়ে আগামীকাল সকাল ৯টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' বের করা হবে। সকাল ৮টা থেকে শোভাযাত্রার প্রস্তুতি চলবে। এতে বলা হয়, শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

মার্চ ফর গাজা
নারায়ণগঞ্জে ইপিজেডে হামলার ঘটনায় ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : 'মার্চ ফর গাজা' কর্মসূচিতে যোগ না দেওয়ায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ইপিজেডে (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল) কয়েকটি পোশাক কারখানায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার ভোরে আদমজী ইপিজেডের কর্মকর্তা মুনসুর হাওলাদার বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলাটি দায়ের করেন বলে জানান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনূর আলম। তিনি বলেন, মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ২০০-২৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ইপিজেডে অনধিকার প্রবেশ করে হামলা, ভাঙচুর ও নিরাপত্তা কর্মীদের মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ঘটনায় আটক ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে গ্রেপ্তারদের জিজ্ঞাসাবাদের ৭-এর পাতায় দেখুন

চারুকলা অনুষদে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' উপলক্ষ্যে শেষ সময়ে বিভিন্ন রকমের জিনিস সোলা, কাগজ,কাপড়,বাঁশ ও রং তুলি দিয়ে তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাছে শিক্ষার্থীরা। ছবিটি রোববার রাজশাহী চারুকলা অনুষদ থেকে তোলা।

'মঙ্গল শোভাযাত্রা'-র নাম পরিবর্তনের কারণ জানতে চান চারুকলার শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ইউনেস্কো থেকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া বর্ষবরণের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নাম পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ জানানোর দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের মতামত ছাড়াই কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার সঙ্গে তারা একমত নন। রোববার (১৩ এপ্রিল) চারুকলা অনুষদে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন চারুকলা অনুষদের একদল শিক্ষার্থী। বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে, চারুকলা অনুষদের প্রিন্ট মেকিং বিভাগের শিক্ষার্থী জাহারা নাজিফা বলেন, 'ঐতিহ্যগতভাবে চারুকলার শিক্ষাক-শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এরইমধ্যে বিভিন্ন ট্যাগ দেওয়া ৭-এর পাতায় দেখুন

বুড়িগঙ্গা যেন ঢাকার ডাস্টবিন

স্টাফ রিপোর্টার : বুড়িগঙ্গা। এ নদীর তীরে অবস্থিত রাজধানী ঢাকা। একসময় ঢাকার বাণিজ্য ও যোগাযোগের প্রধান রুট ছিল এ নদী। কিন্তু বর্তমানে দেশের সবচেয়ে দূষিত নদীগুলোর একটি এটি। এ যেন ঢাকা শহরের ডাস্টবিন। একদিকে ফেলা হচ্ছে পচা সবজি, পচা ফল, ময়লা-আবর্জনা। অন্যদিকে একাধিক স্যুয়ারেজ লাইন দিয়ে নদীতে আসছে ঢাকা সিটির ময়লা পানি। সবমিলিয়ে বুড়িগঙ্গা পাড়ে দাঁড়াতেই যেন দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। কালো পানিতে কিছু সময় পরপরই ঢেউ তুলছে লঞ্চ, স্টিমার ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা। প্রয়োজন ছাড়া কেউই যেন ঘেঁষতে চান না বুড়িগঙ্গার আশপাশে। অথচ একসময় এ বুড়িগঙ্গা পাড়েই ঢাকাবাসী আসতেন অবকাশ যাপনে! সম্প্রতি বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত সদরঘাট, ওয়াইজঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী এলাকা ঘুরে দেখা যায়, নদীর পাড়ে ফেলা হচ্ছে শ্যামবাজারের পচা সবজি, বাদামতলীর পচা ফল এবং বিভিন্ন হোটেল-দোকানপাটের ময়লা আবর্জনা। সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি থাকলেও নিয়মবহির্ভূতভাবে ফেলা হচ্ছে এসব ময়লা। ফলে এসব ময়লা পানির সঙ্গে মিশে সৃষ্টি হচ্ছে দুর্গন্ধ। প্রতি মুহূর্তে নদীর ভেতর ফেলা হচ্ছে পানি দূষণকারী বর্জ্য। এছাড়া দেখা যায়, সদরঘাট ও ওয়াইজঘাটসহ কয়েকটি জায়গায় স্যুয়ারেজ লাইন দিয়ে নদীতে আসছে ঢাকা সিটির ময়লা পানি। এতে নদীর পানি আরও কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত করছে। ফলে বুড়িগঙ্গার বড় অংশেই দেখা মেলে না জলজ প্রাণী বা মাছের। কেবল দেখা মেলে খাওয়ার অনুপযোগী সাকার মাছ, যা অন্যান্য মাছের বাস্তুসংস্থান ধ্বংসের জন্য দায়ী। সাকার মাছের জন্য বুড়িগঙ্গা থেকে বিলুপ্ত যাচ্ছে অন্য মাছও।

এদিকে, দেশের অন্যতম বৃহৎ বুড়িগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুনার থেকে বসিলা হয়ে লালবাগ-লোহারপুল পর্যন্ত আদি বুড়িগঙ্গার পাড় দখল করে নানা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা ও শিল্প কারখানার মতো বৃহৎ প্রকল্প ও ব্যাপক আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এ নদীর জায়গা দখল করে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও গড়ে উঠছে স্থাপনা। ফলে কমেছে নদীর গভীরতা ও প্রশস্ততা। কমছে পানি প্রবাহও। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বুড়িগঙ্গাকে দখল ও দূষণমুক্ত করতে এখনো ব্যতিক্রমী কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। ফলে আগেকার মতোই দূষণ ও দখলকে ধারণ করেই নিভু নিভু প্রদীপের ন্যায় বেঁচে আছে ঢাকার ঐতিহ্য বুড়িগঙ্গা ৭-এর পাতায় দেখুন

শিল্পখাতে গ্যাসের দাম বাড়ল ৩৩ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্পখাতে গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। রোববার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে আনুষ্ঠানিক এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানায় বিইআরসি। সংবাদ সম্মেলনে বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ জানান, শিল্প গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের বিল ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে

৪০ টাকা করা হয়েছে। ক্যাপটিভে গ্যাসের দাম ৩০ দশমিক ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৪২ টাকা হয়েছে। নতুন শিল্পের পাশাপাশি এখন যারা অনুমোদিত লোডের বেশি গ্যাস ব্যবহার করছেন, সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও ৩০ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা দরে বিল দিতে হবে। নতুন এই দর চলতি এপ্রিল মাসের বিল থেকেই কার্যকর হবে বলে জানান জালাল আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য মিজানুর রহমান, সদস্য সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, আব্দুর রাজ্জাক ও শাহীদ সারোয়ার।

১৬ দিনের ব্যবধানে মিয়ানমারে ফের ভূমিকম্পের আঘাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত ২৮ মার্চের পর মিয়ানমারে আবারও আঘাত হেনেছে মধ্যম শক্তির এক ভূমিকম্প। রোববার (১৩ এপ্রিল) সকালে দেশটির মধ্যাঞ্চলের ছোট শহর মেইকতিলার কাছে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয় বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস)। মাত্র ১৬ দিন আগেই ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী এক ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিয়ানমারের মান্দালয় প্রদেশ। সেই ক্ষয়ক্ষতি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশটি। এরই মধ্যে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে আবারও কেঁপে উঠল দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল। সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৮ মার্চের ভূমিকম্পে ৩ হাজার ৬৪৯ জন মারা গেছেন দেশটিতে। এছাড়া, আহত হয়েছেন আরও ৫ হাজার ১৮ জন। মিয়ানমারের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, রোববারের ভূমিকম্পটি মান্দালয় থেকে ৯৭ কিলোমিটার দূরের ওন্ডউইনে মাটির ২০ কিলোমিটার গভীরে সংঘটিত হয়। ৭-এর পাতায় দেখুন

বর্ষবরণ উৎসব ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে: র‌্যাব ডিজি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব আয়োজন ঘিরে সারা দেশে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র‌্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) একেএম শহিদুর রহমান। রোববার (১৩ এপ্রিল) সকালে রমনা বটমূলসহ নববর্ষ উৎসবে র‌্যাবের নিরাপত্তা নিয়ে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি। র‌্যাবের মহাপরিচালক বলেন, নববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা

সব ধরনের ব্যবস্থা রেখেছি। আশা করি, উৎসবটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, বৈশাখী উৎসবকে ঘিরে অপপ্রচার রোধ করতে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। শহিদুর রহমান জানান, নববর্ষের উৎসবকে কেন্দ্র করে ইভটিজিং যাতে না হয়, সেজন্য সতর্ক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
চারুকলায় ফ্যাসিস্টের মুখাকৃতি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তিনি বলেন, এ নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি ছিলো কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। কারও গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূচকের পতন, কমেছে শেয়ারদর

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের শেষ প্রথম কার্যদিবস রবিবার (১৩ এপ্রিল) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। ডিএসই লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমলেও সিএসইতে কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৩৫.৫৫ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৬৯ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৬.৭৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৬৬ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১৫.৯২ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯১১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ৭-এর পাতায় দেখুন

ভারতকে দেওয়া ট্রানজিট-করিডোর বাতিল করতে হবে: রাশেদ প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি‌ড় জাগপার সহসভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, "ফ্যাসিস্ট হাসিনার গদি আর বাংলাদেশে ভারতের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দিশেহারা নরেন্দ্র মোদি। শেখ হাসিনার মতো প্রফেসর ইউনূসকে বশ করতে না পেরে ভারত সরকার রাগে-দুঃখে আমাদের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল করেছে। তারা ভুলে গেছে, তাদের সাতরাজ্য চাতক পাখির মতো বাংলাদেশের ট্রানজিট এবং করিডোর ব্যবহারের অপেক্ষায় থাকে। সেভেন সিস্টার্স স্থলবেষ্টিত এবং অত্র অঞ্চলে বাংলাদেশই একমাত্র সমুদ্রের নিয়ন্ত্রক। তাই অন্তর্বর্তী সরকারকে আহ্বান জানাই, ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিলের পাল্টা জবাব দিন।"তিনি অবিলম্বে 'হাসিনার শাসনামলে ঢাকা-দিল্লির সব ধরনের গোপন চুক্তি' জনসমক্ষে প্রকাশ এবং ভারতকে দেওয়া সব ট্রানজিট-করিডোর সুবিধা বাতিল করার দাবি জানান। রবিবার সকালে পল্টনে শফিউল আলম প্রধান মিলনায়তনে জাগপা আয়োজিত "ভারত কর্তৃক ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের প্রতিবাদে, ভারতকে দেওয়া সকল ট্রানজিট-করিডোর বাতিলের দাবিতে" প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাশেদ প্রধান বলেন, "হিন্দুস্তান কখনোই আমাদের বন্ধু ছিল না। '৭১ থেকে '২৪ বাংলাদেশকে ভারতের করদ রাজ্য বানানোর নীলনকশায় তারা বন্ধুত্বের অভিনয় করেছে। তাদের নোংরা অভিনয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার লক্ষ্যে দেশে ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল বন্ধ করা প্রয়োজন। একদা হিন্দুত্ববাদী মোদি গরু এবং পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করেছিল, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ভারত ভ্রমণ এবং চিকিৎসা সেবা নেওয়া বন্ধ করেছে তাতেই ভারতের ব্যবসায়ীদের ক্রন্দন থামছে না। আমরা এবার পরিপূর্ণরূপে ভারত এবং ভারতীয় পণ্য বয়কট করব।" তিনি বলেন, "৫ আগস্ট ভারতের আগ্রাসন এবং আধিপত্যবাদ থেকে যে মুক্তি এসেছে তাকে সমুন্নত করতে হবে।"জাগপা সাধারণ সম্পাদক ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

আজ পহেলা বৈশাখ

৫টার পর সকল স্থানে প্রবেশ সীমিত করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাঙালির চিরায়ত পরিচয় বহন করে। ধর্ম-বর্ণ, জাতি বা শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই এই উৎসবে মেতে ওঠে। এটি কেবল একটি দিন নয়, বরং বাঙালির আত্মপরিচয়ের এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ। নানা প্রতিকূলতা, রাজনৈতিক জটিলতা, নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ– সবকিছুকে ছাপিয়ে আজ রাজধানীসহ সারাদেশেই উচ্চারিত হচ্ছে একটাই সুর: নতুন বছর হোক আলোর, শান্তির ও সম্ভাবনার।

ডিবিপ্রধানের পদ থেকে রেজাউলকে

পড়ে ডিবি। এরপর ১১ এপ্রিল দুপুরে ডিএমপি থেকে মেঘলাকে আটকের ঘটনায় ব্যাখা দেওয়া হয়। ব্যাখ্যায় বলা হয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যাচারের মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অবনতির অপচেষ্টা করা এবং দেশকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মেঘনা আলমকে সকল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়েছে। তাকে অপহরণ করার অভিযোগ সঠিক নয়। তথাপি আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার তার রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর ডিএমপির ডিবির প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রেজাউল। তিনি ১৭ তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের কর্মকর্তা। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দেন রেজাউল। ডিএমপির ডিবির প্রধান হওয়ার আগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগসহ (সিআইডি) বিভিন্ন ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি

ব্যক্ত করেছিল পিএসসি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। বরং আগের পরীক্ষার জট এখনো চলছে।

নতুন আরেকটি রাজনৈতিক দলের

অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

আমাদের অর্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

দেখলাম এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকরা কষ্ট করে দুর্দান্ত কাজ করে যাচ্ছে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আব্দুস সালাম, মীর শরাফত আলী সপু, শামীমুর রহমান শামীম,ডা. জাহিদুল কবির প্রমুখ।

‘মার্চ ফর গাজা’ ইতিহাসের পাতায়

ধরে প্রতিধ্বনিত হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রাণশক্তি একটি অকাট্য সত্যকে নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ, তার পুরুষ ও নারী, তরুণ ও বৃদ্ধ উভয়ের মাধ্যমে, ফিলিস্তিনি জনগণকে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি, উৎসাহ এবং নৈতিক প্রতিরোধ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ বাংলাদেশিদের মতো মহান জাতি খুঁজে পাওয়া বিরল। তিনি আরও বলেন, এই মহৎ জাতি একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একটি ঘোষণা, যা কেবল কথায় নয় বরং নীতিগতভাবে খোদাই করা হয়েছে- বাংলাদেশ ইতিহাসের সঠিক দিকে থাকা ছাড়া আর কিছুই মেনে নেবে না। ফিলিস্তিন এবং এর জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবে না। এই পৃথিবীর প্রতিটি সম্মানিত আত্মার গভীরে বসবাসকারী এই নীতির সঙ্গে তারা কখনও আপস করবে না। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেন, সমগ্র ফিলিস্তিন থেকে সমগ্র বাংলাদেশের কাছে, আমরা এমন এক জনগোষ্ঠীকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই যাদের মাহাত্ম্য এবং সাহসী অবস্থানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিলিস্তিন তার বাংলাদেশের ভাইবোনদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করে, আমাদের জনগণ তাদের পূর্ণ অধিকার, তাদের স্বাধীনতা এবং তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত তাদের সমর্থনে অনুগত এবং অটল থাকবে। তিনি বলেন, এই মহান জনগণের প্রতি, আমরা আমাদের স্থায়ী অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি। ফিলিস্তিন এবং এর জনগণ আপনাদের প্রতি অনুগত থাকবে, যতক্ষণ না এটি তাদের পূর্ণ অধিকার, তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। আমরা আপনাদের সম্মানজনক অবস্থান কখনও ভুলব না। আমরা বাংলাদেশের জন্য আপনাদের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং অব্যাহত অগ্রগতির জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করি। তিনি আরও বলেন, ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে, আমরা লাল এবং সবুজ রঙের সমুদ্রের উত্থান প্রত্যক্ষ করেছি। ফিলিস্তিনের পতাকার পাশে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক রাজু স্মৃতি ভাস্কর্যটি এই অসাধারণ দৃশ্যের পটভূমি হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জাতীয় রং ফিলিস্তিনের সঙ্গে মিশে আছে, সাহসের দুটি পতাকা পাশাপাশি উড়ছে। হাজার হাজার কণ্ঠস্বর, যার মধ্যে শিক্ষার্থী, মা, ইমাম, শিল্পী এবং আরও অনেকে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য একযোগে ধ্বনি তুলেছেন। ঢাকার কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠবে এবং কখনও নীরব থাকবে না, যতক্ষণ না ফিলিস্তিনি ভাই-বোনেরা দখলদারিত্ব এবং অবিচারের শিকার হচ্ছে।

ইউসুফ ওয়াই রামাদান বলেন, বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমি গত কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের অবিচল সংহতির জন্য কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় নিয়ে লিখছি। মিছিল করা প্রতিটি ছাত্র, চিত্রশিল্পী, প্রার্থনাকারী, ইমাম এবং কণ্ঠস্বর তুলে ধরা প্রতিটি বাংলাদেশিকে ধন্যবাদ। গাজার শরণার্থী শিবির থেকে পশ্চিম তীরের জলপাই গাছ পর্যন্ত আপনার সংহতি অনুভূত হয়। ন্যায়বিচারের জয় হবে এই বিশ্বাসকে আপনারা বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয় থেকে এবং ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা কেবল সমর্থক নন। আশা, মর্যাদা এবং সংগ্রামে আমাদের ভাই ও বোন। ফিলিস্তিন-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের যৌথ সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক। প্রসঙ্গত, শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে ‘মার্চ ফর গাজা’ কর্মসূচির আয়োজন করে ‘প্যালেস্টাইন সলিডারিটি মুভমেন্ট বাংলাদেশ’। এই কর্মসূচিতে দল-মত নির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক ৭১৮৪

জামিন পেয়েছেন তারা সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারা এজাহারভুক্ত মামলার আসামি না। পুলিশ রিপোর্টে যাদের রাজনৈতিক কিংবা অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ থাকে না তাকে জামিন দেওয়া ছাড়া আদালতের করণীয় থাকে না।’সুইডেন আসলামসহ দাগী অপরাধীদের জামিনে মুক্তির বিষয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘তাদের অনেকেই বিগত সরকারের সময়ে জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু তারা হয়তো ভয়ে বের হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর দ্রুত তারা জামিনে বের হয়ে গেছে।’

বিশেষ ক্ষমতা আইনে মেঘনা

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ এ আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ওইদিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেঘনা আলমকে আদালতে হাজির করে ডিবি পুলিশ। পরে আদালত বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ (১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে তাকে ৩০ দিনের জন্য কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আদেশে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ (এফ) ধারায় জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থি ক্ষতিকর কার্য থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এই আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে। পরে মেঘনা আলমকে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়।

যেমন থাকতে পারে আগামী ৫ দিনের

হ্রাস পেতে পারে। আগামী মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। আগামী বুধবার (১৬ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার (১৭ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সততার সঙ্গে জনসেবায় অত্মনিয়োগ

ও যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে পেশাদারিত্ব, মেধা ও সততার সঙ্গে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। মেশিন সর্বদা একইরকম কাজ করে। সিদ্ধান্তের কাজটুকু মানুষ করবে। সেখানে মানুষের মানবিক গুনাবলি অবশ্যই থাকবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে ভূমি উপদেষ্টা বলেন, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞান চর্চা করতে হবে। এছাড়া এই প্রশিক্ষণে আরো কিছু ক্যাডার যুক্ত করা প্রয়োজন। এবং চাকরির শুরুতে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হলে কর্মক্ষেত্রে আরো অধিক কল্যাণকর সেবা নিশ্চিত করতে পারবে নবীন কর্মকর্তাগণ। জনবান্ধব ভূমিসেবা দিতে ভূমি খাতে অবশ্যই সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর। এই প্রশিক্ষণে প্রশাসন ক্যাডার, পুলিশ ক্যাডার, জুডিশিয়ারি ক্যাডার ও বন ক্যাডারের মোট ৬৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে নারী কর্মকর্তা ছিলেন ২২ জন। ভূমি উপদেষ্টা ১৩৯তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। এ সময় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ, চেয়ারম্যান (সচিব) ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) এএসএম সালাউদ্দিন নাগরী, ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) মোহাম্মদ ইবরাহিমসহ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রতি বছর তিনটি ব্যাচে বিসিএস (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

ঢাবির শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে

আকা ফিরোজ আহমদ, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ইকরামুল হক এবং বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার মুন্সী শামস উদ্দীন আহমেদ। কমিটি প্রয়োজন মনে করলে বহিঃস্থ বা অভ্যন্তরীণ আরও তিনজন সদস্য তাদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বলে বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থানীয় সমাধান

তবে সেগুলো অবশ্যই নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।’

বৈঠকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করা হয়। পরিবেশগত উৎকর্ষতার জন্য জাপানের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তুলে ধরে, পরিবেশ উপদেষ্টা এ সম্পর্কিত জ্ঞান আদান-প্রদান এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ‘জাপান কীভাবে তার পরিবেশ পরিষ্কার রাখে এবং কীভাবে দক্ষতার সাথে বর্জ্য পরিচালনা করে তা জানতে আমরা আগ্রহী।’ ‘বর্জ্য থেকে শক্তি সমাধানের সাথে জাপানের অভিজ্ঞতাও আমাদের আগ্রহের বিষয়, যদিও আমাদের অবশ্যই তাদের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।’ রিজওয়ানা পরিবেশগত উদ্যোগসমূহে জনসাধারণের আস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, ‘অতীতে বিভিন্ন ত্রুটির কারণে অনেকেই সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। অতএব,প্রস্তাবগুলোতে স্বচ্ছতা, কার্যকর সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী কমিউনিটির সম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ জাপানের প্রতিনিধিদল দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাথে কাজ করার জন্য দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৈঠকে শীঘ্রই প্রযুক্তিগত সহযোগিতা অন্বেষণে উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে।

দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই

প্রসারে বৌদ্ধ বিহারগুলোর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতি প্রাচীন সময় থেকেই এ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল এখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলো। এগুলো আমাদের ঐতিহ্য ও সভ্যতার নিদর্শন। তিনি বলেন, পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে ভিক্ষু ও ছাত্ররা এ বিহারগুলোতে আসতেন। মহামানব বুদ্ধের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে দিতেন। শুধু ধর্মীয় আচার ও শিক্ষা নয়, সমাজে জনকল্যাণকর কর্মসূচিরও কেন্দ্র ছিল এদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলো। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মহামানব গৌতম বুদ্ধ বিশ্বমানবতার কল্যাণে সম্প্রীতি ও সাম্যের বাণী প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম জীবজগতের সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করেন। মহামানব বুদ্ধ বলেছেন, ‘সকল প্রাণী সুখী হোক’ আমরা কাউকে বঞ্চিত করতে পারি না; এমনকি ক্ষুদ্র জীবকেও না। তিনি বলেন, এদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন বিশ্ববরেণ্য একজন মহাপণ্ডিত। মহামানব বুদ্ধের বাণী তিনি বহন করে নিয়েছিলেন সেই মহাচীনের তিব্বতে। চীনে এখনো তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় শ্রদ্ধা জানানো হয়। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন, স্থাপনা, ঐতিহ্য ও পণ্ডিতগণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীসহ বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গৌতম বুদ্ধের অহিংসা ও সাম্যের বাণীর প্রশংসা করে প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং কারিগরি শিক্ষাসহ বিভিন্ন জনকল্যাণকর কর্মসূচি পালন করে আসছে এ বৌদ্ধ বিহার। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের ‘সম্প্রীতি ভবন’ বাংলাদেশের সম্প্রীতি ও মানবতার ঐতিহ্যকে ধারণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৌরবময় ভূমিকা রাখবে এই আমার প্রত্যাশা। তিনি আরো বলেন, আমাদের সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের জয় হোক। বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক।

দৌলতপুরে মহিষ লুটের মামলায় বিএনপির ১১ নেতাকর্মী কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে কোটি টাকার ৪১টি মহিষ লুটের মামলায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ১১ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার কুষ্টিয়া আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোস্তফা পারভেজ এ আদেশ দেন। ১১ নেতাকর্মী হলেন-কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান, পলাশ, জাকির, বকুল, অভিক, বক্কর, মোজাফফর, হাসান, তককুল, তুহিন ও শাহিনুর। তারা সবাই বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও দৌলতপুরের মরিচা ইউনিয়নের বৈরাগীরচর এলাকার বাসিন্দা। আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি ভোরে বৈরাগীরচর গ্রামের মণ্ডলপাড়া এলাকায় পদ্মার চরের সাইদ মণ্ডলের মহিষের বাথান থেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৪১টি মহিষ লুটে নেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে তার লোকজন মহিষগুলো লুট করে। এ সময় তারা মহিষের রাখাল মাজদার আলী (৫০), কামাল হোসেন (৩৫) ও সৈকতকে (৩৫) বেধড়ক মারপিট করেন ও অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী রহিমপুর মাঠে নিয়ে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাখালদের উদ্ধার করে। তবে লুট হওয়া মহিষ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। লুট হওয়া ৪১টি মহিষের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৯ লাখ টাকা। এ ঘটনায় মহিষের বাথান মালিক সাইদের স্ত্রী তমা খাতুন ১৪ ফেব্রুয়ারি দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। এ মামলায় মরিচা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক সাইদুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ১৪ জনের নাম উল্লেখসহ ৮-১০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়। আদালত পুলিশের কর্মকর্তা ও দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা বলেন, ৪১টি মহিষ লুটের মামলায় ১২ আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। জামিন চাইলে ১১ আসামির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। তবে এক আসামিকে জামিন দেন আদালত।

টেন্ডারে অংশ নেওয়ায় যুবককে মারধর, কৃষকদল নেতার পদ স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : টেন্ডারে অংশ নেওয়ায় এক যুবককে মারধরের ঘটনায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কৃষকদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জালাল উদ্দিনের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তার পদ স্থগিত করা হয়। গত শনিবার জেলা কৃষকদলের সভাপতি মো. ওসমান আলী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক জালাল উদ্দিনকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া জালাল উদ্দিনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের নেতাকর্মীদের সকল পর্যায়ে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত বুধবার কালীগঞ্জে উন্মুক্ত দরপত্রের লটারিতে যোগ দেওয়ায় রাসেল রানা নামে এক যুবককে মারধর করেন কৃষকদলের নেতা জালাল উদ্দিন। ওই ঘটনায় ভুক্তভোগী রাসেল রানা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। বিষয়টি গণমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ পায়।

অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করা আ.লীগ নেতা সালাম গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরের সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। গতকাল রোববার ভোরে শহরের মুখার্জিপাড়া নিজ বাসভবন থেকে সালামকে গ্রেফতার করা হয়। আব্দুস সালাম সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ৫ আগস্টের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী দমন আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাউদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোররাতে শহরের নিজ বাসা থেকে সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী দমন আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার আব্দুস সালাম ফ্যাসিস্ট সরকারের পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে নিজ রাজনৈতিক কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন।

মাগুরার স্বর্ণকারের বাড়িতে আগুন, প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরার শালিখা উপজেলায় স্বর্ণকারের বাড়িতে আগুন লেগে এক সুমন (৪২) নামে প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার আড়পাড়া বাজারের কালীগঞ্জ রোডের পুরাতন পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পেছনে এক স্বর্ণকারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। সুমন ওই এলাকার দিলীপ কর্মকারের ছেলে। জানা গেছে, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে পোড়া লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। শালিখা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার দেবনাথ ও শালিখা থানার এএসআই মঞ্জুরুল আলম জানান, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

গাজায় হত্যা বন্ধের দাবিতে ‘সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি’র মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ টিকিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সুবিধা নিচ্ছে। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ‘গাজায় নারী শিশুসহ নৃশংস হত্যাযজ্ঞ’ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম এ কথা বলেন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, গাজার যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হচ্ছে নারী ও শিশু। জাতিসংঘ কেন এই যুদ্ধ বন্ধ করতে সফল হচ্ছে না? জাতিসংঘে যারা অর্থ সহায়তা দেয়, তারাই যুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখেছে। গাজার যুদ্ধ শত বছরের সমস্যা। এই সমস্যাটা টিকিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সুবিধা নিচ্ছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ টিকিয়ে রাখছে। যারা মানবতার পক্ষে তাদের প্রতি আহ্বান জানাব, আপনারা যুদ্ধকে না বলার জন্য শক্ত জনমত গড়ে তুলুন। মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, অ্যাকশন এইডের মৌসুমী বিশ্বাস, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড নেটওয়ার্কিংয়ের পরিচালক জনা গোস্বামী, গণশক্তির নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, গাজা ও রাফায় ফিলিস্তিনের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর সামরিক অভিযান, অবরোধ ও গণহত্যা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নিয়েছে। শিশু, গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে হত্যার মাধ্যমে ইসরায়েলি বাহিনী মানবতাবিরোধী অপরাধের সকল সীমা অতিক্রম করেছে। ইসরায়েলের সঙ্গে সকল ধরনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিতে হবে। বাংলাদেশি পাসপোর্টে একসেপ্ট ইসরায়েল (ইসরায়েল ব্যতীত) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ, ওআইসি ও অন্যান্য ফোরামে সক্রিয় কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে। গাজা ও রাফায় মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সহায়তায় অংশগ্রহণের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া আরব বিশ্বের স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়- এই অবস্থান বাংলাদেশকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত গঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার কূটনৈতিক প্রয়াস নিতে হবে। ইসরায়েলি বাহিনীর মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশ সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এ মুহূর্তে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো শুধু একটি রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি নয়, বরং বৈশ্বিক মানবতা রক্ষার সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

নেত্রকোণায় দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ব্যক্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোণার খালিয়াজুরী উপজেলায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহতের ১১ দিন পর এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গতকাল রোববার ভোর ৫টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানান খালিয়াজুরী থানার ওসি মো. মকবুল হোসেন। নিহত মো. আব্দুস সালাম (৫৫) উপজেলার পাঁচহাট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২ এপ্রিল উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচহাট গ্রামে রাস্তায় মাটি কাটা নিয়ে আলী জাহান চৌধুরীর সঙ্গে একই গ্রামের শরিফ মিয়ার লোকজনের বিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে দুই পক্ষের লোকজন দেশি অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে উভয়পক্ষে অন্তত ৪০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে আব্দুস সালামকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রোববার ভোরে তিনি মারা যান। ওসি মকবুল হোসেন বলেন, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ ঘটনায় নিহতের স্বজনদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা করা হবে।

সিরাজগঞ্জে জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২০

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে সরকারি খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ একজন নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। বসতবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। গতকাল রোববার উপজেলার রুপবাটি ইউনিয়নের বড়ধুনাইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে শাহজাদপুর থানার ওসি আসলাম আলী দুপুরে জানান। নিহত মদিন মোল্লা (৫৫) ওই গ্রামের প্রয়াত সগির মোল্লার ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বড় ধুনাইল গ্রামে সরকারি খাস জমি দখলে নেওয়াকে কেন্দ্র জাফর ও রাজ্জাকের লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই জের ধরে গত শুক্রবার রাতে রাজ্জাকের লোকজন প্রতিপক্ষ জাফরের লোকজনের বাড়িঘর ঘেরাও করে রাখেন। এতে ভয়ে ওইসব বাড়ির ছেলেরা পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় গত শনিবার সকালে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তারা প্রতিপক্ষের বসতবাড়িতে হামলা চালায়। তারা মৃত নওশাদ মোল্লা, রফিকুল মোল্লা, মন্টু মোল্লা, হাই মোল্লা, মহিদুল মোল্লা, জামাল মোল্লা ও ইউসুফ মোল্লার বাড়িসহ অন্তত ১০টি বসতবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে বলে অভিযোগ ওঠে। বাধা দিতে গেলে হামলাকারীদের মারধরে জাফর পক্ষের মনোয়ারা বেগম, সেলিনা বেগম, জাইদুল, ফিরোজ, গোলাম ও জহিরসহ অন্তত ১৫ নারী-পুরুষ আহত হন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। গতকাল রোববার সকালে ওইসব বাড়িতে আবারো হামলা করা হয়। এতে বাধা দিতে গেলে জাফর পক্ষের মদিন মোল্লাকে তার নিজ বাড়ির সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এসময় আরো অন্তত পাঁচজন আহত হন বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জাফর গ্রুপের সবাই বিগত সরকারের দাপটে সরকারি ১৫০ বিঘা খাস জমি দখলে রেখে চাষাবাদ করেছে। পাশাপাশি তারা অতীতে দফায় দফায় আমাদের লোকজনের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করেছে। প্রতিশোধ নিতে আমরা তাদের ওপরে হামলা করেছি এবং সরকারি জমি নিজেদের দখলে নিয়েছি। শাহজাদপুর থানার ওসি আসলাম আলী দুপুরে বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই হামলাকারীরা পালিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বৈশাখে চট্টগ্রামের কারাবন্দিদের জন্য থাকছে পান্তা-ইলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : পান্তা-ইলিশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করতে চলেছেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দিরা। গতকাল রোববার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন বলেছেন, দেশের বিভিন্ন কারাগারে পহেলা বৈশাখ আয়োজনের নির্দেশনা দিয়েছে কারা অধিদপ্তর। কারাগারের সামর্থ্য অনুযায়ী নিরাপত্তার মধ্যে আজ সোমবার পহেলা বৈশাখের উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন প্রায় ৪ হাজার ৯০০ বন্দি আছেন। তাদের জন্য আয়োজনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে জানিয়ে ইকবাল হোসেন বলেন, আগে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান হলেও করোনা পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়। এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন হচ্ছে। উন্নত খাবারের পাশাপাশি এবছর বন্দিদের জন্য পান্তা-ইলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কারাগারের বন্দি শিল্পীদের পাশাপাশি বাইরের শিল্পীরাও গান পরিবেশন করবেন বলে জানিয়েছেন জেল সুপার। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মো. মাসুদ হাসান জুয়েল অনুষ্ঠানের সূচি তুলে ধরে বলেছেন, সকাল আটটা থেকে মাঝে দেড় ঘন্টার বিরতি দিয়ে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বৈশাখী অনুষ্ঠান চলবে। কারাগারের বন্দি শিল্পীরা সকালে এবং দুপুরের পর থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অতিথি শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন, সেখানে তারা বৈশাখী গান শোনানবেন। বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত থাকবে খাবারের বিরতি। তিনি বলেন, বেশ কয়েক বছর বন্দিদের পান্তা-ইলিশ খাওয়ানো বন্ধ ছিল। এবছর সে আয়োজনটি রাখা হয়েছে। যারা আমাদের মাছ সরবরাহ করেন তাদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত করেছি। ইলিশ মাছ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া দুপুরের খাবারের আয়োজনে পোলাও, মুরগি, মিষ্টি ও পান-সুপারি রাখা হয়েছে। আর রাতে স্বাভাবিক খাবার পরিবেশন করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলার জুয়েল।

চার বিসিএস নিয়ে সিদ্ধান্ত জানালো পিএসসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রার্থীদের দাবির মধ্যে চার বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। গতকাল রোববার দুপুরে কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল এবং ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ফল জুন মাসের মধ্যে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ৮ মে শুরু হবে। শেষ হবে ৭ জুলাই। ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রার্থী যারা ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন তাদের মৌখিক পরীক্ষা ২২ এপ্রিল থেকে ১৯ মে পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। ১৬ জুনের পর এ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর ২৭ জুনের পরিবর্তে ৮ অগাস্ট নেওয়া হবে ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। জট নিরসনে ৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত চার বিসিএসের রোডম্যাপ দাবি করে ৬ এপ্রিল অবস্থান কর্মসূচি শেষে পিএসসিকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন প্রার্থীরা। দ্রুত এই ‘রোডম্যাপ’ না দিলে ফের আন্দোলনে নামার হুমকিও দেন তারা। প্রার্থীরা বলেছিলেন, ?৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা মে মাসের মধ্যে শেষ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করতে হবে। ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ৪৬ এর লিখিত পরীক্ষার শুরু করতে হবে। ৭ এপ্রিল ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শেষে এবং ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি ফের জানিয়েছিলেন প্রার্থীরা। কমিশন বলছে, ৪৬তম বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়গুলোর লিখিত পরীক্ষা আগামী ৮ থেকে ১৯ মের মধ্যে এবং পদসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর লিখিত পরীক্ষা সম্ভাব্য জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ২২ এপ্রিল থেকে ১৯ মে পর্যন্ত ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় ৪৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত থাকবে এবং স্থগিত মৌখিক পরীক্ষাগুলো ১৬ জুনের পরে দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা হবে। স্থগিত মৌখিক পরীক্ষাগুলোর পরিবর্তিত সময়সূচি অতিসত্বর জানিয়ে দেওয়া হবে। কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কতিপয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চলমান বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কে ভিত্তিহীন এবং খণ্ডিত তথ্য সরবরাহ করছে, যা বিসিএস পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে এবং পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মধ্যে থাকা এসব বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে এ তথ্য উপস্থাপন করছে। বিসিএসের জট নিয়ে কমিশন বলেছে, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬তম বিসিএস নিয়ে সৃষ্ট জট নিরসনকল্পে সকল বিসিএস প্রার্থীদের উদ্বেগ বিবেচনায় রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদ্যমান জট সমাধানের জন্য কমিশন সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অপরিহার্য কিছু বিষয় যেমন-প্রশ্নপত্র ছাপানো, পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় কমিশনকে অন্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা চলছে। ২০২১ সালে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা এক দফায় শুরু হলেও গত ১৮ নভেম্বর তা বাতিল করে পিএসসি। পরে গত ২২ ডিসেম্বর থেকে ফের শুরু হয়। প্রথম দফায় মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ৮ মে। মাঝে সরকারি চাকরি কোটা সংস্কারের ও সরকার বিরোধী আন্দোলনের কারণে প্রথম দফায় এবং সরকার পতনের পর ২৫ অগাস্ট দ্বিতীয় দফায় এ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। আগে ৩ হাজার ৯৩০ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। এতে মোট ১১ হাজার ৭৩২ জনের অংশ নেওয়ার কথা ছিল।ওন্যায্যতা বজায় রাখতে প্রার্থীদের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে এ পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশ করেছিল পিএসসি। ২০২৩ সালের ১৯ মে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২ লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন প্রার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২ হাজার ৭৮৯ জন লিখিত পরীক্ষায় বসেন গত বছর ২৩ জানুয়ারি, যা শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। লিখিত পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। পিএসসি গত নভেম্বরে জানিয়েছে, কমিশন সব উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৮ মে থেকে শুরুর ঘোষণা ইতোমধ্যে দিয়েছে কমিশন। দুই দফায় প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ করার পর উত্তীর্ণ ২১ হাজার ৩৯৭ জন প্রার্থী এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত বছর ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছর ৯ মে প্রিলিমিনারি প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন। গত বছরের ২৮ অগাস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ অগাস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত ১৮ নভেম্বর ঘোষণা দেয় পিএসসি। পরে গত ২৭ নভেম্বর আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ফের প্রকাশ করা হয়েছে। ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ২৭ জুন (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছিল পিএসসি। যা পিছিয়ে ৮ অগাস্ট অনুষ্ঠানের ঘোষণা এল। ৩ হাজার ৪৮৭টি ক্যাডার এবং ২০১টি নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দিতে গত ২৮ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি জারি করে পিএসসি। গত ১০ ডিসেম্বর সকালে ১০টা থেকে অনলাইনে এ বিসিএসের আবেদনগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ৯ ডিসেম্বর তা স্থগিত করে পিএসসি। পরে গত ২৬ ডিসেম্বর ৪৭তম বিসিএসের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে, ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে আবেদন ফি ও মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) নম্বর কমানো হয়। এ বিসিএসে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ করা হয়েছে। ফলে মোট নম্বর ১১০০ থেকে পরিবর্তন করে ১০০০ করা হয়েছে। এ বিসিএসে প্রথমবারের মত আবেদনের বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় এ বিসিএসের আবেদন, চলে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

কোটালীপাড়ার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বিমলের ২৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়ার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, তার স্ত্রী শিখা সরকার ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুধীর কুমার সরকারের নামে ২৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এদিন দুদকের সহকারী পরিচালক বিলকিস আক্তার এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিজ নামে বিভিন্ন ব্যাংকে একাধিক হিসাব খুলে কর ফাঁকি ও অর্থের উৎস আড়াল করার জন্য লেয়ারিং এর মাধ্যমে আরপি কনস্ট্রাকশনের হিসাবে ২০১ কোটি টাকা জমা ও উত্তোলন, নিজের নামে ১৩টি ব্যাংক হিসাবে ৩২ কোটি ১৪ লাখ টাকা জমা, ৩১ কোটি ৭২ লাখ টাকা উত্তোলন ও বর্তমানে ৪২ লাখ ৮২ হাজার টাকা স্থিতি রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, তার স্ত্রী শিখা সরকার এবং তার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুধীর কুমার সরকারের নামে ব্যাংক হিসাবগুলোতে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব অ্যাকাউন্টে রক্ষিত অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির পূর্বে ব্যাংক হিসাবগুলোতে রক্ষিত অর্থ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে অনুসন্ধানের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।

শিল্প গ্রাহকদের গ্যাসের দাম বাড়লো বিইআরসি

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্প গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। শিল্প গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের বিল ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ টাকা করা হয়। ক্যাপটিভে গ্যাসের দাম ৩০ টাকা ৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ৪২ টাকা করা হয়। নতুন এই দাম ১৩ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। গ্রাহকদের অনুমোদিত লোড পর্যন্ত গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও নতুন গ্রাহক এবং অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে গ্যাস ব্যবহারকারীদের জন্য দাম বাড়ানো হয়। বিদ্যমান গ্রাহক শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অনুমোদিত লোড পর্যন্ত গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরাতন দাম দেবে। গতকাল রোববার বিইআরসির শুনানি কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদসহ আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য মিজানুর রহমান, সদস্য সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, আব্দুর রাজ্জাক ও শাহীদ সারোয়ার। বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ জানান, শিল্প গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের বিল ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ টাকা করা হয়েছে। ক্যাপটিভে গ্যাসের দাম ৩০ টাকা ৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ৪২ টাকা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশের শিল্প খাতে গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। তবে এই দাম পুরানো শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। আদেশে বলা হয়, বিদ্যমান শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকদের বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০ ভাগ পর্যন্ত গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে শিল্প শ্রেণির নতুন গ্রাহক, প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০ ভাগের ঊর্ধ্বে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যমান গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ঊর্ধ্বে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্যহার ৪০ টাকা ঘনমিটার পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির নতুন গ্রাহক, প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০ ভাগের ঊর্ধ্বে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যমান গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ঊর্ধ্বে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্যহার ৪২ টাকা ঘনমিটার পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

ফুলবাড়ীতে কাল?বৈশাখী ঝড়ে গাছ পড়ে ঘুমন্ত নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরের ওপর উপড়ে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়। গতকাল রোববার রাত ৩টার দিকে উপজেলার শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের ফকিরপাড়া জকুরটল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রে?হেনুমা তারান্নুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত নারীর নাম ছকিনা বেগম (৫৫)। তিনি ওই গ্রামের গোলাম হোসেনের স্ত্রী। স্থানীয়রা জানান, শনিবার রা?তে ছ?কিনার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। নিজ ঘ?রে একাই ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ৩টার দিকে প্রচণ্ড বেগে কালবৈশাখী ঝড় উঠলে ঘরের পাশে থাকা বিশাল আকৃতির একটি গাছ উপড়ে পড়ে। এতে ঘ?র ভেঙে গাছের নিচে চাপা পড়েন ছ?কিনা। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। ঝড় থামলে পরিবারের লোকজন ঘরের ওপর গাছ পড়ে থাকা দেখে চিৎকার শুরু করেন। স্থানীয়রা গিয়ে তা?কে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তা?কে পারিবারিকভা?বে দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া হ?য়?। ইউএনও রে?হেনুমা তারান্নুম বলেন, নিহতের পরিবারকে সহায়তার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা?কে নির্দেশনা দেওয়া হ?য়ে?ছে।

মুন্সীগঞ্জে সাবেক প্রেমিকাকে ডেকে এনে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার যুবক

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জের টংগিবাড়ীতে প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া মেটানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে উঠেছে। এ ঘটনায় মূল হোতা নয়ন মোল্লা নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত শনিবার দিবাগত রাতে ওই ঘটনায় টংগিবাড়ী থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করে ভুক্তভোগীর বাবা। পরে উপজেলার আব্দুল্লাপুর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে নয়নকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সূচকের পতন, কমেছে শেয়ারদর

শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭৯টি কোম্পানির, কমেছে ২৭০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৮টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪১৪ কোটি ৩১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫৪০ কোটি ১৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ২৪.৯২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৮০৯ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৩৮.৪৯ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৪৭০ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৬ পয়েন্ট কমে ৯৪৩ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ২৪.৭৬ পয়েন্ট কমেছে ১২ হাজার ৫১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ১৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯৫টি কোম্পানির, কমেছে ১১৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২২টির। সিএসইতে ১৫ কোটি ২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

ভারতকে দেওয়া ট্রানজিট-করিডোর

অধ্যাপক ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাগপার প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলু, জাগপা ছাত্রলীগ সভাপতি আব্দুর রহমান ফারুকী, ঢাকা মহানগর জাগপার সদস্য সচিব মাহিদুর রহমান বাবলা, ঢাকা জেলা জাগপার সহসভাপতি জিয়াউল আনোয়ার এবং জাগপা ছাত্রলীগ সহসভাপতি রেজাউল ইসলাম, যুব জাগপার ক্রীড়া সম্পাদক জনি নন্দী প্রমুখ।

বুড়িগঙ্গা যেন ঢাকার ডাস্টবিন

নদী। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সূত্রে জানা যায়, গত ৮ নভেম্বর বুড়িগঙ্গা নদীর দখল ও দূষণরোধে আশু ব্যবস্থা নেওয়া, দূষণ ও দখলকারীদের জরিমানা এবং রাজধানীর চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালু করাসহ সাত দফা দাবিতে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় সোয়ারিঘাটে মানববন্ধন করে সংগঠনটি। তবে এখন পর্যন্ত বাপার এসব দাবি পূরণে তেমন কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। বুড়িগঙ্গার পাড়ে ব্যবসা করা আব্দুল কাদের বলেন, এখানকার দোকানি ও ব্যবসায়ীরা অনেকেই নদীতে ময়লা ফেলেন। এটা ঠিক না। ফলে দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়। তবুও মানুষ বুঝতে চায় না। নদীপাড়ে কথা হয় বুড়িগঙ্গা পার হতে নৌকায় ওঠা পথচারী সাদমান সাকিবের সঙ্গে। তিনি বলেন, শুনেছি বুড়িগঙ্গার পাড়ে অবকাশ যাপনে আসতেন আমাদের পূর্ব-পুরুষরা। কিন্তু আমরা প্রয়োজন ছাড়া এদিকে যাই না। আসতেই দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। কোনোমতে মাস্ক লাগিয়ে নদী পাড় হয়ে কেরানীগঞ্জ যাচ্ছি। বুড়িগঙ্গার দখল ও দূষণ বিষয়ে বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক অর্থ বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহরিয়ার সুলতান বলেন, বুড়িগঙ্গা দূষণের বড় কারণ হলো, নদী তীরের শিল্প কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা হয়। বুড়িগঙ্গা নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ দখল। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ নদী রক্ষা কমিশন বুড়িগঙ্গা দখলের জন্য ২৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাকে দায়ী করে। নদীকে রক্ষা করতে হলে এগুলো উচ্ছেদ করতে হবে। একই সঙ্গে সিটি করপোরেশনের কোনো পয়োবর্জ্য যেন নিষ্কাশন ছাড়া নদীতে না ফেলা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি যারা নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

১৬ দিনের ব্যবধানে মিয়ানমারে ফের

ওন্ডউইনের বাসিন্দারা বার্তাসংস্থা এপিকে জানিয়েছেন, কম্পনের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে অনেকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। এই ভূমিকম্পে কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, রাজধানী নেপিদো থেকে এক ব্যক্তি ফোনে এপিকে জানিয়েছেন, তারা সেখানে কোনো ধরনের কম্পন টের পাননি। পাঁচ বছর ধরে মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ চলছে। এর মধ্যে আবার আঘাত হেনেছে ভূমিকম্প, যা সেখানকার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। যা আরও খারাপ হতে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে জাতিসংঘ। সংস্থাটি জানিয়েছে, ভূমিকম্প মিয়ানমারের খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া সেখানে মেডিকেল ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হতে পারে। কারণ, ভূমিকম্পে আক্রান্ত স্থানগুলোর প্রায় সব হাসপাতাল, ক্লিনিক ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশ্য, নতুন ভূমিকম্পের পর এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’-র নাম পরিবর্তনের

হয়েছে। এবারও বৈশাখ শেকলমুক্ত নয়। তিনি বলেন, মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন করে বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা হবে। আমরা এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করছি না। চারুকলার শিক্ষার্থীদের মতামত ছাড়া এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শোভাযাত্রার প্রস্তুতির মধ্যে চারুকলায় দুটি মোটিফে আগুন দেওয়ার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তিরও দাবি জানান তিনি। বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদযাপনে চারুকলার আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা থেকে মঙ্গল শব্দটি বাদ দিয়ে ‘বর্ষবরণের আনন্দ শোভাযাত্রা’ নাম দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার চারুকলা অনুষদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ। তিনি দাবি করেন, এবার নববর্ষ উদযাপন ‘একপেশে সাংস্কৃতিক চর্চা’ থেকে বেরিয়ে এসে ‘ইনক্লুসিভ সাংস্কৃতিক চর্চা’ হবে। এদিকে শনিবার ভোরে চারুকলায় শোভাযাত্রার জন্য তৈরি করা ‘ফ্যাসিস্টের প্রতিকৃতি’ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও একটি প্রতিকৃতি। সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে মাস্ক পরা এক যুবককে আগুন দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। সংবাদ সম্মেলনে জাহারা নাজিফা আরও বলেন, ১৯৮৯ সাল থেকে এ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এখনে এভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছি আমরা।

নারায়ণগঞ্জে ইপিজেডে হামলার

জন্য রিমান্ডের আবেদনও করা হবে বলে জানান ওসি শাহীনূর আলম। এর আগে শনিবার বিকালে কারখানা বন্ধ রেখে ‘মার্চ ফর গাজা’ মিছিলে যোগ না দেওয়ায় কয়েকশ লোক ইপিজেড এলাকায় ঢুকে পোশাক কারখানাগুলোতে হামলার ও ভাঙচুর চালায় বলে জানায় পুলিশ। এ বিষয়ে শনিবার নারায়ণগঞ্জের শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সেলিম বাদশা বলেন, ইপিজেডের ভেতরে ইউনেস্কো বিডি লিমিটেড ও অনন্ত হুয়াশিং লিমিটেড নামে দুটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ভাঙচুর চালায় হামলাকারীরা। এ সময় লুটপাটের অভিযোগও পাওয়া গেছে। আশেপাশের কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরে এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অন্তত ৪৫ জনকে আটক করে যৌথ বাহিনী। যাদের বয়স ১২ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে কয়েকজন শিশুও রয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, হামলাকারীরা ইপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড, ইউনিক বিডি লিমিটেড, সিম্মা ইউনিট-১ এবং অনন্ত হুয়াশিং লিমিটেডে ভাঙচুর চালান। অনন্ত হুয়াশিং লিমিটেড কারখানাটির প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে নিরাপত্তা কর্মীকে মারধরও করা হয়। কারখানা বন্ধ না করলে জ্বালিয়ে দেওয়ারও হুমকি দিয়ে কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করেন হামলাকারীরা। খবর পেয়ে যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আটক করে। আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান বেলা ১২টার দিকে বলেন, “ইপিজেডে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৪৫ জনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাদের আদালতে তোলা হবে।”

ঢাবির বর্ষবরণ ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’

শাহবাগ মোড় ঘুরে টিএসসি মোড়, শহীদ মিনার, শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র, দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে পুনরায় চারুকলা অনুষদে গিয়ে শেষ হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা শুধু নীলক্ষেত ও পলাশী মোড় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। শোভাযাত্রা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রবেশ পথ ও সংলগ্ন সড়ক বন্ধ থাকবে। শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য রক্ষার্থে আশপাশ দিয়ে শোভাযাত্রায় প্রবেশ করা যাবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পহেলা বৈশাখ উদযাপন নিয়ে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদিনের ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা অব্যাহত রেখে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য লোক-ঐতিহ্য ও ২৪-এর চেতনাকে ধারণ করে আরও বড় পরিসরে এবং বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে এ বছর শোভাযাত্রার সর্বজনীন অংশগ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শোভাযাত্রায় এ বছর ২৮টি জাতিগোষ্ঠী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন দেশের অতিথিরা অংশ নেবেন। এই বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রায় এ বছর থাকবে সাতটি বড় মোটিফ, সাতটি মাঝারি মোটিফ এবং সাতটি ছোট মোটিফ। ঢাবির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পহেলা বৈশাখ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের মুখোশ পরা এবং ব্যাগ বহন করা যাবে না। তবে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা চলাকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশের জন্য ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনের রাজু ভাস্কর্যের পেছনের গেইট, চারুকলা অনুষদের সামনের ছবির হাটের গেট এবং বাংলা একাডেমির সামনে রমনা কালী মন্দির সংলগ্ন গেট বন্ধ থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ক্যাম্পাসে নববর্ষের সব ধরনের অনুষ্ঠান আগামীকাল বিকেল ৫টার মধ্যে শেষ করতে হবে। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাবে। ৫টার পর কোনোভাবেই প্রবেশ করা যাবে না, শুধু বের হওয়া যাবে। নববর্ষ উপলক্ষে আজ (রোববার) সন্ধ্যা ৭টার পর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের যানবাহন চালানো যাবে না এবং মোটরসাইকেল চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসকারী যাদের নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের জন্য শুধুমাত্র নীলক্ষেত মোড় সংলগ্ন গেট ও পলাশী মোড় সংলগ্ন গেট ব্যবহার করতে পারবেন। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেল্প ডেস্ক, কন্ট্রোল রুম এবং অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প থাকবে। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠ সংলগ্ন এলাকা, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা, দোয়েল চত্বরের আশে-পাশের এলাকা ও কার্জন হল এলাকায় মোবাইল পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হবে। নববর্ষ উপলক্ষে নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের

মুজিব সিদ্দিক ও অপর মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক। আদালতে দুদকের প্রসিকিউশন বিভাগের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। পরোয়ানা জারি হওয়া অপর আসামিরা হলেন- জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, কবির আল আসাদ, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (অব.) প্রকৌশলী সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, মো. নুরুল ইসলাম, পরিচালক শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং শরীফ আহমেদ। শেখের দুইজন তদন্তে প্রাপ্ত আসামি।

জানা যায়, পূর্বাচলে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার প্রমাণ পাওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার পরিবারের সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন এবং জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পৃথক ৮টি অভিযোগপত্র বা চার্জশিট দাখিল করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি তাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে বহাল থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রাস্তার ৬টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৬১/১৬৩/১৬৪/৪০৯/১০৯ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এরপর থেকে সেখানেই রয়েছেন তিনি।

ইভ্যালির রাসেল ও শামীমার

ন্যায়বিচারের অনুভূতি ফিরে আসবে বলে আশা করছেন মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া।

রিজার্ভ বেড়ে ২৬ দশমিক

২ হাজার ৫৬২ কোটি ৫০ লাখ ৮০ হাজার ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ বর্তমানে ২০৪৬০ দশমিক ৫২ মিলিয়ন বা ২ হাজার ৪৬ কোটি ৫ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। তবে, গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছিল, সেদিন পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ২৫৪৪০ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন বা ২ হাজার ৫৪৪ কোটি ৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ বর্তমানে ২০২৯৬ দশমিক ৯৩ মিলিয়ন বা ২ হাজার ২৯ কোটি ৬৯ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন, গত মার্চ মাসে দেশে এসেছে ৩২৯ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। যা দেশের ইতিহাসে কোনে এক মাসে সর্বোচ্চ। মূলত বিপুল পরিমাণ প্রবাসী আয় দেশের রিজার্ভ বাড়তে বড় ভূমিকা রাখছে। প্রসঙ্গত, দেশে নিট রিজার্ভ গণনা করা হয় আইএমএফের বিপিএম-৬ পরিমাপ অনুসারে। মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বিয়োগ করলে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ পাওয়া যায়।

নববর্ষ উদযাপনে র‍্যাবের বিশেষ

গোষ্ঠী, অন্যান্য নিষিদ্ধ সংগঠন এবং রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী মহল যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে র‍্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। টিএসসি, শাহবাগ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, হাতিরঝিল, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, শিশু একাডেমি, রমনা বটমূলসহ রাজধানীর যেসব স্থানে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেসব স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে র‍্যাব পর্যাপ্ত পরীক্ষণ চেকপোস্ট, টহল ও অবজারভেশন পোস্ট স্থাপনসহ বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে র‍্যাবের বোম্ব ডিস্পোজাল ইউনিট ও ডগ স্কোয়াড দ্বারা সুইপিং করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুইপিং পরিচালনার পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও ডগ স্কোয়াড যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। সারাদেশে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য থাকবে র‍্যাবের কন্ট্রোল রুম, পেট্রোল, মোটরসাইকেল পেট্রোল, চেকপোস্ট ও সিসিটিভি মনিটরিং কাজ করবে। এছাড়া যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোর্স রিজার্ভ থাকবে। যেকোনো নাশকতা বা হামলা মোকাবিলায় র‍্যাব স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিমকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নাশকতাসহ যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক টহল মোতায়েন ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে নাশকতাসহ যেকোনো ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতি কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। ব্যাটালিয়নগুলোতে নিজ নিজ কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে তাদের জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করবে। র‍্যাব সদর দপ্তরে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারা দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা হবে। এতে আরও বলা হয়েছে, গোয়েন্দা তথ্য, সাইবার মনিটরিংসহ অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নাশকতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। গোয়েন্দা নজরদারি ও সাইবার জগতে মনিটরিং বাড়ানোর মাধ্যমে নাশকতাকারীদের যেকোনো ধরনের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে প্রস্তুত র‍্যাব। ভার্চুয়াল জগতে নববর্ষকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের গুজব, উসকানিমূলক তথ্য, মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য র‍্যাব সাইবার মনিটরিং টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রাখছে।

ভাড়ায় উড়োজাহাজ না পাওয়ায়

এলে সমস্যা বাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু উড়োজাহাজ ভাড়া না পাওয়া গেলে কি করা যাবে। এদিকে এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. সাফিকুর রহমান জানান, বিমান দুটি উড়োজাহাজ লিজ নেয়ার জন্য গত কয়েক মাসে একাধিকবার দরপত্র আহ্বান করেছে। তিনবার আহ্বান করেও কোনো উড়োজাহাজ পাওয়া যায়নি। শেষ চেষ্টা হিসেবে আরেকটা দরপত্র আহ্বান করে ৭ এপ্রিল উন্মুক্ত হয়েছে। যেসব দরপত্র জমা পড়বে, সেগুলো মূল্যায়নের পর সর্বনিম্ন দরদাতার কাছ থেকে উড়োজাহাজ ভাড়া নেয়া হবে। কিন্তু এবারো যদি উড়োজাহাজ সংগ্রহ না করা যায় তাহলে হয়তো কোনো একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে।

ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে গণমিছিলের ঘোষণা খেলাফত মজলিসের

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের সংসদে পাশ হওয়া বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৫ বাতিল ও ভারত জুড়ে অব্যাহত মুসলিম নিধনের প্রতিবাদে আগামী ২৩ এপ্রিল (বুধবার) ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে গণমিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। গত শনিবার পল্টনস্থ দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গতকাল রোববার দুপুরে মিডিয়া সমন্বয়ক মাওলানা হাসান জুনাইদ এফএনএসকে এ তথ্য জানান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের আমির মাওলানা মামুনুল হক। সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদের পরিচালনায় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, মাওলানা রেজাউল করীম জালালী, মাওলানা আফজালুর রহমান, সাবেক এমপি মাওলানা শাহিনুর পাশা চৌধুরী, মাওলানা কুরবান আলী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন, মাওলানা আব্দুল আজিজ, মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী, মুফতি শরাফত হোসাইনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

হাঁকডাক করে বিনিয়োগ সম্মেলনের সুবিধা পাবে না বাংলাদেশ: এবি পার্টি

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চাশা অনুযায়ী বিনিয়োগ সম্মেলনের সাফল্য অর্জিত না হলে তা দুঃখজনক হবে বলে মনে করে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে না আসলে, হাঁকডাক করে আয়োজন করা বিনিয়োগ সম্মেলনের সুবিধা পাবে না বাংলাদেশ বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দলটির নেতারা। গতকাল রোববার বেলা ১২টায় বিজয় নগরস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব শঙ্কার কথা জানান এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। তিনি বলেন, এবি পার্টি মনে করে– গত রেজিমের দেওয়া বিভিন্ন মিথ্যা ও কাল্পনিক তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে ২০২৬-এর নভেম্বরে অনুন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার রূপকল্প দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙে দেবে। দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশ যে কারণে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য উপযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে আছে, তা আর থাকবে না। তাই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা স্থানীয় বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বলে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি। এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রাসঙ্গিক সব পরিসংখ্যান যাচাই-বাছাই করে পুনঃপ্রকাশ জরুরি। দেশের মোট জনসংখ্যা (প্রবাসী ও কর্মক্ষম তরুণসহ), জিডিপির পরিমাণ, মাথাপিছু গড় আয় ও আয়ু, বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, শিক্ষা ও দক্ষতার হার, ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন দেশীয় বাজারের পরিধি, রিজার্ভ ও ঋণের পরিমাণ, বৈশ্বিক ক্রেডিট রেটিং ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য তথ্য দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রকাশ করা আবশ্যক– যাতে তারা ভেবেচিন্তে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ১৯৭১ সালে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের তালিকা করার পর থেকে বাংলাদেশ অনুন্নত দেশের তালিকাতে স্থান পায় ১৯৭৫ সালে। এর মোক্ষম সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতির ভিত গড়ে দেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, যা এখনও আমাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কিন্তু দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে তথাকথিত মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার চেষ্টা করলে দেশের রফতানিতে ধস নামবে; অনুন্নত দেশ হওয়ার কারণে গত কয়েক যুগ ধরে করবিহীন যে সব সুবিধা সারা দুনিয়াতে আমরা পাচ্ছি তা হারিয়ে ফেলবো। উচ্চ সুদে ঋণ ও কাঁচামাল আমদানি করে স্থানীয় বা বৈদেশিক বাণিজ্য সচল রাখা সম্ভব হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, এসব প্রশ্ন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাথায় রয়েছে, তাই এগুলোর সমাধান না করে বিনিয়োগ সম্মেলন থেকে আশানুরূপ কোনও সফলতা আসবে বলে মনে করে না এবি পার্টি। ফলে উচ্চাশা অনুযায়ী বিনিয়োগ সম্মেলনের সাফল্য অর্জিত না হলে তা হবে দুঃখজনক। রফতানি বাজারের কৌশলগত দিক তুলে ধরে মঞ্জু বলেন, এবি পার্টি মনে করে, যে কোনও বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় ও রফতানি বাজার সামনে রেখে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। সেক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারের সক্ষমতা, দুনিয়া জুড়ে রফতানির সম্ভাবনা, অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রতিযোগিতামূলক কর-ভ্যাট আছে কিনা, জ্বালানি নিরাপত্তা, স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যাংক ঋণ-ডলারের মজুদ ইত্যাদি সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার বাস্তবভিত্তিক পথনকশা জরুরি। অন্তর্বর্তী সরকারের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতাকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বিনিয়োগ সম্মেলনকে ঘিরে দেশে-বিদেশে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের উদ্যোগকে স্থগিত করতে হবে দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা, আনোয়ার সাদাত টুটুল, কেন্দ্রীয় নেতা সেলিম খান, হাজরা মেহজাবিন, আজাদুল ইসলাম আজাদ, আমেনা বেগম, জিল্লুল্লাহিল বাকী আফলাতুন, আব্দুল কাদের মুন্সি, হাবিব মিয়াজী, নজরুল ইসলাম কামরুল প্রমুখ।

মোহাম্মদপুরে সাঁড়াশি অভিযানে ১২ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গতকাল রোববার ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মেহেদী হাসান বলেন, শনিবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ কর্তৃক সাঁড়াশি অভিযানে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে নারীসহ মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতাররা হলেন- আমিরুল ইসলাম (২৮), সেলিম (৩০), নাছির (১৯), শহিদুল ইসলাম (৩৫), মজিবুর রহমান (৫৫), জুয়েল (৪৩), জাকির হোসেন সুমন (৩৫), রাজা (৩৮), কামাল(৩২), মিম (২০), সুমন (২৪) ও তানজিম (২৩)। এদের মধ্যে দ্রুত বিচার আইনে পাঁচজন, মাদক মামলায় একজন, চুরির মামলায় একজন, দস্যুতার মামলায় একজন, ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় দুজন এবং ডিএমপির অন্যান্য মামলায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার আসামিদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

দেশের সব মসজিদে একই সময় জুমা আদায়ের আহ্বান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সব মসজিদে জুমার নামাজ একই সময় আদায় করতে অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা)। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আ: ছালাম খান (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) সই করা এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জুমার দিন সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বরকতময় দিন। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন।’ মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে বিশ্বাসীরা! জুমার দিন যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এ-ই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম; যদি তোমরা জানতে।’ (সূরা জুমা, আয়াত: ৯) জুমা পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ও সাপ্তাহিক ঈদের দিন। এ দিনকে বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো এ দিনে বিশেষ সময়ে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, বাংলাদেশে বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন সময়ে জুমার নামাজ আদায় করতে দেখা যায়। কোনো মসজিদে দুপুর ১টায়, কোনো মসজিদে দেড়টায়, আবার কোনো মসজিদে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে জুমার নামাজ শুরু করতে দেখা যায়। সময়ের তারতম্যের কারণে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা বিশেষ করে পথচারীরা (সফররত মুসল্লি) বিভ্রান্ত ও সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সমস্যা দূরীকরণে সারাদেশে সব মসজিদে মুসল্লিদের সুবিধার্থে একই সময় দুপুর ১.৩০টায় জুমার নামাজ আদায় করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমতাবস্থায়, তার বিভাগ/জেলায় অবস্থিত সব মসজিদে একই সময়ে অর্থাৎ দুপুর দেড়টায় জুমার নামাজ আদায় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

কারামুক্ত হলেন নারায়ণগঞ্জের আলোচিত ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাকির খান

স্টাফ রিপোর্টার : জামিনে মুক্ত হয়েছেন নারায়ণগঞ্জের আলোচিত নেতা জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাকির খান। ৩৩ মামলায় ধাপে ধাপে জামিন পেয়ে গতকাল রোববার সকালে নারায়ণগঞ্জ কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান নেতাকর্মীরা। কারামুক্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জবাসীর কাছে দোয়া ও সহযোগিতা চেয়েছেন জাকির খান। এর আগে ২০২২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর র‍্যাব-১১-এর একটি অভিযানে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেফতার হন জাকির খান। নারায়ণগঞ্জে মোট ৩৩টি মামলার আসামি ছিলেন জাকির খান। গ্রেফতার হওয়ার পর ধাপে ধাপে বিভিন্ন মামলায় জামিন পান তিনি। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি ব্যবসায়ী সাব্বির আলম হত্যা মামলার রায়ে তিনি এবং মামলার অন্য আসামিরা খালাস পান। নব্বইয়ের দশকে জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে আসা জাকির হোসেন ওরফে জাকির খান একসময় শহরের ‘ক্যাডার’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তিনি জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হন। ২০০৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নগরীর মাসদাইর এলাকায় নিজের বাড়ির অদূরে সাব্বির আলম খন্দকারকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিট পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিকেএমইএ’র সাবেক সহ-সভাপতি সাব্বির বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা (বহিষ্কৃত) ও বর্তমানে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকারের ছোটভাই। সাব্বির আলম খন্দকার হত্যার পর আসামি হিসেবে নাম এলে আত্মগোপনে চলে যান জাকির খান। সাব্বির হত্যা মামলার পর জাকির থাইল্যান্ডে পাড়ি জমান। পলাতক থাকা অবস্থাতেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় আদালত সাজা দেয়। এরপর থেকে তিনি আর দেশে ফেরেননি। এক বছর আগে ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন বলে জানা গেছে। জাকির খানের বিরুদ্ধে ১৯৯৪ সালে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন বিশেষ আইনে মামলা হয়। ওই মামলায় তার ১৭ বছরের সাজা হয়। পরে উচ্চ আদালতে তার সাজা কমে আট বছর হলেও তিনি গ্রেফতার এড়াতে দেশে ও বিদেশে প্রায় দুই দশক পলাতক ছিলেন। জানা গেছে, ১৯৮৯ সালে জাতীয় পার্টির মরহুম সংসদ সদস্য এ কে এম নাসিম ওসমানের হাত ধরে জাকির জাতীয় ছাত্র সমাজে যোগ দেন। ওই নেতার সাথে বিরোধের জেরে ১৯৯৪ সালে তিনি ছাত্রদলে যোগ দেন। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর জাকির জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হন। তখন শহরের ডিআইটিতে তাকে সংবর্ধনাও দেয়া হয়। বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হয়ে কয়েক দফা জেলও খাটেন তিনি। দেশে না থাকলেও অনুসারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল জাকির খানের। নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাবেক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাকির খান। ফলে শামিমের পুরো ক্ষমতা থাকাকালে জাকির খানকে বেছে নিতে হয়েছিল ফেরির জীবন।

কদমতলীতে গরম তেল ঢেলে স্ত্রীকে হত্যা, স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : দুই বছর আগে রাজধানীর কদমতলী থানার খালপাড় এলাকায় গায়ে গরম তেল ঢেলে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে মিজান সরদার নামে একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। গতকাল রোববার সকালে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার আগে আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত মিজান পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার বাবুরহাট গ্রামের মৃত আওয়াল সরদারের ছেলে। মামলা সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী মীম আক্তার রুপার সঙ্গে ঘটনার ১২ বছর আগে মিজান সরদারের বিয়ে হয়। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। কদমতলীর খালপাড়ের ‘ইসলাম টাওয়ার’ নামে একটি বহুতল ভবনের সপ্তম তলায় বসবাস করতেন তারা। যৌতুকের দাবিতে বিভিন্ন সময় ভুক্তভোগী তার স্বামীর নির্যাতনের শিকার হন। এর আগে আসামি মিজান তার শ্বশুরের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা মূল্যের একটি জমি এবং সাত লাখ টাকা মূল্যের একটি দোকান যৌতুক হিসেবে নেন। ২০২৩ সালের ৬ মে রাত ১০ টার দিকে মিজান সরদার ভুক্তভোগী রুপার কাছে আরও যৌতুকের টাকা দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ কারণে মিজান তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। রাত তিনটার দিকে যখন ভুক্তভোগী ও তাদের সন্তানরা ঘুমাচ্ছিল তখন মিজান সরদার একটি ফ্রাইং প্যানে সয়াবিন তেল গরম করে তার ওপর ঢেলে দেন। এতে গুরুতর দগ্ধ হয়ে ভুক্তভোগী চিৎকার করেন। এ সময় বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকার গিয়ে ভুক্তভোগী ও তার সন্তানদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নিয়ে যায়। যেখানে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী রুপার বাবা জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে ৯ মে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করেন। পরে ২৫ মে ভুক্তভোগী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুর আগে ভুক্তভোগী ১৪ মে ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মুজাহিদুল ইসলামের কাছে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেন। একই আদালতে আসামি মিজান সরদার দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দেন। তদন্ত শেষে পুলিশের উপ-পরিদর্শক সরোজিৎ কুমার ঘোষ একই বছরের ৩১ জুলাই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এরপর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। মামলার বিচার চলার সময় আদালত ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদের ব্যাংক হিসাবে ৮০ কোটি ৭৫ লাখ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জ শহরের আলোচিত পাগলা মসজিদের ব্যাংক হিসাবে বর্তমানে আছে ৮০ কোটি ৭৫ লাখ ৭৩ হাজার ৫৭৬ টাকা। সর্বশেষ গত শনিবার দান বাক্সের টাকা রূপালী ব্যাংকে জমার পর পাগলা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রতি তিন মাস বা তার কিছু বেশি সময় পরপর মসজিদের দান বাক্সগুলো খোলা হয়। তাতে প্রতিবারই কয়েক কোটি টাকা পাওয়া যায়। গত শনিবার ১১টি দান বাক্স খুলে মিলেছে ২৮ বস্তা টাকা। গণনা শেষে পাওয়া গেছে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ ৯ কোটি ১৭ লাখ ৮০ হাজার ৬৮৭ টাকা। পাওয়া গেছে বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রা ও স্বর্ণালংকার। সেনা সদস্য, পুলিশ ও আনসারের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও রূপালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মিলে মোট ৩৯৪ জন মানুষ টাকা গণনায় অংশ নেন। সব টাকা রূপালী ব্যাংকের হিসাবে জমা করা হয়েছে। বিদেশি মুদ্রা আর অলংকারের মূল্য নির্ধারণ করে সেসব টাকাও ব্যাংকে রাখা হবে। জেলা প্রশাসক ও মসজিদ কমিটির সভাপতি ফৌজিয়া খান বলেছেন, দান বাক্সে পাওয়া টাকার লভ্যাংশ থেকে অসহায় জটিল রোগীদের অনুদান দেওয়া হয়। মসজিদ কমপ্লেক্স মাদ্রাসার এতিম ছাত্রের সব খরচ, আনসার সদস্যদের বেতনসহ মসজিদ পরিচালনার যাবতীয় খরচও মেটানো হয়। জমানো টাকা থেকে পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের আরও দুটি শেড নির্মাণ করা হবে। এছাড়া একটি আধুনিক পাগলা মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। ৬ তলা বিশিষ্ট নতুন মসজিদ কমপ্লেক্সে একসঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন। ৫ হাজার নারী মুসল্লির জন্যও পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। কিশোরগঞ্জ শহরের পশ্চিম দিকে নরসুন্দা নদীর দক্ষিণ তীরে হারুয়া এলাকায় প্রায় পৌনে দুইশ’ বছর আগে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে জেলা প্রশাসন মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ১৯৭৯ সাল থেকে। তখন থেকে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন। সাধারণত পৌর মেয়ররা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের দাবিতে গাজীপুরে গার্মেন্টস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের দাবিতে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এসময় কোনাবাড়ী ও কাশিমপুরে কয়েকটি পোশাক কারখানায়ও হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। গত শনিবার মার্চ ফর গাজার প্রতি সংহতি জানিয়ে গাজীপুরের কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, কালিয়াকৈর, টঙ্গী, বোর্ড বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে হাজার হাজার পোশাক শ্রমিকরা। সকালে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক ও ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে শান্তিপূর্ণ মিছিল করলেও বিকেলে কোনাবাড়ী এলাকায় স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস ওভেন লিমিটেড, কনকর্ড নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং কাশিমপুরে ডিবিএল গ্রুপের মাইমুন ও মতিন গার্মেন্টস খোলা রাখায় ইসরায়েলি আগ্রাসানবিরোধী মিছিল থেকে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। কোনাবাড়ীতে বাটা শো-রুম, আজওয়া, পিজ্জা হল, আপেক্স, স্বপ্ন সুপার শপ, বিউটি সুইট মিটসহ প্রায় ১৫ থেকে ২০টি দোকানে হামলা ও ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা। পরে বিক্ষুব্ধরা কোনাবাড়ীতে আবাসিক হোটেল রেইনবো ও মুনে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অপরদিকে বিক্ষুব্ধরা জনতা মুন হোটেল থেকে আসবাবপত্র বের করে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে আগুন ধরিয়ে দেয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো কোনাবাড়ীতে। স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস ওভেন লিমিটেডের এডমিন ম্যানেজার ইউসুফ আলী বলেন, বিকেলে বহিরাগত শ্রমিকরা এসে আমাদের কারখানায় হামলা চালায়। এসময় তিনি বলেন, আমি একটি মিটিংয়ে আছি পরে কথা বলছি। কাশিমপুরে ডিবিএল গ্রুপের এইচ আর জিএম মো. নাইমুর রহমান বলেন, বিকেল সাড়ে তিনটার সময় কিছু শ্রমিক দুই নম্বর গেটে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পরে তারা বড় একটি মিছিল নিয়ে এসে আমার কারখানার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। তিনি আরো বলেন, আমাদের মতিন স্পিনিং মিলস এবং জিতার মোড়ে মাইমুন লিমিটেডে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন কোনাবাড়ী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আবু মোহাম্মদ নাসের আল আমিন বলেন, বিকেলে কোনাবাড়ী ও কাশিমপুরে ইসরায়েলি আগ্রাসানবিরোধী মিছিল থেকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কয়েকটি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। কোনাবাড়ীতে ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের দাবি জানিয়ে বেশ কিছু দোকানপাট ও শপিংমলে হামলা ও ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এসময় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ থাকে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

মেঘনার আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : বিশেষ ক্ষমতা আইনে মডেল মেঘনা আলমের আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে রিট আবেদন করা করা হয়। গতকাল রোববার মেঘনা আলমের বাবা বাদী হয়ে এ আবেদন করেন বলে জানিয়েছেন তার অন্যতম আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল। তিনি বলেন, বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি বিচারপতি তামান্না রহমান খালিদির দ্বৈত হাই কোর্ট বেঞ্চে এ আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। কাজী জাহেদ ইকবাল বলেন, মেঘনা আলমের বিরুদ্ধে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তাহলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইনে কেন আটকাদেশ দেওয়া হলো? আমরা মনে করি, একটা অস্পষ্ট অভিযোগের ওপর ভর করে তাকে আটকাদেশ দেওয়া হয়। এ কারণে এই আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে মেঘনা আলমকে আটক করা হয়। আটকের আগে তিনি ফেইসবুক লাইভে এসে বাসার ‘দরজা ভেঙে পুলিশ পরিচয়ধারীরা’ ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাকে আটক করার পরপরই লাইভটি বন্ধ হয়ে যায়। ১২ মিনিটের বেশি সময় ধরে চলা ওই লাইভ এরপর তার আইডি থেকে ডিলিট হয়ে যায়। তবে এর আগেই ফেইসবুকে তা ছড়িয়ে পড়ে। পরে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাবেক এই মিস আর্থ বাংলাদেশকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে উপস্থাপন করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ডিবির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানগর হাকিম মো. সেফাতুল্লাহ বিশেষ ক্ষমতা আইনে মেঘনাকে ৩০ দিন কারাগারে আটক রাখার আদেশ দেন।

দুদকের মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের সাবেক উপদেষ্টা ফালু

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ফালুকে খালাস দেওয়া হয়। গতকাল রোববার ঢাকার বিশেষ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ রায় দেন। রায়ের বিচারক বলেন, ওনার বিরুদ্ধে এ মামলার কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। উনি তো সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছেন। আর তার অবৈধ সম্পদ যদি থাকে, সেটা তো অবরুদ্ধ করতে হতো। সেটাও তো করা হয়নি। সুতরাং এ মামলা থেকে তাকে খালাস দেওয়া হলো। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমদ আলী সালাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন করার মামলার মোসাদ্দেক আলী ফালুকে খালাস দিয়েছেন আদালত। এদিন স্ত্রীসহ আদালতে উপস্থিত ছিলেন মোসাদ্দেক হোসেন ফালু। রায়ের পর তিনি হাসিখুশি মেজাজে নেতাকর্মীদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। তবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। সাবেক সংসদ সদস্য ফালুর বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ৮ জুলাই মতিঝিল থানায় দুদকের তখনকার কর্মকর্তা রহিমা মামলা করেন। ২০১৮ সালের ২৭ অগাস্ট মামলাটির অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দিলেও সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় পাঁচ বছর পর ২০২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষে আজ আদালত রায় দেয়। এ মামলার অভিযোগে বলা হয়, দুদকের সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিস পেয়ে ২০০৭ সালের ১ মার্চ আইনজীবীর মাধ্যমে সম্পদের হিসাব দাখিল করেন ফালু। তা নিয়ে তদন্তে তার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ৪৫ কোটি ৬৬ লাখ ৮ হাজার ৮৬৬ টাকার সম্পদ এবং ১০ কোটি ৬০ লাখ ৪২ হাজার ৫১৪ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের প্রমাণ পায় দুদক। ২০০৪ সালে ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে ফালু ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হওয়ায় ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি মনোনয়ন পাননি। পরে আওয়ামী লীগ সরকার থাকার সময় কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি।

নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাকির খান কারামুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আলোচিত নেতা জাকির খান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। এ সময় তার স্বজন ও নেতাকর্মী ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে বরণ করে নেন। জাকির খানের মুক্তির খবরে সকাল থেকে দলে দলে নেতাকর্মী ও তার স্বজনরা জেলা কারাগারের গেটের সামনে জড়ো হয়। এ সময় তারা ব্যান্ড বাজিয়ে ও স্লোগান দিয়ে উল্লাস করে। পরে সকাল সাড়ে ১০টায় জাকির খান কারাগার থেকে মুক্ত হলে তারা ফুল ও মালা দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। এ সময় জাকির খান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও ফিলিস্তিনের পতাকা নেড়ে আনন্দ উল্লাস করেন। পরে গাড়িতে চড়ে তিনি পুরো শহর ঘুরে শোডাউন করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ ফোরকান ওয়াহিদ বলেন, ‘আজ (রোববার) সকালে জাকির খানকে রিলিজ করা হয়।

সম্পাদকীয়

গাজায় ভূলুণ্ঠিত মানবতা

বিশ্বনেতাদের পদক্ষেপ কাম্য

ফিলিস্তিনে নিরীহ মানুষের ওপর ইসরাইলের পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ বিশ্বের ক্ষমতাধরদের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে না। প্রতিদিনই গাজায় ইসরাইলি হামলায় নারী-শিশুসহ ফিলিস্তিনিরা নিহত হচ্ছেন। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরাইলের হামলায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা অর্ধলক্ষ ছাড়িয়েছে। ইউনিসেফ সতর্ক করে জানিয়েছে, গত ১৮ মার্চ থেকে ফের হামলা শুরু করার পর থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ শিশু নিহত হচ্ছে। গাজার ১০ লাখেরও বেশি শিশু এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পাচ্ছে না জীবন রক্ষাকারী সহায়তা। ইসরাইলের কারণে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনতার যেসব মৌলিক অধিকার-তাও লঙ্ঘিত হচ্ছে চরমভাবে। হাসপাতালগুলোতে আহত মানুষের উপচে পড়া ভিড়; কিন্তু চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতের সুযোগই নেই। কারণ চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতি তো আছেই, চিকিৎসাকর্মীদেরও টার্গেট করে হত্যা করার কারণে রয়েছে চিকিৎসকের ঘাটতি। ২৩ মার্চ ১৫ জন জরুরি চিকিৎসাকর্মীকে হত্যার যে ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, তা খণ্ডিত চিত্র মাত্র, ইসরাইলের এমন পৈশাচিকতার নজির রয়েছে অসংখ্য। ক্ষমতার মোহে নিমজ্জিত বিশ্বনেতারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও সাধারণ মানুষ এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে। আমেরিকাসহ বিশ্বনেতারা নিশ্চুপ রইলেও মনুষ্যত্ব এখনো যাদের হারিয়ে যায়নি, সেই আমজনতা এই অনাচারের সীমা টানতে পথে পথে বিক্ষোভে নেমেছেন। ফিলিস্তিনি ন্যাশনাল অ্যান্ড ইসলামিক ফোর্সেস নামে একটি গ্রুপ গাজায় চলমান ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানির প্রতিবাদে বৈশ্বিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। একই কর্মসূচি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দুটি সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিবাদ এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও ক্লাস-পরীক্ষা বয়কটের কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরাইল যুদ্ধের নামে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর যে বর্বরতা চালাচ্ছে, এমন নৃশংসতা আগে কখনো দেখা যায়নি। হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের ওপর নেতানিয়াহু বাহিনীর এ হামলা খোদ ইসরাইলিরাও ভালো চোখে দেখছে না। যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে গাজায় বোমা হামলার প্রতিবাদে এরই মধ্যে ফুঁসে উঠেছে ইসরাইলের মানুষ। মানবাধিকার সংস্থা থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংগঠন গাজায় হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। প্রায় হাতছাড়া হওয়া ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে গিয়ে যে মরণ খেলায় মেতেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী, তা এ অঞ্চলের ভাগ্যকে কোথায় নিয়ে ফেলবে, তা সময়ই বলে দেবে। তবে ঘৃণ্য জাতি হিসাবে গণ্য হওয়ার মতো সব অপরাধই যে ইসরাইল করেছে, ইতিহাসের পাতায় তা লেখা থাকবে। ক্ষমতার মোহ নয়, মানবতার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে গাজায় শান্তি ফেরাতে বিশ্বনেতাদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

ক্ষমতার মোহে নিমজ্জিত বিশ্বনেতারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও সাধারণ মানুষ এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে। আমেরিকাসহ বিশ্বনেতারা নিশ্চুপ রইলেও মনুষ্যত্ব এখনো যাদের হারিয়ে যায়নি, সেই আমজনতা এই অনাচারের সীমা টানতে পথে পথে বিক্ষোভে নেমেছেন। ফিলিস্তিনি ন্যাশনাল অ্যান্ড ইসলামিক ফোর্সেস নামে একটি গ্রুপ গাজায় চলমান ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানির প্রতিবাদে বৈশ্বিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। একই কর্মসূচি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দুটি সংগঠন

শিক্ষা আইনহীনতা: স্বার্থের সংঘাতে জিম্মি জাতির ভবিষ্যৎ

একটি জাতির অগ্রগতির ভিত হয় শিক্ষা, আর শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হয় একটি শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও যুগোপযোগী আইন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেই মৌলিক কাঠামোই নেই বললেই চলে। ২০১১ সালে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়ার পর এক যুগের বেশি সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও এ আইন আলোর মুখ দেখেনি। অথচ এই সময়ের মধ্যে সরকারের বহুবার মেয়াদ শেষ হয়েছে, মন্ত্রিত্ব বদলেছে, খসড়া বদলেছে—বদলায়নি শুধু নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছার অভাব। এত বছরের গড়িমসি কেবল প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়, এটি একটি গভীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন একটি অসৎ সিন্ডিকেট–নোটবই ব্যবসায়ী, কোচিং মালিক, এবং সুবিধাবাদী কিছু শিক্ষক মিলে গড়ে তুলেছে এমন একটি বলয়, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে। আর এই বলয়কেই সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তৎকালীন সরকার একের পর এক 'খসড়া'র মোড়কে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি ঝুলিয়ে রেখেছে। নতুন খসড়ায় নোট-গাইড নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব থাকলেও সেই সঙ্গে সরকার অনুমোদিত সহায়ক বইয়ের নামে সেই নিষেধাজ্ঞাকে নরম করে ফেলা হয়। একদিকে শিক্ষার্থীদের চাপমুক্ত রাখতে চাই, অন্যদিকে সেই চাপের উৎসকে বৈধতা দিচ্ছি–এ কেমন দ্বিচারিতা? শুধু তাই নয়, প্রাইভেট টিউশন, কোচিং, এবং শিক্ষকদের দ্বৈত ভূমিকা সম্পর্কেও খসড়ায় নানা বিধিনিষেধ থাকলেও বাস্তবে সেগুলোর কার্যকর প্রয়োগ নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। বরং সময়ের ব্যবধানে এই অনিয়মগুলোকেই আইনগতভাবে ধোয়া-মোছার পাঁয়তারা করা হয়েছে। এই অবস্থায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা চৌধুরীর মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং কোচিং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সম্ভাব্য আঁতাতের বিষয়টি সামনে এনেছেন। এই অবস্থা একদিকে যেমন বাস্তবতার প্রতিফলন, তেমনি তা ভবিষ্যতের জন্য সতর্কসংকেত। আমরা মনে করি, শিক্ষা খাত নিয়ে দীর্ঘদিনের অবহেলা জাতিকে এক ভয়াবহ দুর্দিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আইনের অভাবে শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অভিভাবক–সবাই চলছে নিজস্ব নিয়মে, যার প্রভাব পড়ছে প্রজন্মের উপর। এ অবস্থায় প্রয়োজন একটি বাস্তবমুখী, দৃঢ় এবং রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ উদ্যোগ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের জোর দাবি–শিক্ষা আইনকে আর কালক্ষেপণ না করে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করুন, সংসদে পাস করুন এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। শিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা আর নয়। একটি জাতিকে বাঁচাতে হলে, আগে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে সুস্থ করতে হবে।

অবৈধ বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণহানি : দায় কার?

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে একটি মর্মান্তিক ঘটনায় এক যুবকের জীবন অকালে ঝরে গেছে। কৃষিজমিতে ইঁদুর মারার জন্য পেতে রাখা অবৈধ বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা শুধু একটি পরিবারের জন্য শোকের কারণ নয়, বরং আমাদের সমাজে অবৈধ ও বিপজ্জনক পদ্ধতির ব্যবহার এবং তদারকির অভাব নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে। গত শুক্রবার সকালে লক্ষ্মীপুর গ্রামে জমিতে পানি দেওয়ার কাজে গিয়েছিলেন ভুক্তভোগী যুবক। জমির মালিক ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যুতের তার দিয়ে ফাঁদ পেতেছিলেন, যা আইনত নিষিদ্ধ। ভুক্তভোগী যুবক পাম্প মেশিন চালাতে গিয়ে এই ফাঁদের শিকার হন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর জমির মালিক পলাতক, আর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু এই ঘটনা কি শুধুই একটি দুর্ঘটনা, নাকি আমাদের সামাজিক ও প্রশাসনিক অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার প্রতিফলন? এই ঘটনার দায় শুধু একজনের ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। এটি একটি সামগ্রিক ব্যর্থতার চিত্র–যেখানে প্রশাসন, কৃষক, সমাজ এবং আমরা সবাই কোথাও না কোথাও জড়িত। অবৈধ বৈদ্যুতিক ফাঁদের ব্যবহার দেশে নতুন নয়। ইঁদুর বা বন্যপ্রাণী থেকে ফসল রক্ষার জন্য অনেক কৃষক এই বিপজ্জনক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কিন্তু এর ফলে শুধু প্রাণী নয়, মানুষের জীবনও বিপন্ন হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, কৃষকদের এমন ঝুঁকিপূর্ণ পন্থা বেছে নেওয়ার পেছনে কি শুধুই তাদের অজ্ঞতা দায়ী, নাকি সরকারি পর্যায়ে বিকল্প সমাধান ও সচেতনতার অভাবও এর জন্য সমানভাবে দায়ী? সরকারের পক্ষ থেকে ফসল রক্ষায় কৃষকদের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পদ্ধতির প্রচলন এবং এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রয়োগ জরুরি। অবৈধ বিদ্যুৎ ফাঁদ শুধু মানুষের জীবনই কেড়ে নিচ্ছে না, পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে।

ভারতের বাংলাদেশনীতি প্রশ্নের মুখে

খন্দকার হাসনাত করিম

ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্বৈরাচারের দোসরদের নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা সহ্য করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ জন্য দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তাকে মোবারকবাদ জানাই। তিনি জনগণের মনের কথাটি প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি তিনি দেশের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী প্রধানদের জরুরি সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং এ জন্য একটি কমান্ড সেন্টার গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে সর্বোচ্চ আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা উদ্ভূত পরিস্থিতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারে। বাহিনীগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিকার মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। নিরাপত্তা বাহিনী প্রধানদেরকে স্বৈরাচারের যেকোনো অপতৎপরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মতো সতর্ক ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে তিনি চাঁদাবাজ ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালানোর জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে বলেন। প্রধান উপদেষ্টা পুলিশকে গণহত্যা, নিপীড়নসহ স্বৈরাচারের যাবতীয় অপরাধের মামলাগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে গিয়ে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হন। এই কঠোর ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি সময়ের দাবি। প্রধান উপদেষ্টার এই কঠোর অবস্থান দেশবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হয়েছে। তার প্রতি অনুরোধ, আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং শ্রদ্ধাশীলদের প্রতি উদার এবং একই সাথে গণতন্ত্র হত্যাকারী, গুম, খুন, নিপীড়ন ও নির্যাতনে বিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হোন। এ দেশে গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাস করে না ভারতীয় আগ্রাসনবাদী বিজেপির বাংলাদেশ শাখা আওয়ামী লীগ, তাদের চ্যালাচামুণ্ডা, ভারতপন্থী প্রকাশ্য ও গোপন দল বা লেজুড় সংগঠন, নাস্তিক বুদ্ধিজীবী চক্র, উগ্র হিন্দু দল বিজেপি ও ইসকন এবং ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের বাংলাদেশী স্থানীয় প্রতিনিধি, স্বৈরাচারের প্রতিপালিত গৃহভৃত্য ঠগ ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক কাঠামোতে থেকে যাওয়া ও সদ্য ভোল পাল্টানো কর্মকর্তা, দুর্নীতিবাজ এবং অর্থ লুটেরা ও পাচারকারী চক্র, অসৎ ব্যবসায়ী, অসাধু পেশাজীবী, ঠিকাদার এবং স্বৈরাচারের দালাল শ্রেণী এবং জোগানদাতা চক্র। এই চক্র বহাল তবিয়তে থাকলে তাদের হাত থেকে দেশ, জনগণ ও জনস্বার্থ রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব কি না সংশয় থেকেই যাবে। এই চক্রটি তাদের প্রভুদের খুশি করতে দলবাজ মিডিয়াকে দিয়ে গত কয়েক মাস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষ ঢেলেছে, যা সর্বৈব মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাদেরই নতুন শিখণ্ডী হলো মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড। যদিও তার থোতা মুখও ভোঁতা হয়ে গেছে। অবশ্য বিলম্বিত বোধোদয়ে এবার শোচনীয় অনুশোচনা জাগতে শুরু করেছে ভারতের দিল্লির প্রধান সংবাদ ও গণমাধ্যমের। বাংলাদেশ পরিস্থিতি তথা জুলাই '২৪-এর সফল ছাত্র-জনতা গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে এত দিন ধরে চালানো অপব্যাখ্যা, অপসাংবাদিকতা ও উদ্দেশ্যমূলক ঘৃণা-বিষোদগারে এখন তারা বিবেক দংশনের অস্বস্তিতে ভুগছে। দ্য প্রিন্ট, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়া টুডে, দ্য হিন্দুর মতো নেতৃস্থানীয় সর্বভারতীয় গণমাধ্যমগুলো তাদের অন্ধ হাসিনা স্বৈরাচারের সমর্থন এবং বাংলাদেশে পরিবর্তন-বিরোধী মূল্যায়নে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। ভারত সরকারের এ ধরনের আগ্রাসনবাদী নীতি অবস্থান নিয়ে তারা এখন একের পর এক প্রশ্ন তুলছে। অনেকে এই প্রথম সম্পাদকীয় অভিমত দিচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের কাছে পতিত হাসিনা স্বৈরাচারের 'সামান্যতম গ্রহণযোগ্যতা নেই'। অন্যান্য গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে, 'ভারতকে বাংলাদেশের ব্যাপারে নতুন কৌশল নিতে হবে। গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে দিল্লির প্রধান প্রধান গণমাধ্যমে বাংলাদেশে পতিত স্বৈরাচারের নৃশংস দমননীতি, একদলীয় শাসন, সীমাহীন দুর্নীতি, গুম, খুন, নিপীড়ন, গণতন্ত্রহীনতা- এসব নিয়ে, বিশেষ করে বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো কখনোই কোনো প্রশ্ন তুলত না; বরং বলা হতো- শেখ হাসিনাই ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র মিত্র।

কিন্তু এখন তাদের একচোখা নীতি থেকে পশ্চাৎপসরণ হাসিনাসহ উৎখাতকৃত আওয়ামী স্বৈরাচারীদের পরম বন্ধু ভারতীয় গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আওয়ামী-স্বৈরাচারের দোসরদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দ্য প্রিন্ট পত্রিকায় সম্প্রতি মন্তব্য বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে সমর্থন করে ভারত নিজেই নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। বাংলাদেশে তার জনপ্রিয়তা তলানিতে। এই মন্তব্য দিয়ে সাজানো এই বিশ্লেষণে পত্রিকাটি লিখেছে, বাংলাদেশের জনগণ ভারতের উপর ক্ষুব্ধ। ভারতের স্বার্থ এখন হুমকির মুখে। ভিন্ন ভাষায় প্রায় একই সুরে কথা বলছেন অন্যান্য সর্বভারতীয় বিশ্লেষকও। পশ্চিম বাংলায় বিজেপি দল রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের মিত্র হয়ে উঠছে- এই মর্মে প্রচারণা চালালেও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশকে হারানো ভারতের কৌশলগত আত্মহত্যার শামিল বলেও কোনো কোনো বিশ্লেষক অভিমত প্রকাশ করছেন। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার লঙ্ঘনের নির্মমতা নিরূপণে গঠিত তথ্যানুসন্ধানী মিশনের প্রতিবেদন গত ফেব্রুয়ারি মাসে জেনেভায় জাতিসঙ্ঘ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার তুর্ক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এই প্রতিবেদন জনসমক্ষে উন্মুক্ত করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, জনগণের চরম বিরোধিতার মুখেও স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অজস্র প্রাণহানি করে হলেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, জুলাই গণহত্যার সাথে যারা যুক্ত তারা যেন পার না পায়। তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, জুলাই-আগস্টে বিক্ষোভ দমনের নিষ্ঠুর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের যাবতীয় সিদ্ধান্ত দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত 'কার কমিটি'র মাধ্যমে এবং এই বর্বর নিপীড়নকে সরাসরি সহায়তা দেয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা এনএসআই, পুলিশের বিশেষ শাখা এসবি, ডিবি, এটিএমসি পুলিশ ও সিটিটিএসের কর্মকর্তারা। জাতিসঙ্ঘের তদন্তে পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব সদস্যদের পাশাপাশি সেনা সদস্যদের কিছু সম্পৃক্ততার প্রমাণও পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী কর্মীরা অংশ নেয় বলে জাতিসঙ্ঘ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলা হয়, ওই সময়ে ছাত্র-জনতার ওপর বর্বর নৃশংসতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও দল সরাসরি দায়ী। ওই সময়ে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারবিরোধী মতামত স্তব্ধ করার জন্য এই নিষ্ঠুর দমননীতি পরিচালনা করে, যে জন্য এত মানুষকে গুম, খুন, নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় হয়রানির শিকার হতে হয়। শেখ হাসিনার এই খুনের রাজনীতি প্রত্যক্ষ মদদ পায় আধিপত্যবাদী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। তার সাথে যুক্ত হয় কিছু কেন্দ্রীয় মিডিয়া এবং পশ্চিম বাংলার বেশ অনেকগুলো হিন্দুত্ববাদী ও বিজেপির পা-চাটা মিডিয়া। বাংলাদেশবিরোধী বিষোদগারে তারা সাংবাদিকতার ন্যূনতম শিষ্টাচার পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতবিরোধী জনমতের যেন সুনামি নেমে এসেছে। অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, 'ভারত তাদের কৌশলগত মিত্র (শেখ হাসিনাকে) বাঁচাতে গিয়ে পুরো বাংলাদেশকেই হারাতে বসেছে।' বাংলাদেশকে নিয়ে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহলের ভাবনা চিন্তার কথা উল্লেখ করে দ্য প্রিন্ট মন্তব্য করে, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। একপক্ষ এখনো হাসিনার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে, আরেক পক্ষ বলছে- এখনই সরে আসার সময়। একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, শেখ হাসিনার ভারত-নির্ভরতা এখন তার জন্য রাজনৈতিক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সমর্থন তাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না; বরং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ডেকে আনবে। দিল্লির নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা- হয় শেখ হাসিনাকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা, নয়তো হাসিনাকে বাঁচাতে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া বা নতুন কোনো কৌশলের আশ্রয় নেয়া। এটি ভারতের জন্য বড় ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ভারতের নীতি অবস্থান শুধু বাংলাদেশ প্রশ্নেই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতীয় গণমাধ্যম গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে যেভাবে আওয়ামী স্বৈরাচারের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশবিরোধী বিষোদগার এবং অপসাংবাদিকতা চালিয়েছে তাদের জোঁকের মুখে নুন ঢেলে দিয়েছে জাতিসঙ্ঘ তথ্যানুসন্ধানী দলের প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে পতিত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাকেই বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট (২০২৪) গণহত্যার মূল হোতা এবং নির্দেশ দানকারী খুনি হিসেবে দায়ী করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধ। তার সরাসরি পরিকল্পনা ও নির্দেশে পতনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে জুলাই-আগস্ট বিক্ষোভে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা, শিশু-নারীদের খুনের নির্দেশ এবং মৃত্যুর পর লাশ গুমের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ঠাণ্ডা মাথার নারকীয় গণহত্যায় প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত এবং প্রায় ৩৬ হাজার প্রতিবাদকারী তরুণ-যুবক-সাধারণ মানুষ পুলিশ-র‍্যাবের গুলিতে চিরতরে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছে।

জাতিসঙ্ঘের তদন্তে পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব সদস্যদের পাশাপাশি সেনা সদস্যদের কিছু সম্পৃক্ততার প্রমাণও পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী কর্মীরা অংশ নেয় বলে জাতিসঙ্ঘ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলা হয়, ওই সময়ে ছাত্র-জনতার ওপর বর্বর নৃশংসতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও দল সরাসরি দায়ী। ওই সময়ে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারবিরোধী মতামত স্তব্ধ করার জন্য এই নিষ্ঠুর দমননীতি পরিচালনা করে, যে জন্য এত মানুষকে গুম, খুন, নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় হয়রানির শিকার হতে হয়। শেখ হাসিনার এই খুনের রাজনীতি প্রত্যক্ষ মদদ পায় আধিপত্যবাদী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। তার সাথে যুক্ত হয় কিছু কেন্দ্রীয় মিডিয়া এবং পশ্চিম বাংলার বেশ অনেকগুলো হিন্দুত্ববাদী ও বিজেপির পা-চাটা মিডিয়া। বাংলাদেশবিরোধী বিষোদগারে তারা সাংবাদিকতার ন্যূনতম শিষ্টাচার পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতবিরোধী জনমতের যেন সুনামি নেমে এসেছে। অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, 'ভারত তাদের কৌশলগত মিত্র (শেখ হাসিনাকে) বাঁচাতে গিয়ে পুরো বাংলাদেশকেই হারাতে বসেছে।' বাংলাদেশকে নিয়ে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহলের ভাবনা চিন্তার কথা উল্লেখ করে দ্য প্রিন্ট মন্তব্য করে, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। একপক্ষ এখনো হাসিনার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে, আরেক পক্ষ বলছে- এখনই সরে আসার সময়। একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, শেখ হাসিনার ভারত-নির্ভরতা এখন তার জন্য রাজনৈতিক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সমর্থন তাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না; বরং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ডেকে আনবে। দিল্লির নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা- হয় শেখ হাসিনাকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা, নয়তো হাসিনাকে বাঁচাতে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া বা নতুন কোনো কৌশলের আশ্রয় নেয়া। এটি ভারতের জন্য বড় ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ভারতের নীতি অবস্থান শুধু বাংলাদেশ প্রশ্নেই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতীয় গণমাধ্যম গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে যেভাবে আওয়ামী স্বৈরাচারের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশবিরোধী বিষোদগার এবং অপসাংবাদিকতা চালিয়েছে তাদের জোঁকের মুখে নুন ঢেলে দিয়েছে জাতিসঙ্ঘ তথ্যানুসন্ধানী দলের প্রতিবেদন

কূটনীতির রাস্তায় আজ 'বিজয় বাংলাদেশ'

মোমিন মেহেদী

৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের সরকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী আলোচিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূস ক্ষমতা নেয়ার পর কূটনৈতিক বিভিন্ন সফলতা এসেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ৮ লাখ রোহিঙ্গার তালিকা থেকে প্রথম ধাপে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের জন্য চিহ্নিত করেছে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে তাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশকে নিশ্চয়তা দিয়েছে মিয়ানমার। আরও ৭০ হাজার রোহিঙ্গাকে চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ছবি ও নাম মিলিয়ে দেখার কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ছয়টি ধাপে এই মূল তালিকা মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ। আর এই বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণা করলে উঠে আসে সফলতার পথচলা। শুক্রবার ব্যাংককে বিমসটেকের ষষ্ঠ সম্মেলনের ফাঁকে মিয়ানমারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ থান শিউ এই তথ্য বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খলিলুর রহমানকে জানান। এই প্রথম মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ একটি নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের তালিকা প্রদান করল, যা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে আরও জানিয়েছে, মূল তালিকায় থাকা বাকি ৫ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গার যাচাই দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে। বৈঠকে ড. খলিলুর রহমান মিয়ানমারে ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বলেন, দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য বাংলাদেশ অতিরিক্ত মানবিক সহায়তা পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছে। এই সফলতার রাস্তা ধরে যদি দেশে অর্থনৈতিক মুক্তি আসে, তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেছেন- মিয়ানমারে নৃশংস সংঘাতের অবসানের কোনো বিকল্প নেই। দেশটিতে সহিংসতার অবসান ঘটাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। এ সংকট সমাধানে অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের পথ নিশ্চিত করতে হবে। গেল মাসে আমি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সফর করেছি। মিয়ানমারজুড়ে সংঘাত-সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার অবসান করতে হবে। বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে নিপীড়িত-নির্যাতিতদের রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য একটি মানবিক চ্যানেল স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। যাতে সেখানে বাস্তুচ্যুতি বন্ধ করা যায়। তিনি বলেছেন, রাখাইন রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে দুর্ভিক্ষের বিষয়ে ইউএনডিপির সতর্কবার্তা রয়েছে। রাখাইন থেকে আরও বাস্তুচ্যুতি বন্ধ করার জন্য জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সেখানে একটি মানবিক চ্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকটের যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে সমগ্র অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। বিমসটেক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে রাখাইনের বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর মধ্যে সমাধানের জন্য সংলাপ চালাতে পারে। তাঁর পুরো বক্তব্যের সাথে মানবিক মানুষেরা একমত হবেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করাই তার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি এখানেই বলেছেন, আমি আমাদের জনগণকে আশ্বস্ত করেছি যে, প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন হলে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করব। শুক্রবার থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের (বিমসটেক) শীর্ষ সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। এদিকে সম্মেলন শেষে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা বিমসটেক চেয়ারম্যানশিপ অধ্যাপক ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করেন। অধ্যাপক ইউনূস স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন- ১৯৭১ সালে লাখ লাখ সাধারণ নারী-পুরুষ, শিশু ও যুবক একটি নৃশংস সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসব্যাপী গণহত্যায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। আমাদের জনগণ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত ও স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল যেখানে প্রতিটি সাধারণ মানুষ তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। দুঃখজনকভাবে, গত ১৫ বছরে আমাদের জনগণ বিশেষ করে যুবসমাজ ক্রমাগত তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা সংকুচিত হতে দেখেছে। তারা রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ও নাগরিক অধিকারের অবমাননা প্রত্যক্ষ করেছে। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বলেন, সাধারণ জনগণ একটি নৃশংস স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রায় ২ হাজার নিরীহ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই তরুণ এবং ১১৮ জন শিশু প্রাণ হারিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ তার ইতিহাসে এক নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করেছে। এখন প্রশ্ন হলো- তাহলে কেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মাত্র ৮ শত প্লাস সংখ্যাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে বারবার? যদি ২ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে কেন প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনার পরও ভেরিফাই তথ্য এখনো নিশ্চিত করে জনগণের সামনে নিয়ে আসা হয়নি? কেন ড. ইউনূস সর্বোচ্চ আন্তরিকতায় আমজনতা আর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে অগ্রসর না হয়ে সেই শেখ হাসিনার মত-ফ্যাসিজমের মত করেই কথা বলছেন তিনি। কেন তিনি বলছেন- যে-সব ছাত্রনেতা এই গণজাগরণে নেতৃত্ব দিয়ে শেখ হাসিনার দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছে, তারা তাকে অনুরোধ করেছিল এই সংকটময় মুহূর্তে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে। আমি আমাদের জনগণের স্বার্থে এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছি। কেন তিনি অতীতের রাষ্ট্রপ্রধানদের মত দেশের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার পরিবর্তে কেবল শেখ হাসিনা আর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছেন। তিনিও ফ্যাসিজমের রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছেন? এমন প্রশ্ন নির্মাণের কারণ হলো ড. ইউনূসের মত বিশ্বব্যাপী আলোচিত নোবেল বিজয়ী শেখ হাসিনার মত করেই ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠছেন যে-সব কথা বলে, তা হলো- এ কমিশনগুলো ইতোমধ্যে তাদের সুপারিশ জমা দিয়েছে, যা বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করেছি। আমি নিজেই যার নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং এতে ছয়টি কমিশনের প্রধানরা রয়েছেন। এই কমিশনগুলো যে সুপারিশগুলো জমা দিয়েছে, তা পর্যালোচনা এবং গ্রহণ করার জন্য এ কমিশন গঠন করা হয়েছে। সরকারপ্রধান আরও জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি আরও চারটি কমিশন গঠন করেছে, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং নারী অধিকারসংক্রান্ত নীতিগত সুপারিশ দেওয়ার লক্ষ্যে। তিনি আরো বলেছেন, আমরা যখন বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করছি, তখন আমরা দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে অবিচলভাবে কাজ চালিয়ে যাব, তারা নারী হোক কিংবা জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হোক। একটা অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এবং কাজের কথা কি তিনি ভুলে গেছেন? কি চাইছেন তিনি? এমন অনেক প্রশ্ন করেছেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। তারা বলতে চান- নির্যাতন-নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তারা আইনের সংস্কৃতি চর্চার পথে এগিয়ে চলা লোভ- মোহহীন নিমগ্ন বাংলাদেশ। সেই সাথে তৈরি হওয়া অন্ধকার থেকে মুক্তি চায় আমজনতা। বাংলাদেশ-ভারত অতি নিকটতম প্রতিবেশী এবং উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা ইস্যু থাকার পরও শেখ হাসিনাকে ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত। তার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে গণহত্যার বিচার। এমন এক ব্যক্তিকে ভারতে আশ্রয় দিয়ে দুদেশে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠা কার্যত অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে দুদেশের পররাষ্ট্র নীতি এক ধরনের জটিল সমীকরণের দিকে এগোচ্ছে। যদিও ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনের সাইডলাইন বৈঠক হয়েছে ড. ইউনূস ও মোদির। বৈঠক হওয়ার পর প্রকাশ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের পথে যাচ্ছে বলে মনে করা হলেও বাস্তবে টানাপোড়ন থেকেই যাচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি দিলেও তার জবাব দেয়নি ভারত। উলটো জনগণের আন্দোলনের মুখে পালিয়ে যাওয়া স্বৈরশাসককে প্রশ্রয় দিচ্ছে ভারত। শেখ হাসিনাকে ফেরত না দিলে তা দুদেশের সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। বিশেষ করে শেখ হাসিনা ভারতে বসে নানাভাবে যে ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন, সেটা বন্ধ না হলে এটা করলে প্রতিবন্ধকতা বাড়বে বলে আমি মনে করি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন- বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে দুদেশেরই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে বাংলাদেশ শুধু ৪ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য করেছে, এবং বাকি ১৪ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য হয়েছে ভারত থেকে। বাংলাদেশে বিরাটসংখ্যক ভারতীয় কাজ করেন। বিদ্যুৎ খাতসহ নানা সেক্টরে ভারতীয় বিনিয়োগ রয়েছে। ভারতের পর্যটন শিল্পের সবচেয়ে বেশি আয় হয় বাংলাদেশিদের থেকে। এছাড়া ভারতের জন্য একটা বড় দুশ্চিন্তার ব্যাপার হলো, শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক এলাকা। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে একটা বিকল্প যোগাযোগব্যবস্থা চালু রাখাও ভারত জরুরি মনে করে।

আমি আমাদের জনগণের স্বার্থে এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছি। কেন তিনি অতীতের রাষ্ট্রপ্রধানদের মত দেশের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার পরিবর্তে কেবল শেখ হাসিনা আর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছেন। তিনিও ফ্যাসিজমের রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছেন? এমন প্রশ্ন নির্মাণের কারণ হলো ড. ইউনূসের মত বিশ্বব্যাপী আলোচিত নোবেল বিজয়ী শেখ হাসিনার মত করেই ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠছেন যে-সব কথা বলে, তা হলো- এ কমিশনগুলো ইতোমধ্যে তাদের সুপারিশ জমা দিয়েছে, যা বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করেছি। আমি নিজেই যার নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং এতে ছয়টি কমিশনের প্রধানরা রয়েছেন। এই কমিশনগুলো যে সুপারিশগুলো জমা দিয়েছে, তা পর্যালোচনা এবং গ্রহণ করার জন্য এ কমিশন গঠন করা হয়েছে। সরকারপ্রধান আরও জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি আরও চারটি কমিশন গঠন করেছে, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং নারী অধিকারসংক্রান্ত নীতিগত সুপারিশ দেওয়ার লক্ষ্যে। তিনি আরো বলেছেন, আমরা যখন বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করছি, তখন আমরা দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে অবিচলভাবে কাজ চালিয়ে যাব, তারা নারী হোক কিংবা জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হোক। একটা অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এবং কাজের কথা কি তিনি ভুলে গেছেন? কি চাইছেন তিনি? এমন অনেক প্রশ্ন করেছেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। তারা বলতে চান- নির্যাতন-নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তারা আইনের সংস্কৃতি চর্চার পথে এগিয়ে চলা লোভ- মোহহীন নিমগ্ন বাংলাদেশ। সেই সাথে তৈরি হওয়া অন্ধকার থেকে মুক্তি চায় আমজনতা। বাংলাদেশ-ভারত অতি নিকটতম প্রতিবেশী এবং উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা ইস্যু থাকার পরও শেখ হাসিনাকে ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত। তার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে গণহত্যার বিচার। এমন এক ব্যক্তিকে ভারতে আশ্রয় দিয়ে দুদেশে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠা কার্যত অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে দুদেশের পররাষ্ট্র নীতি এক ধরনের জটিল সমীকরণের দিকে এগোচ্ছে। যদিও ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনের সাইডলাইন বৈঠক হয়েছে ড. ইউনূস ও মোদির। বৈঠক হওয়ার পর প্রকাশ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের পথে যাচ্ছে বলে মনে করা হলেও বাস্তবে টানাপোড়ন থেকেই যাচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি দিলেও তার জবাব দেয়নি ভারত। উলটো জনগণের আন্দোলনের মুখে পালিয়ে যাওয়া স্বৈরশাসককে প্রশ্রয় দিচ্ছে ভারত। শেখ হাসিনাকে ফেরত না দিলে তা দুদেশের সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে

মার্কিন সাহায্য বন্ধে মারা যাচ্ছে দক্ষিণ সুদানের শিশুরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন সাহায্য বন্ধের পর জীবন রক্ষাকারী ক্লিনিকগুলোয় সেবা নিতে পৌঁছাতে না পারায় দক্ষিণ সুদানের শিশুরা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। গতকাল একটি আন্তর্জাতিক এনজিও সতর্ক করে একথা বলেছে। নাইরোবি থেকে এএফপি জানায়, ২০১১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে অত্যন্ত দরিদ্র দেশটি নিরাপত্তার সাথে লড়াই করছে। সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ফলে পাঁচ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো শান্তি চুক্তি হুমকির মুখে পড়েছে। দেশটিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় ৪০ হাজার কলেরা আক্রান্তের খবর জানা গেছে। ইউনিসেফ জানিয়েছে, এটিকে দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ প্রাদুর্ভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা 'সেভ দ্য চিলড্রেন' গতকাল জানিয়েছে, দক্ষিণ সুদানের কমপক্ষে পাঁচ তরুণের মৃত্যুর রেকর্ড করেছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় জোংলেই রাজ্যে জীবন রক্ষাকারী সেবা পেতে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটে যান। দাতব্য সংস্থাটি পূর্ব আকোবো কাউন্টির ২৭টি ক্লিনিককে সহায়তা করে, কিন্তু এটি জানিয়েছে, ইউএসএআইডি-এর কাটছাঁটের কারণে সাতটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাকি ২০টি আংশিক খোলা রয়েছে। এটি আরো জানায়, দেশব্যাপী প্রায় ৬শ'টি ক্লিনিকের প্রায় ২শ' কর্মী ছাঁটাই করতে হয়েছে। ইউএসএআইডি-এর বার্ষিক বাজেট যার প্রায় ৪৩ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মানবিক সাহায্যের প্রায় ৪০ শতাংশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই বাজেটের কাটছাঁট করায় বিশ্বজুড়ে এর ওপর প্রভাব পড়েছে। ২৪ বছর বয়সী পুরোনো কলেরা রোগী সারাহ বলেন, 'আমরা আগে খুশি ছিলাম। অনেক ডাক্তার ও পর্যাপ্ত ওষুধ ছিল। তাই আমরা খুব বেশি কষ্ট পাইনি। কিন্তু এখন আমরা কষ্ট পাচ্ছি।' স্বেচ্ছাসেবক স্বাস্থ্যকর্মী মাইকেল বলেছেন, সাহায্য কাটছাঁটের পর থেকে রোগীরা ওষুধের অভাবের সাথে লড়াই করছে। 'আমরা রোগীদের কষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের সাহায্য করতে পারছি না।' 'এখন একটি গুরুতর কলেরা প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা শুধুমাত্র রোগীদের খাবার স্যালাইন সরবরাহ করতে পারছেন।' এরআগে ইউনিসেফ জানায়, সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৭শ' জন কলেরায় মারা গেছে। যার অর্ধেকই ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু। ইউনিসেফ জানিয়েছে, দক্ষিণ সুদানের ১০টি রাজ্যের মধ্যে ৯টি রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় জোংলেই রাজ্য। দক্ষিণ সুদানের সেভ দ্য চিল্ড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস নিয়ামান্ডি এএফপি'কে বলেন, এই অঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তিনি জোংলেইয়ের আকোবোর পূর্বাঞ্চলে একটি ভ্রমণের বর্ণনা দেন, যেখানে উপচে পড়া তাঁবুতে পর্যাপ্ত জায়গা না রাখায় অসুস্থ শিশুদের বাইরে গাছের নীচে শুয়ে রাখা হয়। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, 'অন্যান্য দেশের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে বিশ্বব্যাপী নৈতিক ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া উচিত।' তিনি 'দক্ষিণ সুদানে মানবিক বিপর্যয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি এমন একটি দেশ যেখানে পাঁচজনের মধ্যে চারজনের বেঁচে থাকার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন।' নিয়ামান্ডি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উত্তেজনা আর না বাড়ার এবং যাতে করে চিকিৎসা ব্যবস্থা আর জটিল না হয় তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। দেশের কিছু অংশে সম্প্রতি নতুন করে সহিংসতা দেখা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট সালভা কি ও তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক মাচার উভয়ের মিত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

গাজায় তীব্র ইসরাইলি হামলার পরিণতির আশঙ্কায় জিম্মি পরিবারগুলো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: গাজায় জিম্মি থাকা এক ইসরাইলি সৈন্যের মা তার ছেলের ফিরে আসার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, তিনি আশঙ্কা করছেন ভূখণ্ডে ইসরাইলের নতুন করে বোমাবর্ষণ তার জীবনকে আরো ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে। হেরুত নিমরোদি এএফপিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমাদের সন্তানরা বিপদের মধ্যে রয়েছে।' ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে যখন তার ছেলে তামিরকে গাজায় জিম্মি করা হয়, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। তিনি বলেন, 'আমরা খুব বেশি কিছু জানি না, তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে গাজার ওপর সামরিক চাপ জিম্মিদের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে।' ইসরাইলের ওপর হামাসের নজিরবিহীন হামলার সময় আটক ২৫১ জন জিম্মির মধ্যে ৫৮ জন এখনো গাজায় বন্দি, ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছে ওই বন্দিদের মধ্যে ৩৪ জন মারা গেছে। ১৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত চলা যুদ্ধবিরতির ফলে ফেরত আসা ৩৩ জন ইসরাইলি জিম্মির মধ্যে আটজন কফিন বন্দী। ইসরাইলের হাতে আটক প্রায় ১,৮০০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে তারা ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে হামাসের সাথে কয়েক সপ্তাহের মতবিরোধের পর, ১৮ মার্চ ইসরাইল গাজা উপত্যকায় ভারী বোমাবর্ষণ করে বৃহৎ আকারের সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু করে। নিমরোদি জানান, তার ছেলে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বেসামরিক বিষয়গুলো তত্ত্বাবধানকারী ইসরাইলি সামরিক সংস্থা সিওজিএটি-এর একজন সৈনিক। তিনি তাকে 'সুখী, কৌতূহলী, পরোপকারী ও সৃজনশীল' বলে বর্ণনা করেন। ৭ অক্টোবর ভোর থেকে শুরু হওয়া হামাসের হাজার হাজার রকেট হামলা সম্পর্কে তামির তাকে একটি বার্তা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। তামিরকে ২০ মিনিট পরে আরো দুই সৈন্যের সাথে জিম্মি করা হয়। দুই মাস পরে গাজার অভ্যন্তরে ওই দুই সৈন্য নিহত হয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তার সরকার জোর দিয়ে বলছেন, জীবিত বা মৃত জিম্মিদের মুক্তি দিতে হামাসকে বাধ্য করার একমাত্র উপায় হলো সামরিক চাপ বৃদ্ধি।

থাই রাজপরিবারের অবমাননার অভিযোগে মার্কিন শিক্ষাবিদ আটক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: থাই কর্তৃপক্ষ এক বিশিষ্ট আমেরিকান শিক্ষাবিদকে থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রকে অবমাননার অভিযোগে আটক করেছে। পল চেম্বার্স নামে আটক ব্যক্তির আইনজীবী জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কঠোর লেসে-মাজেসতে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আইনজীবী ওয়ানাফাত জেনরুমজিৎ বলেন, পল চেম্বার্স থাইল্যান্ডে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বিচার-পূর্ব আটক অবস্থায় রয়েছেন এবং তার জামিন আবেদন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানান তার আইনজীবী। ওয়ানাফাত এএফপিকে বলেছেন, 'তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন'। থাই রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন এবং তার ঘনিষ্ঠ পরিবারকে লেসে-মাজেসতে আইন দ্বারা সমালোচনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। প্রতিটি অপরাধের জন্য ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। থাই সেনাবাহিনী এই বছরের শুরুতে উত্তর থাইল্যান্ডের নারেসুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক চেম্বার্সের বিরুদ্ধে অনলাইন আলোচনার সাথে সম্পর্কিত একটি নিবন্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। গত সপ্তাহে তাকে অভিযোগের কথা জানানো হয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জবাব জানাতে মঙ্গলবার উত্তর ফিটসানুলোক প্রদেশের একটি পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। ওয়ানাফাত বলেন, 'আমাদের সমস্ত বিবরণ পরীক্ষা করতে হবে, কিন্তু আসামী বলেছে যে সে তা করেনি এবং আমি বিশ্বাস করি আইন তাকে রক্ষা করবে'। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তারা গ্রেপ্তারের ঘটনায় 'উদ্বিগ্ন' এবং বলেছে যে তারা 'বিদেশে মার্কিন নাগরিকদের সহায়তা করার দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে নেয়।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, 'এই মামলাটি থাইল্যান্ডে লেস মাজেসতে আইনের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘদিনের উদ্বেগকে আরো জোরদার করে।

বিশ্ববাজারে ৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে জ্বালানি তেলের দাম

এফএনএস আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পাল্টিপাল্টি শুল্কারোপের জেরে ফের চরমে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যযুদ্ধ। ইতোমধ্যে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্ববাজারে । চাহিদা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হওয়ায় বিগত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে জ্বালানি তেলের দাম। গতকাল ব্যারেলপ্রতি ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২ দশমিক ৩৮ ডলার বা ৩ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমে ৬০ দশমিক ৪৪ ডলারে নেমে এসেছে। একইভাবে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দাম ২ দশমিক ৪৬ ডলার বা ৪ দশমিক ১৩ শতাংশ কমে ৫৭ দশমিক ১২ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, উভয় বেঞ্চমার্কের দামই কমে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর সর্বনিম্ন হয়েছে।

গাড়ি নির্মাতাদের জন্য ২ বিলিয়ন ডলারের জরুরি সহায়তা ঘোষণা দক্ষিণ কোরিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়া গতকাল তার গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি-কেন্দ্রিক গাড়ি নির্মাতাদের জন্য ২ বিলিয়ন ডলারের জরুরি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। দেশটি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ খাতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ একটি 'গুরুত্বপূর্ণ আঘাত' হতে পারে। সরকারের এক বিবৃতিতে এই সহায়তার ঘোষণা করে বলা হয়েছে, 'যেহেতু দক্ষিণ কোরিয়ার অটোমোবাইল

এবং অটো পার্টস যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ রপ্তানি পণ্য, তাই এই পণ্যের 'ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত আমাদের অটো শিল্পের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আঘাত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে'। গত সপ্তাহে, ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। যার মধ্যে সবচেয়ে কঠোর শুল্ক গতকাল থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসা পণ্যগুলোতে ২৫ শতাংশ কর আরোপ করা হবে বলে ট্রাম্প ঘোষণা দেন। ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া বিদেশে তৈরি গাড়ির ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছেন। যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, শিল্প পরামর্শের পর সিউল 'সবচেয়ে জরুরি চাহিদার ওপর কেন্দ্রীভূত শিল্প সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি সেট' চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার 'শিল্পের ক্ষতির মাত্রার ওপর নির্ভর করে নমনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।' কর্মকর্তাদের মতে, গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ কোরিয়ার মোট গাড়ি-সম্পর্কিত রপ্তানি ছিল ৪২ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পরিকল্পনার আওতায়, সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে গাড়ি শিল্পের জন্য স্বল্প-ব্যয়বহুল অর্থায়ন কর্মসূচি ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করবে। দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম গাড়ি প্রস্তুতকারক হুন্ডাই মোটর, প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্বে দেশীয় গাড়ি সংস্থাগুলোর জন্য ১ ট্রিলিয়ন নিজস্ব সহায়তা কর্মসূচিও প্রতিষ্ঠা করবে। সরকার আরো জানিয়েছে, শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত কোম্পানিগুলো নয় মাস পর্যন্ত কর স্থগিতের জন্য যোগ্য হবে। সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে 'মার্কিন শুল্কের কারণে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসের প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং দেশের উৎপাদন ভিত্তি বজায় রাখার জন্য দেশীয় বাজারের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে'। এতে বলা হয়েছে, 'এই লক্ষ্যে, সরকার এই বছরের প্রথমার্ধ থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত নির্মাতাদের ছাড়ের পরিমাণের সাথে যুক্ত একটি বৈদ্যুতিক যানবাহন ভর্তুকি ব্যবস্থা পরিচালনা করবে'। সরকারি সহযোগিতার অনুপাত বর্তমান ২০-৪০ শতাংশ থেকে ৩০-৮০ শতাংশে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে বলে জানায় সিউল সরকার। শুল্ক ঘোষণা বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারকে নাড়া দিয়েছে, বিনিয়োগকারীরা অনিশ্চিত যে এটি আলোচনার কৌশল নাকি স্থায়ী মার্কিন অবস্থান। ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বা এমনকি নির্মূল না করা পর্যন্ত পিছু হটবেন না।

বিনোদন

এবার মায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে দীপিকাকে

বিনোদন ডেস্ক : আসছে বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'কিং'। শাহরুখ খান অভিনীত রিভেঞ্জ থ্রিলার 'কিং'-এর ঘোষণার পর থেকেই যেন আগুন লেগেছে সিনে মহলে। একদিকে শাহরুখ খানের অনবদ্য প্রত্যাবর্তন, অন্যদিকে তার রাজকন্যা সুহানা খানের বড় পর্দায় অভিষেক–এ খবরেই ভক্তদের উত্তেজনা তুঙ্গে। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়, এ রাজকীয় সিনেমায় এবার আরও এক মহারানির আগমন হতে চলেছে। তিনি আর কেউ নন, বলিউড দীপিকা পাড়ুকোন। আসন্ন এ সিনেমায় দীপিকা থাকছেন এক বিশেষ চরিত্রে। সুহানার মায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে এই সুন্দরীকে। যদিও একে এক্সটেন্ডেড ক্যামিও বলা হচ্ছে, তবে সিনেবিশ্লেষকরা বলছেন, এ চরিত্রই হতে চলেছে সিনেমার কাহিনির টার্নিং পয়েন্ট! দীপিকা, শাহরুখ এবং পরিচালক আনন্দ এল রাই এই ত্রয়ীর রসায়ন দর্শকরা 'জাওয়ান' সিনেমায় দেখেছেন। আবারও সেই রসায়ন ফিরছে আরও গভীর, আরও জাঁকজমকভাবে। এদিকে 'কিং' চলচ্চিত্রটি শুধু পারিবারিক আবেগে ভরপুর নয়, বরং এটি হতে চলেছে এক চরম প্রতিশোধের থ্রিলার। সিনেমার প্রি-প্রোডাকশন এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী মাসেই মুম্বাইয়ে শুরু হবে এর শুটিং। শুধু শাহরুখ, সুহানা ও দীপিকাই নন, এ সিনেমায় থাকছেন অভিষেক বচ্চন ও অভয় ভার্মার মতো শক্তিশালী অভিনেতারাও। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে ভারতের প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলবে 'কিং', এমনটিই মনে করছেন সিনেবিশ্লেষকরা।

নববর্ষে মুক্তি পাচ্ছে মোশাররফ করিমের 'বিলডাকিনি'

বিনোদন ডেস্ক : দেশের প্রেক্ষাগৃহে চলছে মোশাররফ করিম অভিনীত সিনেমা 'চক্কর'। এরই মধ্যে জানা গেলো, বাংলা নববর্ষে মোশাররফ করিম অভিনীত আরেকটি সিনেমা 'বিলডাকিনি' মুক্তি পাচ্ছে। ছবিতে তার সঙ্গে রয়েছেন কলকাতার অভিনেত্রী পার্নো মিত্র। গতকাল বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করছেন সিনেমার নির্মাতা ফজলুল কবীর তুহিন। গত বছরের ১৭ জানুয়ারি সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছিল সিনেমাটি। এরপর বেশ কয়েকবার মুক্তির সিদ্ধান্ত নিলেও নানা জটিলতায় মুক্তি দেওয়া হয়নি। নির্মাতা ফজলুল কবীর তুহিন বলেন, 'দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে গত জানুয়ারিতে মুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলাম। আমাদের এখানে প্রতি ঈদের সময় হলে দর্শকের সমাগম দেখা যায়। বন্ধ থাকা হলগুলোও খোলা হয়। সেই রেশ থাকতেই বৈশাখ উপলক্ষে দর্শকের সামনে বিলডাকিনি নিয়ে আসতে চাই।' বিলডাকিনিতে মোশাররফ অভিনয় করেছেন মানিক মাঝি চরিত্রে। যিনি একজন বাউলের সন্তান। অন্যদিকে পার্নোর চরিত্রের নাম হানুফা। গ্রামীণ নারী হনুফার গল্পেই আবর্তিত হয় বিলডাকিনি চলচ্চিত্রের কাহিনি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত 'বিলডাকিনি' সিনেমার পরিচালক হিসেবে মনজুরুল ইসলামের নাম ছিল। পরে তার বদলে সিনেমাটি তুহিনকে পরিচালনার দায়িত্ব দেন প্রযোজক আবদুল মমিন। 'বিলডাকিনি'র অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহাজাহান সম্রাট, লুৎফর রহমান জর্জ, শিল্পী সরকার অপু, রশীদ হারুন, হাবিব মাসুদ, আইনুন নাহার পুতুল, ইউসুফ হাসান অর্ক, মাহবুবুর রহমান, তিথি, মেহেদী হাসান সোমেন প্রমুখ। কথাসাহিত্যিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের ব্যতিক্রমধর্মী কাহিনি অবলম্বনে এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

সামাজিকমাধ্যমে ক্ষোভ ঝাড়লেন স্বস্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : আরজি করকাণ্ডে প্রতিবাদে পথে নামতে দেখা গিয়েছিল টালিউড অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে। অনেক ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন অভিনেত্রী। এবার ছোটপর্দার অভিযুক্ত পরিচালকের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তিনি। রাগ বাড়ছে টালিপাড়ার। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন বাংলা বিনোদন দুনিয়ার খ্যাতনামা তারকারা। ঠাকুরপুকুরকাণ্ডে গাড়ি দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ছোটপর্দার পরিচালক ভিক্টো ওরফে সিদ্ধান্ত দাস। তার গাড়ি জখম করেছে ছয়জনকে। তাদের মধ্যে একজন মৃত্যু। খবর ছড়িয়ে পড়তেই অস্থিরতা বেড়েছে। গত সোমবার একটি গণমাধ্যমের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, রূপা ভট্টাচার্য, সাহেব ভট্টাচার্য, তৃণা সাহা। এবার সোচ্চার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। বরাবরের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব অভিনেত্রী। সামাজিকমাধ্যমে স্বস্তিকা লিখলেন–এমনিই নৈরাজ্য। তার মধ্যে মদ খেয়ে এই ভাবে এলোপাতাড়ি গাড়ি চালিয়ে লোককে মেরে ফেললেও যদি কোনো শাস্তি না হয় এবং রাতারাতি বেল পেয়ে যান, তারা যে যার বাড়ি চলে গিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে আর আইন বা ট্রাফিক আইনের কোনো দরকার নেই। যে যা ইচ্ছে তাই করবে, গাড়িচাপা দেবে, খুন করবে এবং রেপ করবে– তারপর কিছুই হবে না। আরজি করকাণ্ডের পরও একইভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। হতাশা, রাগ, যন্ত্রণা ও বিরক্তি ভিড় করেছে তার লেখার পরতে পরতে। তিনি শুরুই করেছেন এভাবে– এতদিন অভিনেত্রী জেনে এসেছেন মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধ। কাউকে পিষে দিলে তো কথাই নেই। দেশের, বিশেষ করে কলকাতার আইন এতটাই কড়া যে, প্রশাসন কাউকে রেহাই দেন না। কোনো প্রভাব খাটে না এ ধরনের অপরাধে। এমনকি গাড়িতে নারী থাকলে তিনিও ছাড় পান না। ঠাকুরপুকুরকাণ্ডে সেই ছবি বদলে যেতে তিনি বিস্মিত। জানতে চেয়ে স্বস্তিকা বলেছেন– তাহলে এত মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটার পর সবাই কী করে জামিন পেয়ে গেলেন? যে অভিনেত্রী বাজার থেকে পালালেন, তাকে নাকি ধরাই হয়নি।

বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন গোবিন্দার স্ত্রী

বিনোদন ডেস্ক : নিঃশব্দে দানা বেঁধেছিল জল্পনা– গোবিন্দা ও তার স্ত্রী সুনীতা আহুজার বৈবাহিক সম্পর্কে কি ফাটল ধরেছে? কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন চলছিল, এমনকি ডিভোর্সের গুঞ্জনও উঠেছিল বলিউডের অলিন্দে। এবার সেই আলোচনা নিয়ে মুখ খুললেন তাদের আইনজীবী ললিত বিন্দাল। তার বক্তব্য, সুনীতা কিছু মাস আগে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন ঠিকই, তবে তারপর থেকেই দু'জনের মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলেছে এবং বর্তমানে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক বলেই জানালেন তিনি। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলিং ও ডিভোর্স নিয়ে চলা জল্পনার কড়া জবাব দিয়েছেন সুনীতা নিজেই। এবিপি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোজাসাপটা জানিয়েছেন তিনি, নেতিবাচক কথাবার্তা তাকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। বরং যারা বারবার গুজব ছড়াচ্ছেন, তাদের উদ্দেশে অভিনেতার স্ত্রীর কটাক্ষ, "আমার মনে হয় ওরা কুকুর–মানুষ দেখলে যেমন ঘেউ ঘেউ করে, তেমনই।" তবে এখানেই থেমে থাকেননি সুনীতা। তার কথায়, "যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাদের মুখ থেকে কিছু শুনছেন না, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

প্রকাশ পেলো টম ক্রুজের 'মিশন ইম্পসিবল' মুভির ট্রেলার

বিনোদন ডেস্ক : মিশন ইম্পসিবল, হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজের আইকনিক সিনেমা। এখন পর্যন্ত এ ফ্র্যাঞ্চাইজির সাতটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। ভক্তরা অপেক্ষায় আছেন সিরিজের আট নাম্বার সিনেমা দেখার জন্য। এবার আসছে সেটিও। সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে 'মিশন ইম্পসিবল: দ্য ফাইনাল রিকনিং' নামে এ সিনেমার নতুন ট্রেলার। যেখানে টম ক্রুজ একটি ফাইটার জেট থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং পরবর্তী সময়ে তাকে একটি উলটেপড়া বিমান থেকে ঝুলতে দেখা যায়। জানা গেছে, আইএমএফ এজেন্ট ইথান হান্টের চরিত্রে টম ক্রুজের এটিই শেষ দেখা হতে পারে। কারণ আটটি সিনেমার পর 'মিশন: ইম্পসিবল' সিরিজের একটি নাটকীয় সমাপ্তি তুলে ধরার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন অভিনেতা। 'দ্য ফাইনাল রেকনিং'-এ ভক্তরা যে ধরনের শ্বাসরুদ্ধকর অ্যাকশন আশা করেছেন, টম ক্রুজ সেটা ইতোমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

হৃতিকের বিরুদ্ধে কঙ্গনার অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : পুরোনো প্রেম সব সময় মধুর হয় না। কখনও কখনও রয়ে যায় তিক্ততা। হৃতিক রোশন ও কঙ্গনা রানাওয়াতের সম্পর্ক ঠিক তেমনই–যেখানে ভালোবাসার থেকে বেশি জায়গা করে নিয়েছে অভিযোগ, তিক্ততা ও বিবাদ। ২০১৪ সালে স্ত্রী সুজান খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে হৃতিকের জীবনে এসেছিলেন কঙ্গনা। শোনা যায়, প্যারিসে

হৃতিক তাকে প্রেমের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তবে সবকিছু চলছিল গোপনে। 'কৃষ ৩' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করে তারা সুপারহিট হন। কিন্তু ছবির সাফল্য ম্লান হতেই সম্পর্কেও আসে ফাটল। তারপর শুরু হয় বিতর্ক। কঙ্গনা অভিযোগ করেন, হৃতিক নাকি তাকে ভুল প্রেমের ফাঁদে ফেলে মনের খেলা খেলেছেন। এরপর তো ইমেইল কাণ্ড! কঙ্গনার দাবি–হৃতিক তাকে আপত্তিকর ছবি পাঠাতেন ও এমন ছবি চাইতেন। হৃতিক অবশ্য এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আইনি পদক্ষেপ নেন। ২০১৫ সালে কঙ্গনা রানাওয়াত এবং হৃতিক রোশনের মধ্যে ইমেইল বিতর্ক বলিউডে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল। প্রথমে এই বিতর্ক অনেকটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আইনি লড়াইয়ে রূপ নেয়। কঙ্গনা প্রকাশ্যে দাবি করেন, হৃতিক নাকি তাকে প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারিত করেছিলেন। এমনকি অভিনেত্রী জানান, অভিনেতার তার কাছে ইমেইলের মাধ্যমে আপত্তিকর ছবি পাঠাতেন এবং একই ধরনের ছবি চেয়েছিলেন তার কাছ থেকেও। এই অভিযোগ অস্বীকার করে হৃতিক রোশান আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন। তার তরফে আইনজীবীরা কঙ্গনার দাবিকে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা বলে দাবি করেন। সেই সময় তাদের মধ্যে একের পর এক নোটিশ, পালটা নোটিশ ঘুরতে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই ঘটনাকে ঘিরে মিডিয়ায় তৈরি হয় প্রবল চর্চা। তবে হৃতিক আইনি সাহায্য নেওয়ার পর কঙ্গনা কিছুটা চাপে পড়লেও, তার ঠোঁটকাটা স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং সময় যত গড়িয়েছে, কঙ্গনা তত বেশি করে নিজের অবস্থানকে জোরালো করেছেন।

মা আমাকে বিয়ে না করারই পরামর্শ দিয়েছেন-বিবৃতি

বিনোদন ডেস্ক : স্কুলজীবনের একটা বড় সময় মাকে ছাড়াই কেটেছে। তাই এখন আরও বেশি করে মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন অভিনেত্রী বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার মায়ের জন্মদিনে আবেগপ্রবণ অভিনেত্রী। মা চিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে দু'জনের একসঙ্গে তোলা একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগা মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর কথায় মা-মেয়ের সম্পর্ক অনেকটা 'টম অ্যান্ড জেরি'র মতো।

মায়ের জন্মদিনে পেশাগত কাজও রয়েছে বিবৃতির। কিন্তু তার মাঝেই চলছে উদ্যাপন। 'ভটভটি' খ্যাত অভিনেত্রী বললেন, ''রাত্রে কেক কাটায় মায়ের আপত্তি ছিল। তাই আজ সকালে মাসি এবং মেসোমশাইয়ের উপস্থিতিতে আমরা কেক কেটে একসঙ্গে প্রাতরাশ সেরেছি।'' বিকেলের দিকে মায়ের বন্ধুর বাড়িতে যাবেন বিবৃতি। সেখানে খাওয়াদাওয়া এবং ঘরোয়া উদ্যাপনের আয়োজন থাকবে। কর্মসূত্রে চিত্রাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। কিন্তু রাজস্থানের স্কুলে পড়াকালীন ৫ বছর মায়ের সঙ্গ পেয়েছিলেন বিবৃতি। কারণ সেই স্কুলেই তখন চাকরি করতেন চিত্রা। অল্প বয়সে মায়ের সান্নিধ্য পাননি বলে মনের মধ্যে কোনও দুঃখ পুষে রাখেননি বিবৃতি। বরং এখন আরও বেশি করে মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে চেষ্টা করেন। ২০১২ সালে বাবাকে হারিয়েছেন বিবৃতি। জীবনের চলার পথে মনোবল থেকে শুরু করে ইচ্ছাশক্তি এবং স্বাধীন জীবনযাপনের আদর্শ তিনি মাকে দেখেই রপ্ত করেছেন বলে জানালেন বিবৃতি। অভিনেত্রীর কথায়, ''এখনও পর্যন্ত ক্যারিয়ারে যেভাবে এগিয়েছি, সেখানে মায়ের নীরব সমর্থন পেয়েছি। মা এবং আমার পরিবার কিন্তু আমাকে প্রত্যেক মুহূর্তে সমর্থন করে।'' এই মুহূর্তে নিজের ক্যারিয়ারেই মনোযোগ দিতে চাইছেন বিবৃতি। ছোট থেকে দীর্ঘ সময় অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়াই সময় কেটেছেতাঁর। তাই একা থাকতে কোনও সমস্যা হয় না বিবৃতির। মহামারির পর চিত্রা কলকাতায় ফিরে আসেন। এখন দু'জনে একসঙ্গে থাকেন। বিবৃতির কথায়, ''তথাকথিত মা-মেয়ের বদলে আমাদের সম্পর্কটা অনেকটাই বন্ধুর মতো।'' কিন্তু প্রেম বা বিয়ে নিয়ে মায়ের তরফে কোনও চাপ কি আসে? বিবৃতি হেসে বললেন, ''মা আমাকে বলেই দিয়েছেন সম্পর্কে না জড়াতে। আর কোনও দিন বিয়ে না করারই পরামর্শ দিয়েছেন।'' কিন্তু ভবিষ্যৎ কেউই জানে না। তাই আগামী দিনে যদি সম্পর্কে জড়ান? বিবৃতির উত্তর, ''এই মুহূর্তে কাজে মন দিতে চাই। কোনও রকম সম্পর্কে জড়াতে চাই না।'' বিবৃতি অভিনীত 'দেবী চৌধুরাণী' ছবিটি মুক্তি পাবে আগস্ট মাসে। এ ছাড়াও রাজ চক্রবর্তীর হিন্দি ওয়েব সিরিজে 'পরিণীতা'তে তাকে দেখবেন দর্শক।

নিজের জমিতে চাষ করা টমেটোগাছে ঝুলে আছে কাঁচা-পাকা টমেটো। সেখান থেকে টমেটো তুলে নিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি। গুজাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।

পীরগঞ্জের বালু চরে ভুট্টা কাটা মাড়াইয়ে ব্যাস্ত চাষিরা

পীরগঞ্জ, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার ১৫ ইউনিয়নে চলতি মওসুমে ভুট্টার বাম্পার আবাদ হয়েছে। ফলনও হয়েছে বেশ ভাল। চাষিরা নতুন ভুট্টা আহরন ও মাড়াইয়ে তাই ব্যাস্ত সময় পার করছেন। ধান-ভুট্টা ও সবজির জন্য খ্যাত এই উপজেলার করতোয়া নদীর দু'ধারের বালু চর। ওইসব এলাকায় দিগন্ত বিস্তৃত শুধু ভুট্টা আর ভুট্টার ক্ষেত। চলতি মৌসুমেও লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অধিক পরিমাণ জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। ফলনও হয়েছে ভালো হয়েছে। অনুকূলে আবহাওয়া ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় স্বল্প খরচে যথাসময়ে কৃষকরা এবার ভুট্টা মাড়াই শুরু করেছেন। খরচ কম হওয়ায় এ বছর ভুট্টার চাষে কৃষকরা বেশি ঝুঁকে পড়ছেন। মৌসুমের শুরুতেই নতুন ভুট্টার ক্রেতা কম দামও কম বলে কৃষকরা আক্ষেপ করে বলছেন। ভালো ফলনের আশায় উপজেলার কৃষকরা রাতদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী চলতি মওসুমে ৮ হাজার ২ শত হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। একটি পৌরসভা এবং ১৫ টি ইউনিয়নে ৮'শ ৭০ জন কৃষককে বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রণোদনা হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলার করতোয়া নদীর চরাঞ্চলের অনেক চাষি বলছেন, অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভ ও আবাদ পদ্ধতি সহজ হওয়ার কারণে কৃষকেরা ভুট্টা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। চতরা ইউনিয়নের পার কুমারপুর গ্রামের ভুট্টা চাষি আব্দুল মমিন, সুজা মিয়া বলেন, গমের মতো ফসলের তুলনায় ভুট্টা চাষে লাভ বেশি হয়, এতে পরিশ্রমও কম। চরে ভুট্টার ফলন বেশি হয় এবং মাড়াই প্রক্রিয়াও অনেক সহজ। এ ছাড়াও একই জমিতে সাথি ফসলও চাষ করা যায়। মূলত এসব সুবিধার কারণেই কৃষকরা ভুট্টা চাষে এখন বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। একই এলাকার অপর চাষি আজাহার আলী জানান, শীত মৌসুমের শুরুতে এবং বালু চর থেকে পানি নেমে যাবার সাথে সাথেই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভুট্টার বীজ রোপণ করা হয় আলুর জমিতে। মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে ভুট্টা ঘরে ওঠে। চর এলাকায় এখন রবি মৌসুমে বেশির ভাগ জমিতেই এখন ভুট্টার চাষ হচ্ছে। উপজেলার বাটিকামারী গ্রামের চাষি মোনাজ্জল হোসেন জানান, কিছুদিন আগে সব ধরনের ফসলের চাষাবাদ করা হতো। চর এককায় বালু মাটিতে অতিরিক্ত সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়। আগাছা পরিস্কার করতে শ্রমিক খরচও বেশি হয়। এসব খরচ তুলামানক কম হওয়ায় এলাকার চাষিরা ভুট্টা চাষে ঝুঁকছে।

ত্রিশালে যাত্রীবাহী বাস থেকে ভারতীয় মদ উদ্ধার, আটক ৩

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : নেত্রকোণার কলমাকান্দা থেকে মা মনি এন্টারপ্রাইজ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস যাচ্ছিল ঢাকা। যাহার বাস নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব ১৩-১০৬৬। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাসটিতে অভিযান পরিচালনা করে ত্রিশাল থানা পুলিশ। এসময় বাস থেকে তেষট্টি বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। এক প্রেস বিফিং-এ বিষয়টি নিশ্চিত করে ত্রিশাল থানার অফিসার ইনচার্জ মনসুর আহমেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ত্রিশাল উপজেলার বগার বাজার এলাকায় অবস্থিত নিগার জামান ফিলিং ষ্টেশন সামনে অবস্থান করা পুলিশ চেকপোষ্টে তল্লাশী পরিচালনা করা হয় নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দার লেঙ্গুরা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে। বাসটিতে তল্লাসী চালানোর সময় বাস চালক, সুপারভাইজার ও হেলপারদের দেয়া তথ্যমতে বাসের পিছনের দিকে নিচে অতিরিক্ত চাকা রাখার জায়গায় সুকৌশলে ৩টি ছোট পাটের বস্তার ভিতরে থাকা তেষট্টি বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। বাস চালক, হেলপার ও সুপারভাইজার বাহির করে নিয়ে আসে। এসময় তিনজনকে আকট করে ত্রিশাল থানা পুলিশ। আটককৃতরা হল, নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার রামন নগর কুমুদগঞ্জ এলাকার কাঞ্চন মিয়া (২৭), একই উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের ইয়াসিন আরাফাত (২২) ও শান্তিপুর এলাকার রিফাত মিয়া বাবু (২৪)। আটককৃতদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছেন ত্রিশাল থানার অফিসার ইনচার্জ মনসুর আহমেদ। বাস, উদ্ধারকৃত ভারতীয় মদের ৬৩টি বোতল, চালক, সুপারভাইজার ও হেলপারদের থানায় নামে এজাহার দায়ের করা হলে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫- বি(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে থানা সূত্র জানায়।

কুলিয়াচরে উছমানপুর ইউনিয়ন পরিষদে গ্রামীন অবকাঠামো রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ৪ নং উছমানপুর ইউনিয়ন পরিষদটি বিশ হাজার লোকের বসবাস। সেই ইউনিয়ন পরিষদের ১১ হাজার লোক ভোটাধিকার প্রায়োগ করে থাকেন সেই ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ লিটন মিয়া ২৫ নভেম্ভর নতুন ভাবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তিনি এই ইউনিয়নের গ্রামীন অবকাঠামো রাস্তা ঘাট উন্নয়ন করে যাচ্ছেন বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, ১নং ওয়ার্ডের লিটন মেম্বারের বাড়ী হতে সলিং রাস্তা উন্নয়ন কাজ ১ লক্ষ পনের হাজার টাকা, ৩ নং ওয়ার্ডে কাবিটা, ৫নং ওয়ার্ডে টি আর কাজ, ৬ নং ওয়ার্ডে কাবিটা, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে টি আর এর রাস্তা উন্নয়ন, ৯ নং ওয়ার্ডে কাবিটা খালপাড় যাওয়ার রাস্তা, চৌহিদ্দি গ্রামের ভিতরে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন কাজ করছেন।

স্কুলল খোলার আগেই স্কুলে এসে হাজির এই তিন শিশুশিক্ষার্থী। এ কারণে স্কুলের পাশে বসে পাঠ্যবই খুলে পড়ায় মন দিয়েছে তিন সহপাঠী। পানবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে, রংপুর।

ভোগাই নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে ৪৮ ড্রেজার ধ্বংস

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার ভোগাই নদীতে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে নদীর দুই পাড় ভেঙে গভীর গর্ত করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে ৪৮টি মিনি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস, ১টি ট্রাক, ১টি ভেকু জব্দ, বালু উত্তোলনের ১১টি বাঁশের মাচা, অসংখ্য পাইপ ও অবৈধ সরঞ্জাম রাখার ২টি অস্থায়ী ঘর ভেংগে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসাথে এক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিনব্যাপী উপজেলার হাতীপাগাড়-ভাংগা এলাকায় ভোগাই নদীতে ওই ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার ববি এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আনিসুর রহমান যৌথভাবে ওই অভিযান পরিচালনা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার ববি বলেন, বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন ২০২৩ অনুসারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, জনস্বার্থে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইগাতীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধান বীজ ও সার বিতরণ

শেরপুর প্রতিনিধি : 'কৃষিই সমৃদ্ধি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে ৩৬৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধান বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয় আয়োজিত এ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম রাসেল। ২০২৪/২৫ অর্থ বছরের খরিপ-১ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক কৃষককে বিনামূল্যে পাঁচ কেজি আউশ ধান বীজ, দশ কেজি ডিএপি ও দশ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়। বিনামূল্যে ধানের বীজ ও সার পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফরহাদ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. জাহিদ হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ওয়াহিদুজ্জামান নূর, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মাসুদ পারভেজ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

চট্টগ্রামে ধর্ষণচেষ্টা ঠেকাতে গিয়ে প্রাণ গেল কিশোরীর

চট্টগ্রাম প্রতিনধি : এবার চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার গাছবাড়িয়ায় নান-াবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে যুবক কর্তৃক ধর্ষণচেষ্টার শিকার হন এক ২০ বছরের কিশোরী। ওই নারকীয় ঘটনায় কিশোরীর বৃদ্ধ নানা-নানিও যুবকটির হামলার শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। চন্দনাইশ থানার এএসআই আমিন উল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, বসত ঘরে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় আত্মীয় পরিচয়ের নাজিম নামে এক যুবক। এ সময় বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে কিশোরীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সে। পরে তার মরদেহ টয়লেটে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি দেখে ফেলায় কিশোরীর বৃদ্ধ নানা ও নানিকেও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে অভিযুক্ত নাজিম। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছিল কিনা, তা নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নাজিম পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে বলে জানায় সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ। এদিকে এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বগুড়ায় ছিনতাইকারীদের হামলায় শিকার দুই পুলিশ সদস্য

বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ায় ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন নারুলী পুলিশ ফাঁড়ির দুই পুলিশ সদস্য। আহত দুই পুলিশ সদস্য হলেন এটিএসআই ফিরোজ ও কনস্টেবল মাহবুব। ধাওয়াপাড়া এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত দুই পুলিশ সদস্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারুলি পুলিশ ফাঁড়ীর ইনচার্জ ইন্সপেক্টর নাজমুল হক। পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, সারিয়াকান্দি থেকে বালুভর্তি একটি ট্রাক বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। পথে ফুলবাড়ী ফাঁড়ি এলাকায় দ্বিতীয় বাইপাস সড়কে একদল দুর্বৃত্ত ট্রাকটি থামিয়ে চালককে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে চালককে দিয়ে ট্রাকটি নারুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আবার ধাওয়াপাড়ায় একটি মাঠে এনে বালু আনলোড করে ট্রাকটি খালি অবস্থায় একটি ছ'মিলের পাশে রেখে দেয়। এরপর চালককে একটি বাড়িতে আটকে রেখে তার মালিকের কাছে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। খবর পেয়ে রাতেই ফাঁড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়ে চালক ও ট্রাকটি উদ্ধার করে। এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাচীরের অপর পাশ থেকে দুর্বৃত্তরা ইটপাটকেল ছুড়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। এতে আহত হন এটিএসআই ফিরোজ ও কনস্টেবল মাহবুব। পরবর্তীতে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। এই বিষয়ে জেলা পুলিশের মিডিয়া ও মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন রঞ্জন সরকার জানান, পুলিশ সদস্যদের উপর হামলা এটা একটি অতর্কিত হামলা। হামলাকারীদের সনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য জেলা পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

নাগেশ্বরীতে হুইল চেয়ার পেলো প্রতিবন্ধী মর্জিনা বেগম

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : সংবাদ প্রচারের পর হুইল চেয়ার পেলেন পা হারানো প্রতিবন্ধী মর্জিনা বেগম। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মর্জিনা বেগমের নিকট হুইল চেয়ার প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিব্বির আহমেদ। তিনি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের রুইয়ারপাড় এলাকার বটতলা এলাকার বাসিন্দা হতদরিদ্র দুলাল মিয়া দুলুর স্ত্রী। মর্জিনা বেগম জানায়, তিনি এক পা হারিয়ে ক্রাচে ভর করে বহু কষ্টে চলাফেরা করেন। প্রায় ৫ বছর আগে রিকশায় চরে যাতায়াতের সময় মাইক্রো বাসের ধাক্কায় বা পা ভেঙ্গে যায় তার। প্রায় দুই মাস ধরে চিকিৎসা করলেও কোনো উন্নতি না হয়ে উল্টো ইনফেকশন হয় তার পায়ে। নিরুপায় হয়ে হাঁটুর উপরে কেটে ফেলতে হয় বাঁ পা। এ অবস্থায় পঙ্গুত্ব নিয়ে এক পা স্ক্রাচে ভর করেই অনেক কষ্টে সংসারের যাবতীয় কাজ করেন তিনি। এদিক-সেদিক যাওয়া আসা কিংবা অন্যান্য জরুরি কাজ সারেন অন্যের সহযোগিতায়। অভাবের তারণায় একটি হুইল চেয়ার কেনার সামর্থ্যও নেই তার পরিবারের। বিষয়টি এক সংবাদকর্মী হাফিজুর রহমান হৃদয়ের নজরে আসলে তার মাধ্যমে দৈনিক ভোরের দর্পণ, প্রতিদিনের সংবাদ, অনলাইন নিউজ পোর্টাল নয়া খবরসহ বেশকিছু সংবাদ মাধ্যমে হুইল চেয়ারের আবেদন শিরোনামে একটি সংবাদ প্রচার হয় এবং প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিক তার নিজস্ব ফেসবুকেও পোস্ট করেন। পরে বিষয়টি উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জামাল হোসেনের নজরে আসলে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানালে তিনি গতকাল বুধবার মর্জিনা বেগমের নিকট একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন। এ সময় নেওয়াশী ইউনিয়নের সুখাতি বোর্ডঘর এলাকার হাসিনুর রহমান নামের আরও একজন শারিরীক প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিব্বির আহমেদ। বিতরণকালে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামাল হোসেন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ময়দান আলী, থানার অফিসার ইনচার্জ রেজাউল করিম রেজা, সংবাদকর্মী হাফিজুর রহমান হৃদয়, আবু বকর সিদ্দিক, জেলাল আহমেদ রানা প্রমুখ।

ভাঙ্গুড়ায় ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে এক ব্যক্তির আত্মহত্যা

ভাঙ্গুড়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ট্রোনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে বেলাল হোসেন ব্যাপারি (৫০) নামের এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলপথের উপজেলার বড়ালব্রিজ রেল স্টেশনের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার অষ্টমণিষা ইউনিয়নের শাহনগর গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদ ব্যাপারির ছেলে। তার স্ত্রী ও দুটি ছেলে-মেয়ে রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বড়ালব্রিজ স্টেশনে বিরতি নেওয়ার পর দুপুর ২টা ৩০মিনিটের দিকে ছেড়ে যাচ্ছিল। এসময় স্টেশনের পূর্ব পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেলাল। হঠাৎ সে ট্রেনের পিছন বগির নিচে ঝাঁপ দেন। এতে তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। নিহতের প্রতিবেশি হাফেজ মোহাম্মদ আলী জানান, বেলাল একজন দিনমুজুর।

সাপাহারে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর সাপাহার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে উফশী আউশ ধান ও তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলার ১২শ জনকে উফশী ধানের বীজ এবং ২০ জনকে তিল বীজ প্রদান করা হয়। ১ বিঘা আউশ ফসলের জন্য ১ জন কৃষককে ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি এবং তিল ফসলের জন্য ১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি এবং ৫ কেজি এমওপি প্রদান করা হয়।

শ্রীমঙ্গলে করলা চাষে বিপ্লব: ১১ কোটি টাকার করলা উৎপাদনের সম্ভাবনা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গল উপজেলার আশিদ্রোণ ইউনিয়নের একটি গ্রাম পারের টং। ইতোমধ্যেই এই গ্রামটি বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। চলতি মৌসুমে করলা উৎপাদন করে উপজেলায় সারা ফেলেছে। এই মৌসুমে ১১ কোটি টাকার করলা উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উজ্জল সূত্রধর জানান, চলতি মৌসুমে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় করলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২ হাজার ৭৫০ মেট্রিকটন। এর মধ্যে শুধু পারের টং গ্রামেই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার ২৫৫ মেট্রিক টন। সমগ্র উপজেলায় ২৫০ হেক্টর জমিতে করলার চাষ করা হয়েছে। তার মধ্যে শুধু পারের টং গ্রামেই ২০৫ হেক্টরে করলার চাষ হয়েছে। যা থেকে ১১ কোটি টাকার করলা উৎপাদন হবে বলে স্থানীয় কৃষি অফিস আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। এর মধ্যে শুধু পারের টং গ্রামেই উৎপাদন হবে ৯ কোটি টাকার করলা। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উজ্জল সূত্রধর এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, এবার পারের টং গ্রামে করলার বাম্পার উৎপাদন হয়েছে। জমির পরিমাণও বেড়েছে। বলা যায় এই গ্রামে করলা চাষে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মাসুকুর রহমান জানান, আজ থেকে কয়েক বছর আগে কৃষি অফিসের পরামর্শে গ্রামের কৃষকরা শুরু করেন করলা চাষ। করলা চাষ করে পারের টং গ্রামের কৃষকরা আশাতীত সফলতা পান। করলা চাষিরা জানান,গত কয়েক বছরের মতো এবারও গ্রামটিতে করলার বাম্পার ফলন হয়েছে। বাজারে দামও মিলছে বেশি। বাম্পার ফলন ও দাম ভালো পাওয়ায় পারের টং গ্রামের কৃষকদের মুখে এখন হাসির ঝিলিক। বেশিরভাগ কৃষকই এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। করলা চাষ সফল হওয়ায় পারের টং গ্রাম এখন করলা গ্রাম হিসেবে উপজেলায় পরিচিত হয়ে উঠেছে।

গরুকে মেঠো পথের ঘাস খাওয়াচ্ছেন এই ব্যক্তি। চালিতাবাড়ী, বগুড়া।

ইন্টারনেট ও বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত ছবিটি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের ছবি নয়

কক্সবাজার প্রতিনিধি : দেশের সর্বদক্ষিণের সাগরপাড়ের জেলা কক্সবাজার, যার নামাকরণ হয় বৃটিশ অফিসার ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের নামে। ইতিহাস বলছে, আরাকান থেকে নিপীড়নের মুখে মুসলিম শরণার্থীরা এই অঞ্চলে চলে আসলে রাখাইন জনগোষ্ঠির সাথে একের পর এক সংঘাত দেখা দেয়, যা নিয়ন্ত্রণ এবং শরণার্থী ব্যবস্থাপনার জন্য তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে মহাপরিচালক নিযুক্ত করেছিলেন এই অঞ্চলে। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের নামানুসারেই প্রথমে এখানে গড়ে উঠে কক্স সাহেবের বাজার। যেখান থেকে পরবর্তীতে এই জেলার নামাকরণ করা হয় কক্সবাজার। যে মানুষটি এই অঞ্চলের নামকরণের ইতিহাসের সাথে জড়িত তাকে ঘিরে কৌতুহলেরও শেষ নেই। তাই সরকারি দপ্তরে সংরক্ষিত এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ক্যাপ্টেন কক্সের ছবি দেখতে চায়না এমন মানুষ খুব কম খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তা যদি হয় বছরের পর বছর ধরে ভুল ছবির সাথে পরিচয় তাহলে বিষয়টি অবাক করার মতো। ইতিহাসের বিভিন্ন দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রামুর চৌমুহনী থেকে দুই কিলোমিটার দূরত্বে একটি বাংলা তৈরী করেছিলেন ক্যাপ্টেন কক্স। সেই বাংলো কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে রামুতে। এই ইতিহাসের সংস্পর্শ পেতে শুধু কক্সবাজার নয় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসে ভ্রমণপিপাসু এবং ইতিহাস সন্ধানীরা। ক্যাপ্টেন কক্সের বাংলোতে যারা আসেন তাদের স্বাগত জানাতে বাংলোর সামনের গেইটে স্থাপন করা হয়েছে ক্যাপ্টেন কক্সের একটি ছবি। এছাড়াও ছবি সম্বলিত ক্যাপ্টেন কক্সের ইতিহাস লিখে রাখা হয়েছে বাংলোর ভেতরেও। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর এসে হঠাৎ দাবী করা হচ্ছে বাংলোর গেইট, সরকারের দপ্তর এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি কক্সবাজারের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেন কক্সের ছবি নয়। এটি মার্কিন একজন ব্যবসায়ীর ছবি, যার সাথে ক্যাপ্টেন কক্সের দূরতম সম্পর্কও নেই। সম্প্রতি রামুর ইতিহাস নামে একটি বইয়ে লেখক অ্যাডভোকেট শিরুপন বড়ুয়া দাবী করেছেন, একটি ভুল ছবির সাথে ক্যাপ্টেন কক্সের পরিচয় করানো হয়েছে বছরের পর বছর। যার ফলে ইতিহাসও এগিয়েছে বিকৃত হয়ে। ছবিটি যে ক্যাপ্টেন কক্সের নয়, তারপক্ষে লেখক বেশ তথ্য প্রমাণও তুলে ধরেছেন বইটিতে। লেখকের সূত্র ধরে আমরাও আন্তর্জাতিক বেশকিছু ওয়েবসাইটে ঘুরাঘুরি করি। সর্বশেষ পিপলস সার্চ ওয়েব সাইটে অনুসন্ধান করেও ক্যাপ্টেন কক্সের কোন ছবি পাওয়া যায়নি। তবে যে ছবিটি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের ছবি হিসেবে সামনে এসেছে এবং ইতিহাসে রক্ষিত হয়েছে সেই ছবির সাথে আমেরিকান নাগরিক বেঞ্জামিন হিরাম কক্সের ছবির সাথে প্রায় মিল রয়েছে। শিক্ষাবিদ ও সচেতন মহল বলছে, লেখক শিরুপন বড়ুয়ার দাবীতে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত রয়েছে। তাই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সরকারের উচিত যথাযথ তথ্যানুসন্ধান করে ক্যাপ্টেন কক্সের প্রকৃত ছবি সামনে নিয়ে আসা, যাতে করে নতুন প্রজন্ম অন্তত ইতিহাসের ভুল ছবির সাথে পরিচয় হয়ে বেড়ে না উঠে। রামু উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাশেদুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি গুরত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন তারা যাতে করে প্রকৃত ইতিহাস বের হয়ে আসে। ইতিহাসের তথ্যমতে, এই অঞ্চলে মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের লন্ডনে জন্ম হয়েছিলো ১৭৬০ সালে আর দায়িত্বপালন কালে অসুস্থ হয়ে রামুতেই তার মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯৯ সালে। অন্যদিকে যে ছবিটি ক্যাপ্টেন কক্সের ছবি হিসেবে তকমা পেয়েছে সেই বেঞ্জামিন হিরাম কক্সের আমেরিকায় জন্ম হয়েছিলো ১৮৫১ সালে আর মৃত্যু হয়েছিলো ১৯০৯ সালে। তাহলে প্রশ্ন হলো কক্সবাজার যার নামে গড়ে উঠেছে সেই ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের ছবি কোথায়?

কিশোরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ীর মৃত্যু

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনধি : কিশোরগঞ্জে হোসেনপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. ফজলুর রহমান নামের এক ফার্মেসী ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে সদর উপজেলার খিলপাড়া এলাকায় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

সে হোসেনপুর উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের পিতলগঞ্জ এলাকার মো. আমির উদ্দিনের ছেলে। পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, এদিন রাতে হোসেনপুর বাজার থেকে কিশোরগঞ্জস্থ বাসায় যাওয়ার পথে খিলপাড়া নামক স্থানে একটি কুকুরের সাথে তার মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে সে ছিটকে গিয়ে পাশের একটি ট্রাকের সাথে ধাক্কা খায়।

বেনাপোল সীমান্তে সাড়ে ৭ লাখ টাকার ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : বেনাপোলের বিভিন্ন সীমানে– অভিযান চালিয়ে সাত লাখ ৬১ হাজার টাকার বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল বুধবার সকালে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: কর্ণেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বেনাপোল আইসিপি, বেনাপোল বিওপি এবং আমড়াখালী চেকপোস্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারতীয় শাড়ী, কম্বল, চাদর, কিসমিস, মাছ ধরার পোলাও, ওষুধ, পান মসলা, জিলেট গার্ড বে-ড, কসমেটিক্স সামগ্রী ও বিভিন্ন প্রকার চকলেট জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত পণ্যের মূল্য সাত লাখ ৬১ হাজার টাকা। এসব পণ্য বেনাপোল কাস্টমসের গোডাউনে জমা দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, চোরাকারবারীরা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে এসব চোরাই পণ্য ভারত থেকে বিভিন্ন সীমান– পথে বাংলাদেশে আনছে। এতে করে সরকার যেমন রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চোরাকারবারীদের আটকের ক্ষেত্রে সীমান্তে বিজিবির টহল তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিজিবির এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বাঘায় পুলিশের সহকারি উপ-পরিদর্শকের বাড়িতে চুরি

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় পুলিশের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আশরাফুল আসেকিন রিপনের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের দিঘা আঠালিয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আশরাফুল আসেকিন রিপন মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে। তিনি সারদহ পুলিশ একাডেমীতে সহকারি উপ-পরিদর্শক হিসেবে (এএসআই) হিসেবে কর্মরত আছেন। তার স্ত্রী ফেরদৌসী বেগম স্থানীয় দিঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তার বাড়ি থেকে হাতের দুটি স্বর্ণের বালা, একটি চেইনের নকেট ও এক জোড়া রুপার তোড়া, এবং নগদ টাকা চুরি হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আশরাফুল আসেকিন রিপনের ভাই হোসেন আল ইমাম স্বপন বলেন, ছেলে-মেয়ের লেখাপাড়ার সুবাদে রাজশাহী শহরে থাকেন।

পথের ধারে ফুটে আছে বাহারি বুনোফুল। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

রিয়ালের সাথে জয় পেলো আর্সেনাল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যাচের আগে ভাবা হয়েছিল, সাদামাটা আর্সেনালের বিপক্ষে শক্তিশালী রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু মাঠে বাস্তবতার প্রতিফলনে দেখা গেলো সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করলো আর্সেনাল। স্বাগতিকদের ১৭ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেলো কার্লো আনচেলত্তির দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রিয়ালকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্সেনাল। ফ্রি কিক থেকে জোড়া গোল করে ইতিহাস লিখেছেন আর্সেনালের ডেকলান রাইস। গানারদের হয়ে ফিনিশিং দিয়েছেন মিকেল মেরিনো। ৫৮ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য ছিল আর্সেনাল। এরপরই ফ্রি কিক থেকে গোল করেন রাইস। তার বাঁকানো ও নিচু শট লাফিয়ে পড়েও নাগাল পাননি রিয়ালের গোলরক্ষক থুবো কর্তোয়া। ক্লাব ক্যারিয়ারে ফ্রি কিক থেকে এটিই রাইসের প্রথম গোল। ৭৫ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান ৩-০ করে আর্সেনাল। ৭০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে আরও একবার রিয়ালের জাল কাঁপান রাইস। ৭৫ মিনিটে গোল করেন মেরিনো। রাইসের দ্বিতীয় ফ্রি-কিকটি ছিল আরও চমৎকার। সরাসরি টপ কর্নারে জড়ানো একটি নিখুঁত শট, যা ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়ালকে হতবাক করে দেয়। একইসঙ্গে রাইস হন চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি দুটি গোল করা প্রথম খেলোয়াড়। এরপর ঠান্ডা মাথায় বদলি খেলোয়াড় লিয়ান্দ্রো ট্রোসারের পাস থেকে বল নিয়ে গোল করেন মেরিনো। গোলের ব্যবধান আরও বাড়াতে পারতো আর্সেনাল, যদি রিয়ালের গোলবারের সামনে দেয়াল হয়ে না দাঁড়াতেন কর্তোয়া। আর্সেনালের অনেকগুলো ভালো শট রুখে দিয়েছিলেন তিনি। হতাশাজনক হারের পর লালকার্ডও দেখতে হয়েছে রিয়ালকে। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে বল দূরে মেরে দেওয়ায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। যে কারণে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ফিরতি লেগে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ। দুই লেগে শেষে বিজয়ী দল সেমিফাইনালে অ্যাস্টন ভিলা অথবা প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) মুখোমুখি হবে।

টাইগারদের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেলেন জেমস প্যামেন্ট

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেলেন জেমস প্যামেন্ট। এই মাসের শেষের দিকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে প্যামেন্ট দলের সাথে যুক্ত হবেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে ফিল্ডিং বিশেষজ্ঞ জেমস প্যামেন্টকে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ দলের সাথে তার চুক্তি ২০২৭ সালের আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এই মাসের শেষের দিকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে প্যামেন্ট দলে যোগ দিতে চলেছেন। নিক পোথাসের স্থলাভিষিক্ত হবেন প্যামেন্ট। শন ম্যাকডারমট ছিলেন টাইগারদের শেষ ফিল্ডিং কোচ। পরবর্তীতে সহকারী কোচ পোথাস ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব নেন। ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী এবং বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে অবস্থানরত ৫৬ বছর বয়সী প্যামেন্ট এই ভূমিকায় প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। অকল্যান্ডের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। সর্বশেষ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে কাজ করেছেন। নিউজিল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এ এবং নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জন্য ফিল্ডিং রিসোর্স কোচ এবং বিশেষজ্ঞ টেকনিক্যাল উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন পাঁচ বছর। পাঁচ বছর পর দেশের মাটিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। দেশের মাটিতে সর্বশেষ দেখায় জিম্বাবুয়েকে ইনিংস ও ১০৬ রানের ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।

আর্সেনালকে আনচেলত্তির হুমকি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইন্টার মিলানের বিপক্ষে সান সিরোতে ১৯৮৪/৮৫ মৌসুমে উয়েফা কাপের (চ্যাম্পিয়নস লিগ) সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ২-০ ব্যবধানে হেরে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর সিরি আ প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে লস ব্ল্যাঙ্কসদের স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড জুনিতো বলেছিলেন, “সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৯০ মিনিট অনেক বড় সময়”। লজিক যেখানে শেষ হয়, জুনিতোর এই বাক্যটা সেখানে টনিক হিসেবে কাজ করে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আর্সেনালের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হওয়ার পর রিয়াল বস কার্লো আনচেলত্তি হয়ত জুনিতোর সেই বাক্যেই অনুপ্রাণিত হতে চাইবেন। কারণ জুনিতো কথা রেখে সেই মৌসুমে লস ব্ল্যাঙ্কসদের শিরোপা জিতিয়েছিলেন। গতরাতে গানার্সদের বিপক্ষে উড়ে যাওয়ার পরও একই টনিকে উজ্জীবিত আনচেলত্তিও বললেন, “কেউ যদি ৩-০ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেটা রিয়ালই।” এমিরেটসে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগটা ৩-০ ব্যবধানে হেরে যাওয়ায়,

রিয়ালকে আরেকবার রূপকথার গল্প লিখতে হবে। আগেও তারা পিছিয়ে থেকে ‘কামব্যাকের’ গল্প লিখেছে। তবে এবারের ব্যাপারটা কঠিন। কারণ আসরের নাম চ্যাম্পিয়নস লিগ হওয়ার পর, ৩ গোলে পিছিয়ে থেকে ফিরে আসতে পারেনি লস ব্ল্যাঙ্কসরা। সবশেষ ইউরোপিয়ান কাপ যুগে ১৯৭৫/৭৬ মৌসুমে তারা এমন কামব্যাক করেছিল। প্রথম লেগে ডার্বি কাউন্টির মাঠে ৪-১ গোলের হারের পর দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে ৫-১ ব্যবধানে জিতেছিল তারা। ম্যাচ হারের পর আনচেলত্তি বলেন, “আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমরা যেভাবেই হোক চেষ্টা করব। দেখা যাক আমরা তা করতে পারি কিনা।” আনচেলত্তি এরপর শুনালেন আসধার বাণী, “মনে হচ্ছে আজ রাতের পর আর কোনও সুযোগ নেই আমাদের। কিন্তু ফুটবলে সবকিছু সবসময়ই পরিবর্তিত হয়। যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।

অপরাজেয় বায়ার্নকে রুখে দিলো ইন্টার মিলান

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলান। এতে ঘরের মাঠে টানা ২২ ম্যাচে অপরাজেয় যাত্রা থেমে গেছে বায়ার্নের। ২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রুপ পর্বে বায়ার্নের বিপক্ষে দুটি ম্যাচেই ২-০ গোলে হেরেছিল ইন্টার। ওই মৌসুমেই ফাইনালে উঠেছিল বায়ার্ন। তবে ২০১০ সালের ফাইনালে বায়ার্নকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল ইন্টার। একই মৌসুমে সিরি আ এবং ইতালিয়ান কাপ জিতে ‘ট্রেবল’ জয় করেছিল তারা। এবারও সেই কীর্তি পুনরাবৃত্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। মিউনিখের অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত মঙ্গলবার রাতে বায়ার্ন ছিল চোটজর্জর। জার্মান মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালা হ্যামস্ট্রিং চোটে থাকায় খেলতে পারেননি। ইন্টারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে ছাড়া মাঠে নামে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই মৌসুমে ১০ গোল করা বায়ার্ন ফরোয়ার্ড হ্যারি কেইন ১৪ মিনিটে ভালো একটা সুযোগ পান। কিন্তু তার দুর্বল হেড ইন্টার গোলরক্ষক ইয়ান জোমার সহজেই ধরে ফেলেন। ২৬ মিনিটে কেইনের কাছে আরও বড় সুযোগ আসে। গোলপোস্টের বাঁদিকে একেবারে ফাঁকা জায়গা পেয়ে শট নেন। কিন্তু বল পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। হতাশায় কেইন হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন এবং মুখ চেপে ধরেন। অন্যদিকে ৩৮ মিনিটে সুযোগ পেয়ে কোনো ভুল করেননি ইন্টারের তারকা লাওতারো মার্টিনেজ। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে কার্লোস অগুস্তোকে বাঁদিকে পাস দেন আর্জেন্টাইন তারকা। অগুস্তো ক্রস করেন মার্কুস থুরামের দিকে। থুরাম হালকা ব্যাক-হিল করে বল ফিরিয়ে দেন লাওতারোর কাছে। এরপর জোরালো শটে বল জালে পাঠান লাওতারো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটি আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকার শেষ চার ম্যাচে ষষ্ঠ গোল। এতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইন্টার। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলই বেশ কিছু সুযোগ পায়। তবে সময় গড়ানোর সাথে সাথে আক্রমণের চাপ বাড়াতে থাকে বায়ার্ন। সেই চাপের ফল আসে ৮৮ মিনিটে। কনরাড লাইমার ক্রস করেন বক্সের পেছন দিকে, বল পেয়ে তিন গজ দূর থেকে শট নিয়ে গোল করেন জার্মান মিডফিল্ডার থমাস মুলার। এরপর জয়ের আশায় বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে খেলতে শুরু করে বায়ার্ন। কিন্তু সেটাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ডিফেন্স ফাঁকা করে বায়ার্নের উপরে উঠে খেলার সুযোগ কাজে লাগায় ইন্টার। অগুস্তোর পাস থেকে বল পেয়ে বায়ার্নের জাল কাঁপান ডেভিডে ফ্রাত্তেসি। এতে স্তব্ধ হয়ে যান বায়ার্নের হাজার হাজার দর্শক। ম্যাচ শেষ হতাশার সুরে বায়ার্নের মুলার বলেন, আজকের রাতটা খুব একটা সহজ ছিল না, আমরা সেটার প্রত্যাশাও করিনি। যারা সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছে, তারাই জয় পেয়েছে। আমাদেরও বেশ কিছু সুযোগ ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তের কন্টার-অ্যাটাকে ওরা আবার লিড নিয়ে নেয়। তা না হলে ম্যাচটা ১-১ এ শেষ হতো এবং মুলারের গল্পটা অন্যরকম হতো। আগামী বুধবার সান সিরোতে দ্বিতীয় লেগে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে ইন্টার। এই ম্যাচের বিজয়ী দল সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা অথবা বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের।

আইপিএল বাদ দিয়ে পিএসএল দেখবেন দর্শকরা-হাসান আলি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ১০তম আসর শুরু হতে বাকি মাত্র একদিন। আগামীকাল শুক্রবার ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ও লাহোর কালান্দার্সের ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে এ সংস্করণের। অন্যদিকে সীমান্তের ওপারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে চলছে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আইপিএল। এবার দুই টুর্নামেন্টের বেশ কিছু ম্যাচের সূচি সাংঘর্ষিক হবে। যে কারণে দোটানায় পড়বেন দর্শকরা। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা দেখবেন, সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবেন তারা। আইপিএল যেহেতু বড় টুর্নামেন্ট, তাই স্বভাবতই সেটিকে নজর থাকার থাকার কথা দর্শকদের। কগজে-কলমে আইপিএল বড় ও আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট হলেও বরাবরের মতোই সেটি মানতে নারাজ পাকিস্তানিরা। তাদের দাবি, আইপিএলের তুলনায় পিএসএলের জনপ্রিয়তাও কম নয়। তাদেরও অনেক দর্শক আছেন। সর্বশেষ পাকিস্তানিদের সেই দাবির ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন পেসার হাসান আলি। করাচি কিংসের এ পেসার মনে করেন, দর্শকরা আইপিএল বাদ দিয়ে পিএসএল দেখবেন। সেক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই ভালো খেলতে হবে। ‘জিও নিউজ’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসান আলি বলেন, ‘দর্শকরা সেই টুর্নামেন্টই দেখে যেখানে ভালো ক্রিকেটের সঙ্গে বিনোদন থাকে। আমরা যদি পিএসএলে ভালো খেলি, দর্শকরা আইপিএল ছেড়ে আমাদের খেলা দেখবেন।’ আইপিএল বিশ্বের সব ক্রিকেট বোর্ড এবং ভক্তদের কাছ থেকে অনেক বেশি আকর্ষণ পায়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিশাল অর্থের চুক্তি, টুর্নামেন্ট থেকে আয়কৃত রাজস্ব, বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয় এবং তারকা খ্যাতি – সব কিছুতেই পিএসএলকে ছাড়িয়ে যায় আইপিএল। ২০২৩ সালে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি দাবি করেছিলেন, পিএসএল ১৫ কোটি মানুষ দেখেছিলেন।যেখানে সব ধরনের মাধ্যমে আইপিএল দেখেছিল ১৩ কোটি মানুষ। তবে দুঃখজনকভাবে তারপর থেকে আইপিএল অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছে পিএসএলকে এবং এখনো সেই ব্যবধান রয়েছে। তবে হাসান আলির দাবি যথার্থ হতে পারে বাংলাদেশি দর্শকদের ক্ষেত্রে। আইপিএলের চলতি মৌসুমে কোনো বাংলাদেশি তারকা খেলছেন না। অন্যদিকে পিএসএলে তিনজন- লিটন দাস, রিশাদ হোসেন ও নাহিদ রানা খেলবেন ভিন্ন ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। যে কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই আইপিএল ছেড়ে পিএসএলে ঝোঁক তৈরি হবে বাংলাদেশি দর্শকদের।

ইসলাম

আদর্শ মুসলিম পরিবারের ১০ বৈশিষ্ট্য

ধর্ম ডেস্ক : পরিবার মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকেই মানুষের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘর ও পরিবারকে তাঁর অন্যতম দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ তোমাদের ঘরকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল।’ (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪০) ঘর ও পরিবারকে মানুষের প্রকৃত আবাস ও আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলাম বহুমুখী নির্দেশনা দিয়েছে। যার মাধ্যমে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করা সম্ভব। কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আদর্শ মুসলিম পরিবারের ১০টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। **আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন** আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের প্রথম শর্ত আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন করা। স্ত্রী নির্বাচনে কোরআনের নির্দেশনা হলো–‘তোমাদের মধ্যে যারা ‘আইয়িম’ (স্বামীহীন নারী) তাদের বিয়ে করো এবং তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’ (সুরা : নুর, আয়াত : ৩২), রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা চার গুণ দেখে মেয়েদের বিয়ে করো : তার সম্পদের জন্য, তার বংশ পরিচয়ের জন্য, তার সৌন্দর্যের জন্য ও তার ধার্মিকতার জন্য। অতঃপর তুমি ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দাও। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৯০) **দ্বিনের চর্চা থাকা** আদর্শ মুসলিম পরিবারে দ্বিনের চর্চা থাকবে। সেখানে ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুশাসন, আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতিপালন, কোরআন তিলাওয়াত ও জিকির এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের চর্চা থাকবে। তাদের জীবনযাপনে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হবে। আল্লাহ বলেন, ‘আমি মুসা ও তার ভাইয়ের প্রতি

প্রত্যাদেশ দিলাম–মিসরে তোমার সম্প্রদায়ের জন্য ঘর নির্মাণ করো। তোমাদের ঘরগুলোকে ‘ইবাদতখানা’ করো, তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও।’ (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৮৭), পরিবারে দ্বিনচর্চা উৎসাহিত করতে পরিবারপ্রধান ও অভিভাবকরা নিজের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ঘরে ফিরতেন তাঁর হাতে মিসওয়াক থাকত।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৩) **ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা** আদর্শ মুসলিম পরিবার তাদের সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা প্রদান করবে। কোনো কারণে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো সম্ভব না হলে, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় (ফরজ) ধর্মীয় জ্ঞান যেন শিশুরা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের জন্য ফরজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘(ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।’

নেক সন্তান পাওয়ার কুরআনি আমল ও দোয়া

ধর্ম ডেস্ক : সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল অবিরত। তিনি হলেন হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম। যিনি বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পরও মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন একজন নেক সন্তান। কী দোয়া করেছিলেন তিনি? সন্তান লাভের কার্যকরী আমলই বা কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মহান আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর নেই।’ (তিরমিজি) আর আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন- তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’ (সুরা মুমিন : আাত ৬০) হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের নেক সন্তান পাওয়া প্রার্থনা ছিল খুবই পছন্দনীয়। তাঁর সেই কার্যকরী আমল ও দোয়া কবুলের কথা কুরআনুল কারিমে একাধিক স্থানে ওঠে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন- ‘আর যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তার কাছে (দোয়া) আহ্বান করেছিল- উচ্চারণ : রাব্বি লা তাজারনি ফারদাও ওয়া আংতা খায়রুল ওয়ারিছিন।’ অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস (দানের অধিকারী)।’ (সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৯) দোয়া কবুলের আমল আল্লাহ তাআলা হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করেছিলেন। তাঁকে বাধ্যর্কে দান করেছিলেন ছেলে সন্তান। তবে সন্তান লাভে আমল কেমন হতে হবে; কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা সে কথাও উল্লেখ করেন- ‘তারপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসব যোগ্য করেছিলাম।

জামাআতে নামাজ পড়ার সুফল

ধর্ম ডেস্ক : জামাআতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের সবাইকে জামাআতে নামাজ আদায়ের জোর তাগিদ ও নির্দেশ দিয়েছেন। জামাআতে নামাজ পড়ায় রয়েছে বিশেষ ৫টি সুফল ও উপকারিতা, যা একাকী নামাজ পড়ায় অর্জন করা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকনির্দেশনায় তা সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে- > বিশেষ সাওয়াব জামাআতে নামাজ আদায়ে রয়েছে বিশেষ সাওয়াব। একাকী নামাজ পড়ার ব্যক্তির চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সাওয়াবের কথা এসেছে হাদিসের বিশুদ্ধ বর্ণনায়- হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘একাকির নামাজ অপেক্ষা জামাআতে নামাজ সাতাশ গুণ উত্তম।’ (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালেক) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের পক্ষে জামায়াতে নামাজ আদায় করার ছাওয়াব তার ঘরে ও বাজারে নামাজ পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। এর (মসজিদে নামাজ আদায়ের) কারণ হলো- - কোনো ব্যক্তি যখন ভালোভাবে অজু করে নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে এবং নামাজ ছাড়া তার মনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকে; তখন মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের (কদমের) বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি গোনাহও মাফ হয়ে যায়। - মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, ততক্ষণ সে নামাজের অনুরূপই ছাওয়াব পেতে থাকে।

- আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায়ের পর কাউকে কষ্ট না দিয়ে ওজুসহ মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ক্ষমার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে- ‘হে আল্লাহ! এ (ব্যক্তি) কে তুমি ক্ষমা করে দাও; হে আল্লাহ! এর তাওবা কবুল কর; হে আল্লাহ! এর প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন কর।’ (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালেক) > ফেরেশতাদের দোয়া হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজু অবস্থায় তার নামাজের স্থানে যতক্ষণ অবস্থান করে, ফেরেশতারা তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (ক্ষমা ও রহমতের) দোয়া করতে থাকে।

আজানের জবাব ও সাওয়াব সম্পর্কে হাদিস কি বলে?

ধর্ম ডেস্ক : মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় আজানের সুমধুর সুর। আযান শোনার পর এর জবাব দেয়ায় রয়েছে উপকারিতা ও সাওয়াব। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আজান পরবর্তী সময়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যারা আজানের জবাব দেয়ার পর আল্লাহর কাছে কোনো কোনো কিছু প্রার্থনা করেন; আল্লাহ তাআলা বান্দার সে চাওয়া পূর্ণ করেন। আবার যথাযথভাবে আজানের জবাব দেয়ায় রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাতের ঘোষণা। আজানের জবাব, সাওয়াব ও উপকারিতা সম্পর্কে রয়েছে হাদিসের একাধিক নির্দেশনা ও সুসংবাদ- - হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আজান ও ইক্বামতের মাঝে যে দোয়া করা হয়, তা ফেরত দেয়া হয় না।’ (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ) - হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল! মুয়াজ্জিনদের মর্যাদা যে আমাদের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিও তা-ই বল, মুয়াজ্জিন যা বলে। তারপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর কাছে) চাও। (তখন) যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে।’ (আবু দাউদ, মেশকাত) - অন্য হাদিসে এসেছে, ‘মুয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি আজানের শব্দগুলো বলবে, সে জান্নাতে যাবে।’ (আবু দাউদ, মেশকাত) - আজানের জবাব দেয়ার বিবরণ ও প্রাপ্তি সম্পর্কে হাদিসের দীর্ঘ এক বর্ণনায় এসেছে- হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যদি মুয়াজ্জিনের-

- ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’-এর জাওয়াবে ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ বলে এবং

- ‘আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর জওয়াবে ‘আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে এবং - ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ’-এর জওয়াবে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলে তারপর - ‘হাইয়্যা আলাস্-সলাহ’-এর জওয়াবে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলে, তারপর - ‘হাইয়্যা আলাল-ফালাহ’-এর জওয়াবে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলে, তারপর, - ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’-এর জওয়াবে ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ এবং - ‘লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ’-এর জওয়াবে ‘লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ’ বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (আবু দাউদ, মুসলিম)

নবীজী রজব মাসে যে দোয়া বেশি পড়তেন

ধর্ম ডেস্ক : আল্লাহতায়ালা কুরআনুল কারিমে চারটি মাসকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে রজব মাসও আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া এ মাসটি ‘শাহরুল্লাহ’ বা আল্লাহর মাস হিসেবেও পরিচিত। হাদিসে হজরত মুহাম্মদ সা. বলেন, ১২ মাসে বছর। তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি মাস ধারাবাহিক, আর তা হচ্ছে- জিলকৃদ, জিলহজ ও মহররম। আর চতুর্থ মাসটি হল- রজব, যা জমাদিউস সানি ও শা’বান মাসের মর্ধবর্তী মাস। (বুখারি)

রজব ও শা’বান মাস পবিত্র রমজানের আগমনী বার্তাস্বরুপ। অত্যধিক ফজিলত ও মর্যাদার কারণে রজব ও শা’বান মাসজুড়ে প্রিয়নবি সা. নির্দিষ্ট এ দোয়াটি বেশি বেশি পড়তেন। যাতে রজব ও শা’বান মাসের বরকত ও পবিত্র রমজান পর্যন্ত হায়াত বৃদ্ধির আবেদন ফুটে উঠেছে।

বরকতময় দোয়াটি হলো- উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা বারাকলানা ফি রাজাবা ওয়া শা’বান ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।’ অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি রজব ও শা’বান মাসকে আমাদের জন্য বরকতময় করুন এবং আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত (হায়াত দিন) পৌঁছে দিন।’

অবৈধ হত্যাকাণ্ড পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক

ধর্ম ডেস্ক : মানুষ আল্লাহর প্রিয় ও সেরা সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তিনি মানুষকে মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ হত্যাকে তিনি কবিরা গোনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। হত্যার অপরাধে মহান আল্লাহর আরশের ছায়া থেকে বঞ্চিত হবে মানুষ। কারণ অবৈধ হত্যাকাণ্ড পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। মানুষ হত্যা মানবতা হত্যার শামিল। সে কারণে যখন কোথাও কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেখানে আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হয়। হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতায় তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- - ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।’ (সুরা নিসা : আয়াত ৯৩) আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতিত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাদের শাস্তি কেয়ামতের দিন দ্বিগুন হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা ফুরকান : আয়াত ৬৮-৭০) উল্লেখিত আয়াতের আলোকে অবৈধ হত্যাকাণ্ড হারাম ও মারাত্মক কবিরা গোনাহ। ইসলামি শরিয়তের আলোকে হদযোগ্য অপরাধের শাস্তি বা হত্যা ভিন্ন কথা। এ হদযোগ্য অপরাধ ছাড়া অবৈধ হত্যাকে হারাম করেছেন। পরক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাদের শাস্তির বিষয়টিও উঠে এসেছে কুরআনে।